সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সীর সচিত্র রহস্য উপন্যাস
অদ্বিতীয়
গল্প : শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
ছবি : ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সীর কাহিনি অবলম্বনে
অদ্বিতীয়
গল্প • শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
ছবি • ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য
শীতের দুপুর। বাড়ির ছেলেরা কাজে বেরিয়ে গেছে। সেইসময় ...
ঠক ঠক
এখন আবার কে এল?
কে ?
চিকনের ভাল ব্লাউজ আছে দিদি। দেখবেন?

কই?
কী আছে
দেখি।

চিকনের জিনিস।
এই যে দেখুন।
খুব ভাল।
হুম।
ভেতরে
এসো।

হ্যাঁ। বাইরে দাঁড়িয়ে কি এসব
ভাল করে দেখা যায়? বাড়িতে
আর কেউ থাকলে একটু
দেখান না ডেকে।

এখন বাড়িতে
কেউ নেই গো।
আমি একা। এইটা
বেশ ভাল।
এ কী!

আলমারির চাবি দে। চটপট। চেঁচালেই পেট ফুটো করে দেব মুটকি।

ওরে বাবা! দিচ্ছি দিচ্ছি। গুলি কোরো না।

এ আর নতুন কী? মেয়েরা দিনে ডাকাতি করেই থাকে।

তাই বুঝি? আর তোমরা ছেলেরা খুব সাধু, তাই না?
এই রে!

সত্যবতী যে এসে পড়বে ভাবিনি।

যত দোষ মেয়েদের, না?
না। তা বলিনি। কিন্তু তোমরাও কিছু কম নয়।

তোমাদের স্বভাবই হল মেয়েদের নিন্দে করা। কই শুনি, মেয়েরা কী দোষ করেছে?

এক বা একাধিক ভদ্রশ্রেনির যুবতী তাক বুঝিয়া দুপুরবেলায় বাহির হয়। ফেরিওয়ালির বেশে গৃহস্থের ঘরে হাজির হইয়া পিস্তল বা ছুরি দেখাইয়া টাকাকড়ি, গহনাপত্র লইয়া প্রস্থান করে।

কী? এবার কী বলবে?
বেশ, মেনে নিলাম। ওরা দোষ করেছে।

কিন্তু তোমরা যে খুন-জখম করছ, যুদ্ধ বাঁধিয়ে হাজার হাজার লোক মারছ, তার বেলা কিছু নয়?

সে তুলনায় মেয়েরা ক'টা খুন করেছে!
তোমরা এতদিন ঘরের মধ্যে বন্ধ ছিলে। তাই বিশেষ সুবিধে করতে পারনি। এখন স্বাধীন হয়ে বিক্রম বেড়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র কতকাল আগে দেবী চৌধুরানীর কথা লিখে গেছেন। সেকেলে মেয়ে হয়েই যদি এই হয়ে থাকে, তা হলে একালের মেয়েরা কী করবে একবার ভাবো অজিত!

আজকের কাগজেও পুরুষ-কৃত একটা খুনের খবর ছিল। সেটা চেপে গিয়ে বললাম

ছিঃ ! মিছে কথা বলতেও তোমাদের জোড়া নেই। তোমরা প্রত্যেকে এক একটা মিথ্যেবাদী – চোর ডাকাত – খুনি ...

তখনই দরজায় কড়া নড়ে উঠল
ঠক্
ঠক্
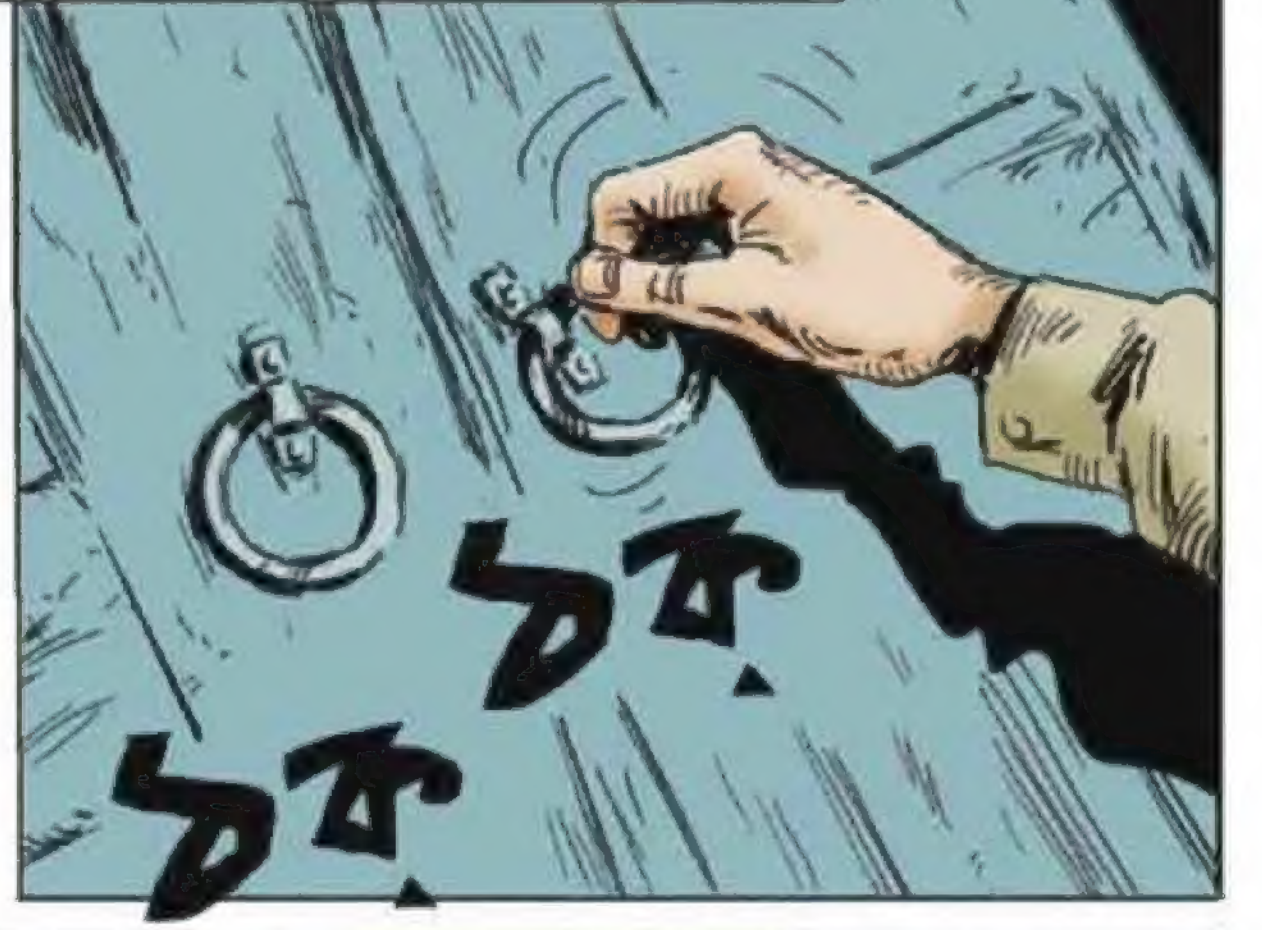
সত্যবতী বিজয়িনীর মতো ভেতরে চলে গেল। আমি দরজায় গিয়ে দেখলাম ডাকপিওন এসেছে।

তোমার নামে এসেছে। কে পাঠিয়েছে লেখা নেই।
?

নবীন লেখকের পাণ্ডুলিপি মনে হচ্ছে। তুমি প্রকাশক হওয়ার পর থেকেই এই অত্যাচার আরম্ভ হয়েছে।
পাণ্ডুলিপি না-ও হতে পারে। খুলে দ্যাখো না।

তাহলে তুমি খুলে দ্যাখো।

আরে ! এ যে দেখছি চিঠি। লম্বা চিঠি। তোমাকেই লিখেছে। প্রায় ছোটগল্পের শামিল।
প্রেমপত্র নয় নিশ্চয়। তুমি পড়ো, আমি শুনি।
ভদ্রলোকের নাম চিন্তামনি কুণ্ডু। উনি লিখছেন – শ্রী ব্যোমকেশ বক্সী মহাশয়। আমার শক্তি থাকলে আমি গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতাম। কিন্তু কয়েক বছর ধরে আমার পক্ষাঘাত হয়ে বাম অঙ্গ অচল। তাই পত্র দিচ্ছি।

আমার বয়স এখন সাতান্ন। স্ত্রী-পুত্র নেই। তিনটি বাড়ি আছে। দুটি ভাড়া দিয়েছি। একটির দ্বিতলে আমি থাকি। দেখাশোনার জন্য একটি চাকর আছে।

আমি কলকাতার পূর্ব – দক্ষিণ অঞ্চলে থাকি। যে বাড়িতে আমি থাকি তার উলটো দিকে আমার অন্য দুটি বাড়ি আছে। সেগুলো ভাড়া দিই।

চলাফেরা করতে পারি না। ঘরেই আমার সময় কাটে। একটি বাইনোকুলার কিনেছি। তাই নিয়ে জানলার ধারে বসে বাইরের দৃশ্য দেখি। ভাড়াবাড়ির দিকেও নজর রাখি।

মাস দেড়েক আগে, পৌষ মাসের মাঝামাঝি একটি ছোকরা আমার সঙ্গে দেখা করতে এল।
ছোকরা চুলে রং করেছে।
নমস্কার। আমার নাম তপন সেন। ভেতরে আসতে পারি?

আসুন। কী দরকার বলুন তো?
শুনলাম, আপনার জোড়া বাড়ির একটি নাকি খালি হয়েছে। আমি ভাড়া নিতে চাই।

হ্যাঁ। কিছুদিন হল বাড়িটা খালি হয়েছে। তা, আপনার কী করা হয়?
খবরের কাগজে চাকরি করি। নাইট এডিটর। সারা রাত কাজ আর সারা দিন ঘুম।

সংসারে কে কে আছে?
সবেমাত্র সংসার করেছি। আমি আর আমার স্ত্রী। আর কেউ নেই।

বেশ। আপনাকে ভাড়া দেব। মাসে দেড়শো টাকা ভাড়া।
আমার পক্ষে এটা একটু বেশি হয়ে যায় ...

সাজানো বাড়ি। খাট – বিছানা টেবিল সব পাবেন। দেখে আসুন আগে।
আচ্ছা। তাহলে ঠিক আছে। এই নিন আগাম।

তপন সেন বাড়ি দেখতে চলে গেল।

একটু পরেই ফিরে এসে –
আমার পছন্দ হয়েছে। কাল থেকে আসব?
বেশ তো। আসুন।

পরদিন সকালে আমার চাকর রামাধীনকে পাঠালাম তাদের কাছে।

নতুন ভাড়াটে। তাদের সুবিধা অসুবিধার খোঁজখবর নেওয়া দরকার।

ওরা নতুন। দেখো, কোনও অসুবিধে হচ্ছে কি না।

জি হুজুর।

আমি জানলায় বসে দেখতে লাগলাম।

রামাধীন গিয়ে কড়া নাড়তে, দরজা খুলে একটি মেয়ে বেরিয়ে এল।

রামাধীনের সঙ্গে মেয়েটি আমার কাছে এল। মিষ্টি চেহারা। গালে মুসুরডালের মতো একটি তিল।
আমার নাম শান্তা। খুব সুন্দর বাড়ি পেয়েছি। আমাদের কোনও অসুবিধে নেই।
আপনি বসুন।

আমাকে আপনি বলবেন না। আমি আপনার মেয়ের বয়সি।

আচ্ছা। তা ঝি-চাকর যদি দরকার হয় — পাড়ায় নতুন এসেছ তো —
না, না। দরকার নেই।
আমাদের ছোট সংসার। আমি একাই সব কাজ সামলে নিতে পারব।

বেশ, বেশ। তুমি কি সারা দিন ঘরেই থাকো?
আমি পড়াই। চেতলার দিকে, মেয়েদের স্কুলে।
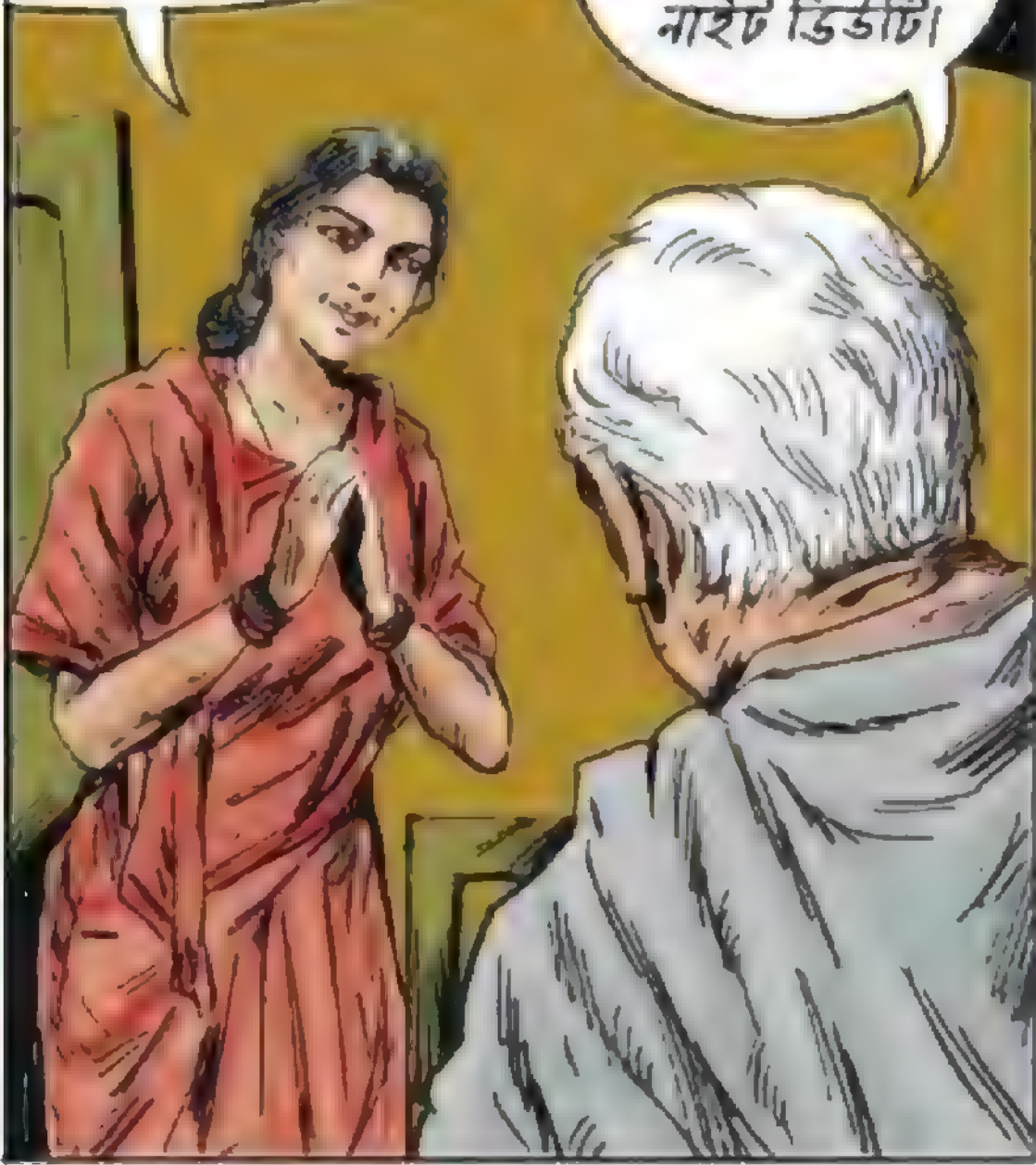
এদের দুজনকে আমার ভাল লেগে গেল। বাড়ির নীচের তলার ভাড়াটেরা এদের মতো মিশুকে নয়।

সন্ধ্যার পর দেখলাম, তপন কাজে বের হল।

কিন্তু একটা ব্যাপার
খুব অদ্ভুত লাগল।
তপন বেরিয়ে গেলেই
ওদের ঘরের ইলেকট্রিক
আলো নিভে যায়।
শুধু একটা মোমের আলো
কিছুক্ষন জ্বলে। একসময়
তা-ও নিভে যায়।
তপনের স্ত্রীর কি আলোর
প্রয়োজন হয় না?

ভাবলাম, হয়তো সকালে
স্কুলে পড়াতে যায়, তাই
সে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ে।

এক রবিবারের সকালে
তপনের স্ত্রী গল্প করতে এল।
তোমার কর্তা কি
এখনও ঘুমোচ্ছে?

হ্যাঁ। সারা রাত জেগে
ডিউটি করে তো।
তাই ...
তুমি রাতে ইলেকট্রিক
আলো জ্বালাও না
দেখেছি। কেন বলো তো?

আসলে আমার চোখ ভাল নয়। জোর আলোয় কষ্ট হয়। ওর আবার অফিসে কাজ করে এমন হয়েছে, কম আলোয় দেখতে পায় না।
তাই ও বেরিয়ে গেলেই আমি মোমবাতি জ্বালি। আপনি লক্ষ করেছেন?
হ্যাঁ। আমি তো সারা দিন এই জানলার ধারেই বসে থাকি।
সত্যি, আপনার তো কোথাও যাওয়ার উপায় নেই। আমি আসব, মাঝে-মাঝে ওকেও পাঠিয়ে দেব।
এভাবেই চলছিল। একদিন সন্ধের পর অফিস যাওয়ার পথে তপনও দেখা করে গেল।
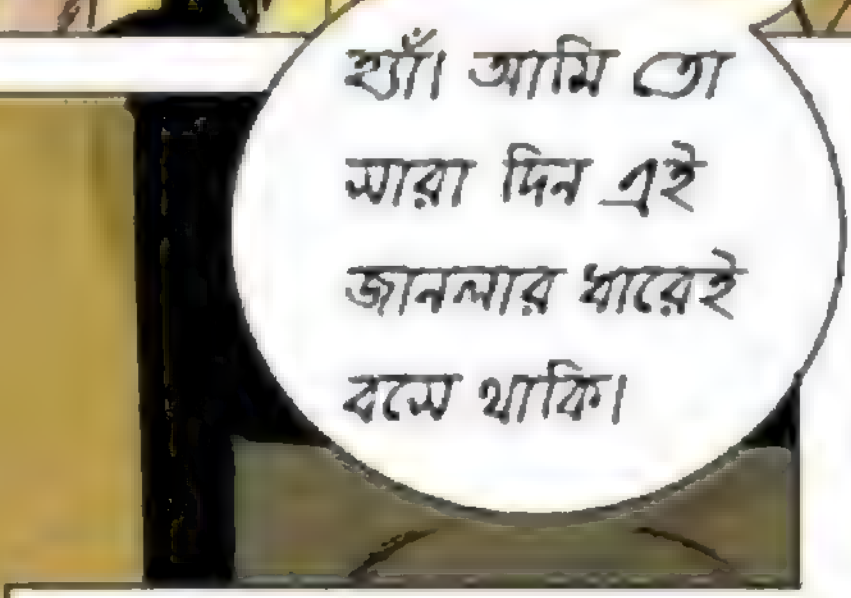
সপ্তা দুয়েক আগে,
গভীর রাতে একটা
ব্যাপার লক্ষ করলাম।
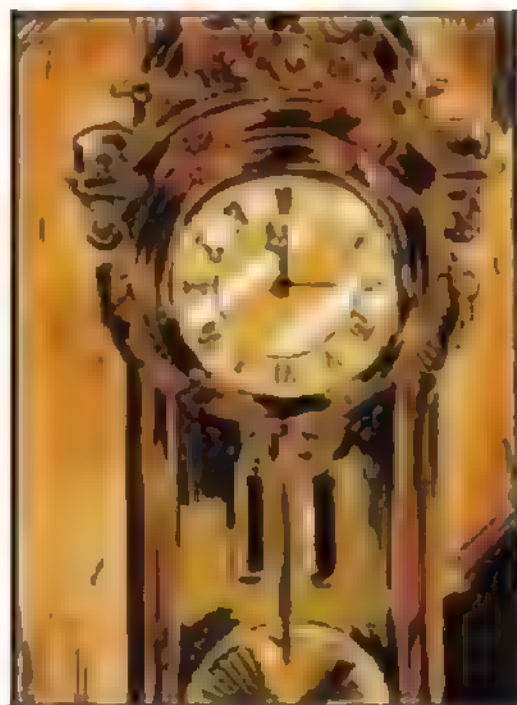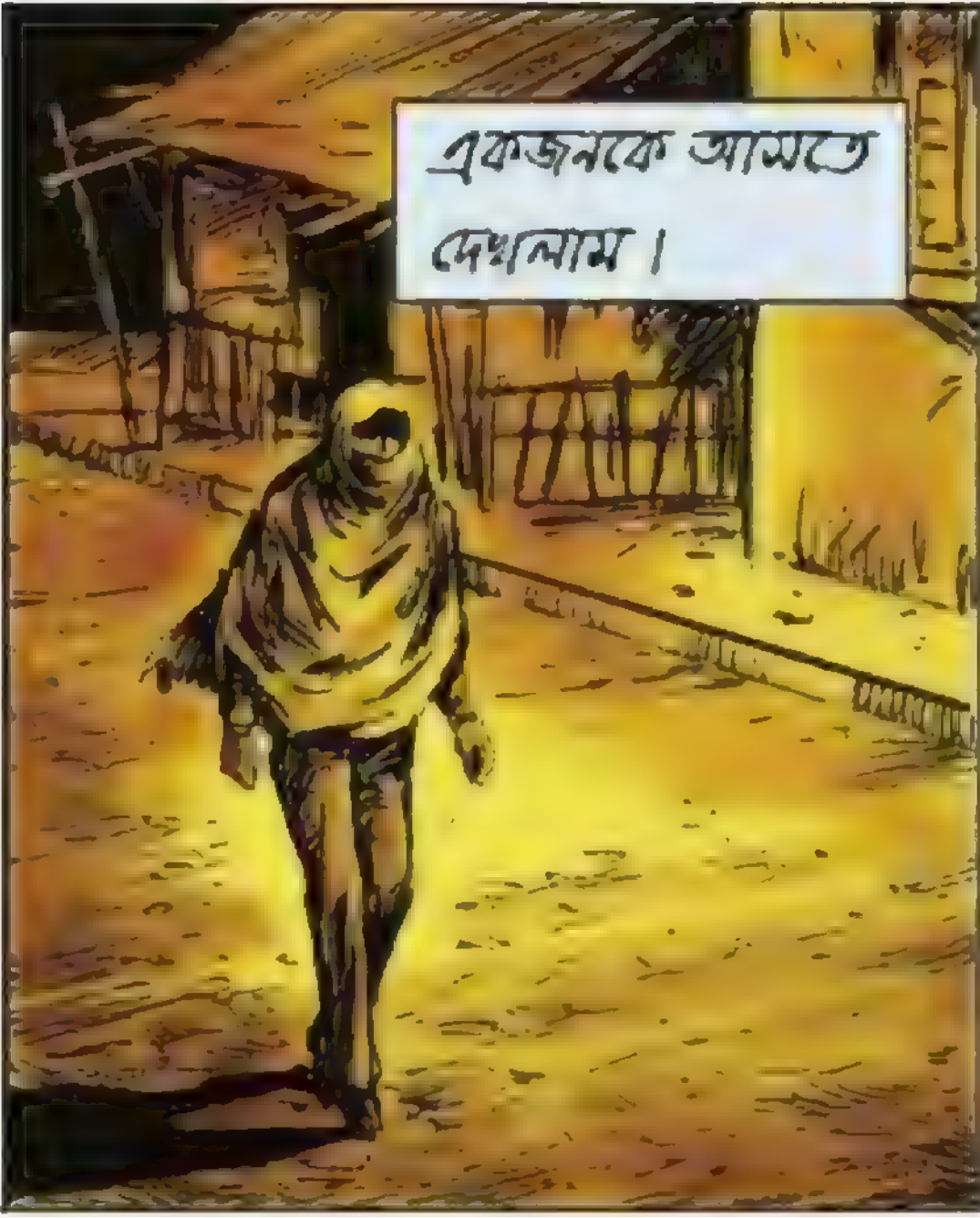
একজনকে আসতে
দেখলাম।

র‍্যাপার মুড়ি দেওয়া লোকটা
দুই বাড়ির মধ্যের গলিতে
চট করে ঢুকে গেল।
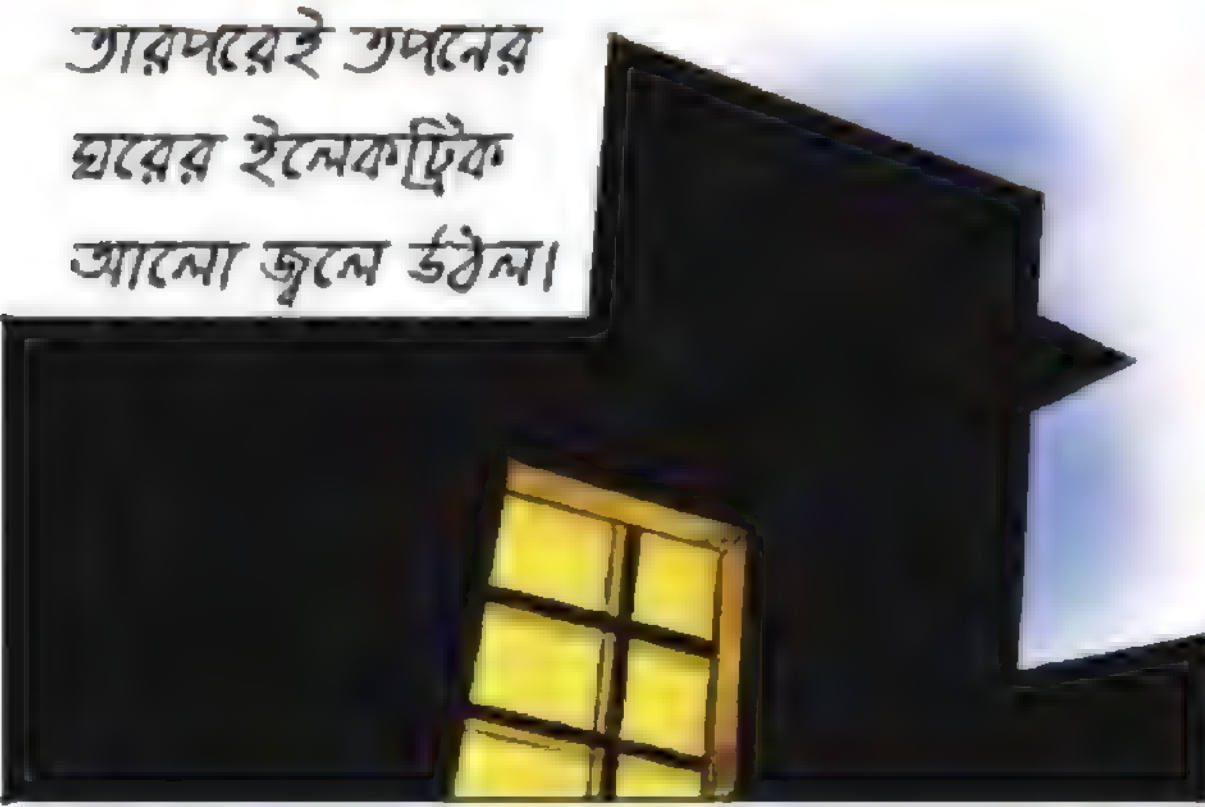
তারপরেই তপনের
ঘরের ইলেকট্রিক
আলো জ্বলে উঠল।

কে লোকটা? তপন
রাতে বাড়ি থাকে না।
সেই সময় চুপি চুপি
এসেছে কার কাছে?
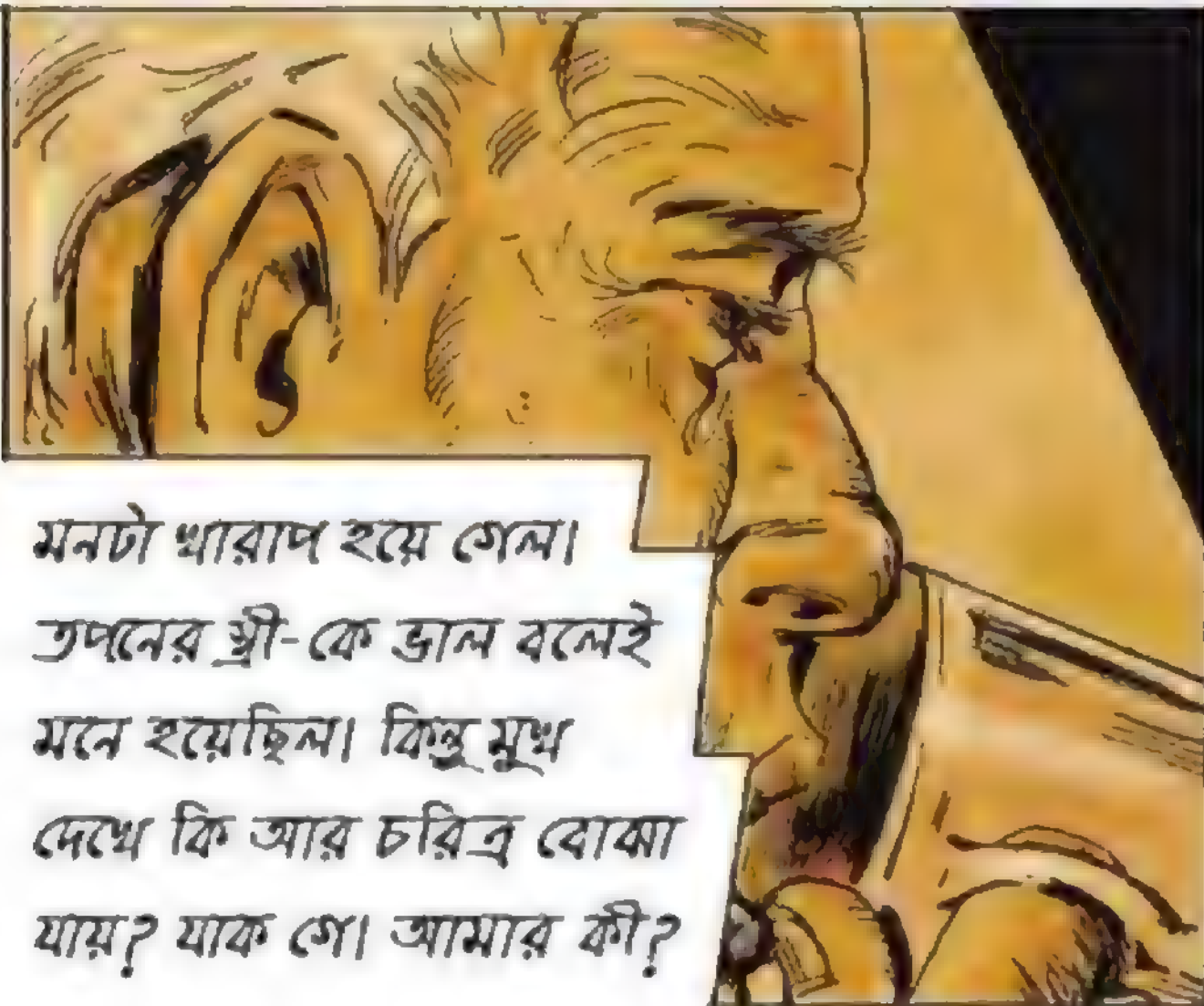
মনটা খারাপ হয়ে গেল।
তপনের স্ত্রী-কে ভাল বলেই
মনে হয়েছিল। কিন্তু মুখ
দেখে কি আর চরিত্র বোঝা
যায়? যাক গে। আমার কী?

ব্যাপারটা নিয়ে তপনকেও
কিছু বললাম না। কিন্তু পরশু
রাতে এক সাংঘাতিক ব্যাপার
দেখলাম।
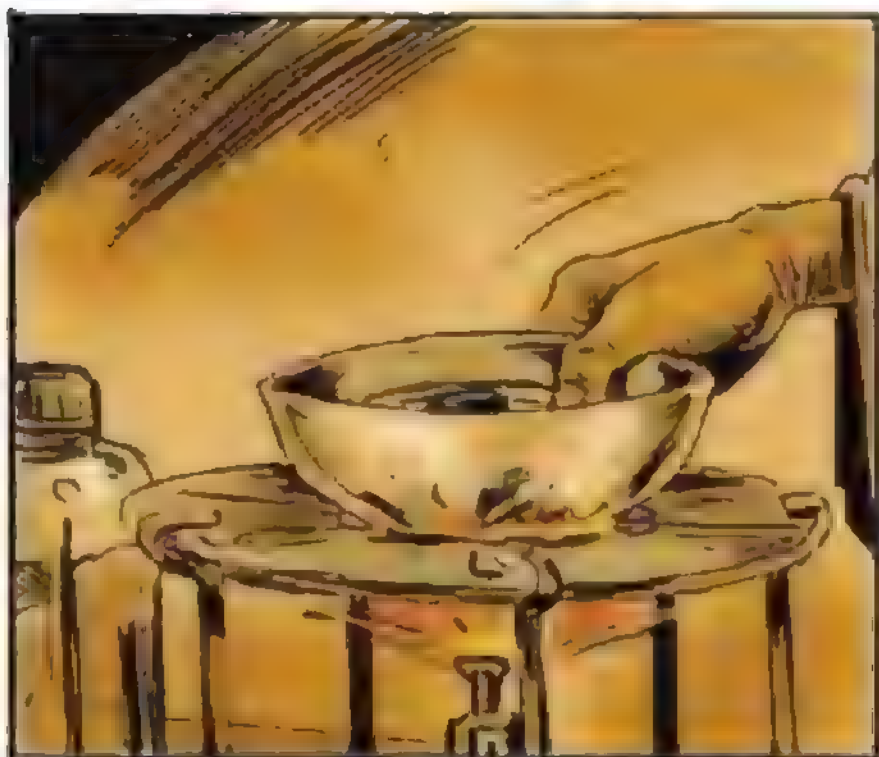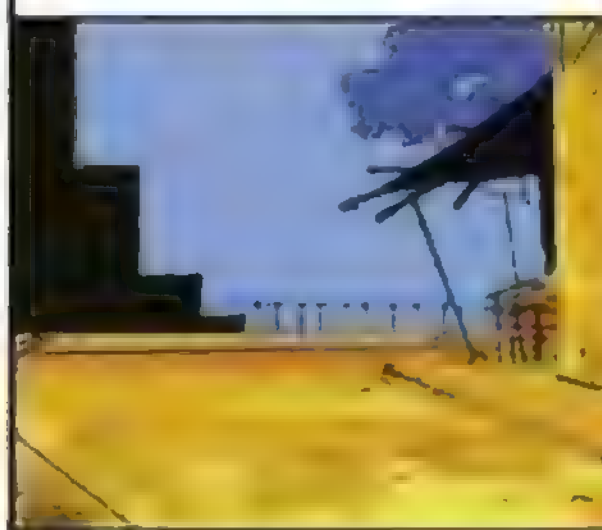
তখনই আর-একজন লোক গলির মুখে এসে দাঁড়াল। মনে হল কাউকে খুঁজছে।
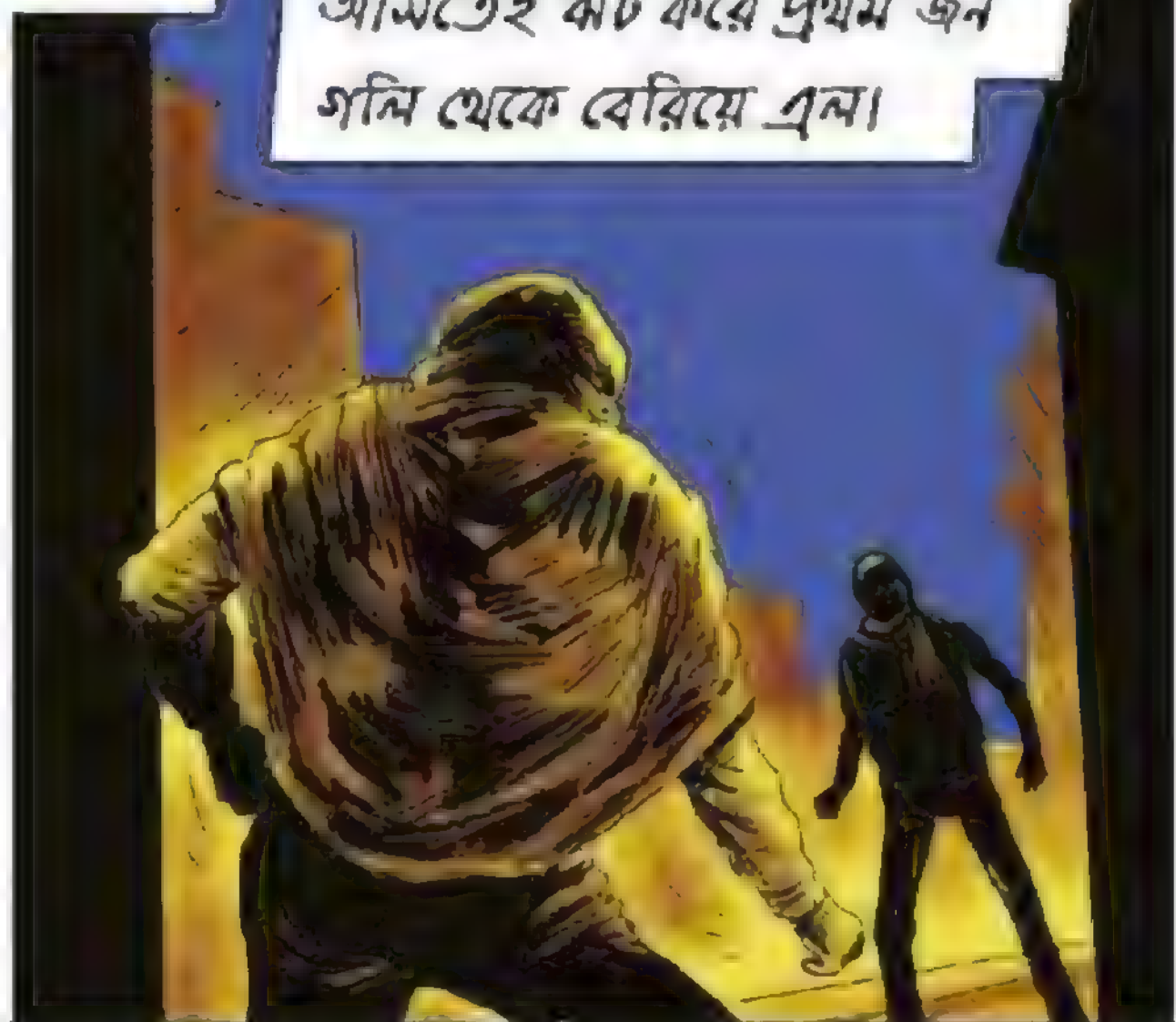
তারপরেই যা ঘটল,
দেখে আমি শিউরে উঠলাম।

কোনও মতে নিজেকে সামলে থানায় ফোন করলাম।
হ্যা — হ্যালো, আ — আমার বাড়ির সামনে একটা খুন হয়েছে।
থানা কাছেই। পাঁচ মিনিটের মধ্যে পুলিশ এসে আমার কাছে সব শুনেই তপনের বাড়ি ঘেরাও করল।
তপনকে কিন্তু পাওয়া গেল না। তার বউ শান্তা ঘুমোচ্ছিল। সে কিছুই বলতে পারল না।

পরে জানা গেল খুন হওয়া
ব্যক্তিটি পুলিশের লোক।
তপন ধরা পড়েনি। তার স্ত্রী
নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও পুলিশ
তাকে জেরা করে চলেছে।

সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থা আমার।
পুলিশ আমার জীবন অতিষ্ঠ করে
তুলেছে। তাদের ধারণা আমি এই
খুনের ব্যাপারে নিশ্চয়ই কিছু জানি।

আমার টাকা আছে।
আপনি এই বিপদ থেকে
আমাকে উদ্ধার করলে,
যা পারিশ্রমিক চাইবেন
তা দেব। দয়া করে যত
শীঘ্র সম্ভব আমাকে
এসে বাঁচান। ইতি –

বুঝেছি। তুমি
চিঠিটা আমাকে
দাও। আর
এনাকে একটা
ফোন করো দেখি।

একটা প্রশ্নের উত্তর চাই।
তপনের গলার আওয়াজ
কীরকম। আর বলবে,
ভাবনার কিছু নেই।
আমি আসছি।
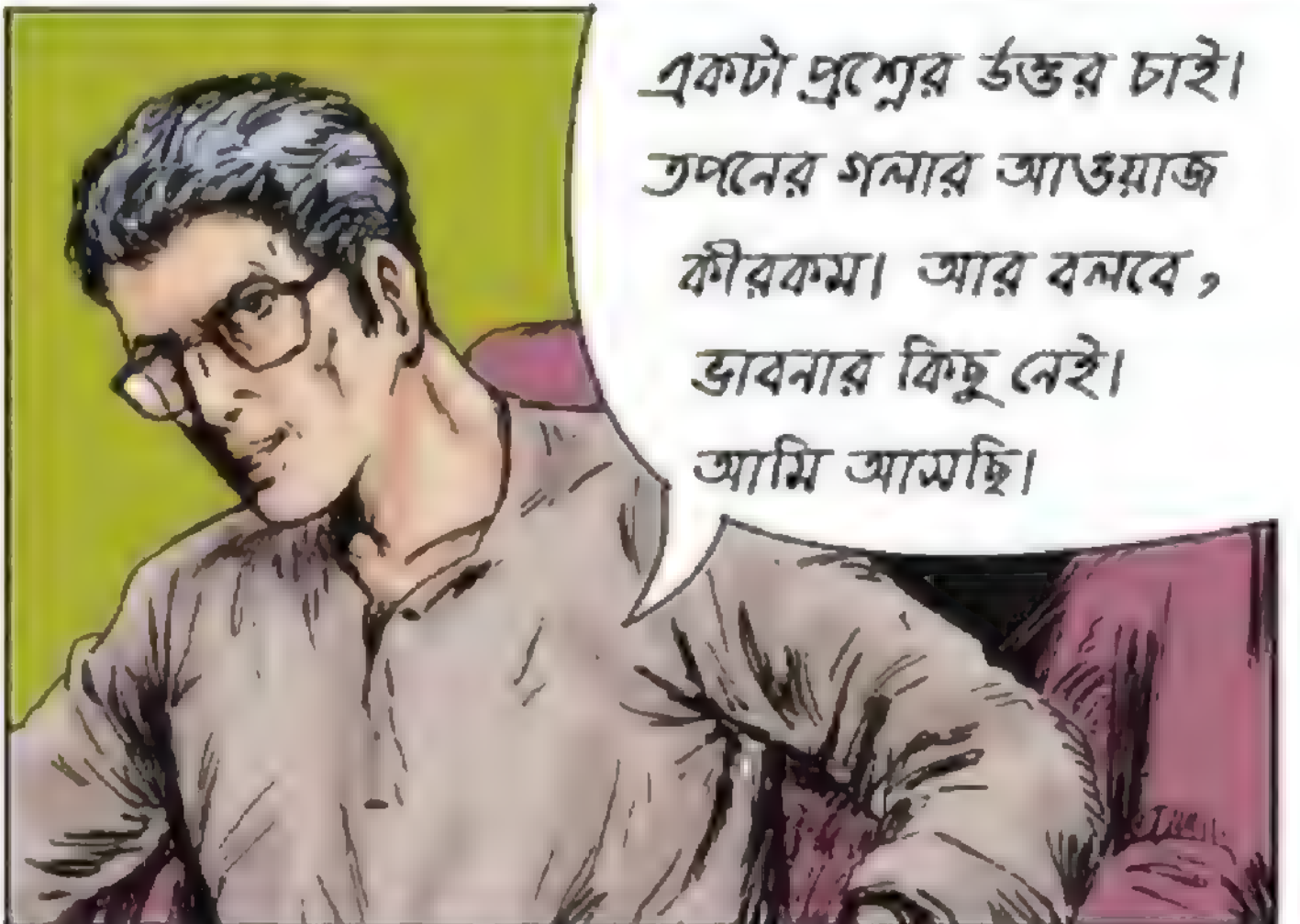
মিনিট পাঁচেক পর।
কথা হয়েছে। উনি খুব ভয় পেয়েছেন। বললেন, তপনের গলার আওয়াজ চেরা চেরা।
চেরা চেরা, তা হলে ঠিক ধরেছি। চলো, বেরিয়ে পড়া যাক। দুপুরের আগেই কাজ মিটিয়ে ফিরে আসব।

ওটাই মনে হয় সেই তপন সেনের ভাড়াবাড়ি। পুলিশ পাহারা দিচ্ছে।
হুম। উলটো দিকের দোতলা বাড়িটা তা হলে চিন্তামনিবাবুর। এসো।

আসুন, আসুন। জানলা দিয়ে দেখেই আমি চিনেছি। কী খাবেন বলুন?
এখন কিছু না। পুলিশ আজ এসেছিল?

আসেনি আবার?
দারোগা একবার আমার দিকে, একবার তপনের স্ত্রী বেচারি শান্তার দিকে তেড়ে যাচ্ছে। আপনি আমাকে বাঁচান।
ভাববেন না। সব ঠিক হয়ে যাবে। একবার দারোগাবাবুর সঙ্গে দেখা করা ...

ব্যোমকেশবাবু মনে হচ্ছে?

কী আশ্চর্য! একেই বলে টেলিপ্যাথি। দারোগাবাবুর কথাই ভাবছিলাম।
চিন্তামনিবাবু এবার আপনার শরণাপন্ন হয়েছে তা হলে।

চিন্তামনিবাবু আমার মক্কেল। ওঁর ভাড়াটে খুন করে পালিয়েছে। শুধু শুধু আপনারা ওঁকে বিরক্ত করছেন।
দেখুন মশাই, এত সহজে ওঁকে আমরা ছাড়ছি না। এই খুনে তপনের সঙ্গে উনিও জড়িত।
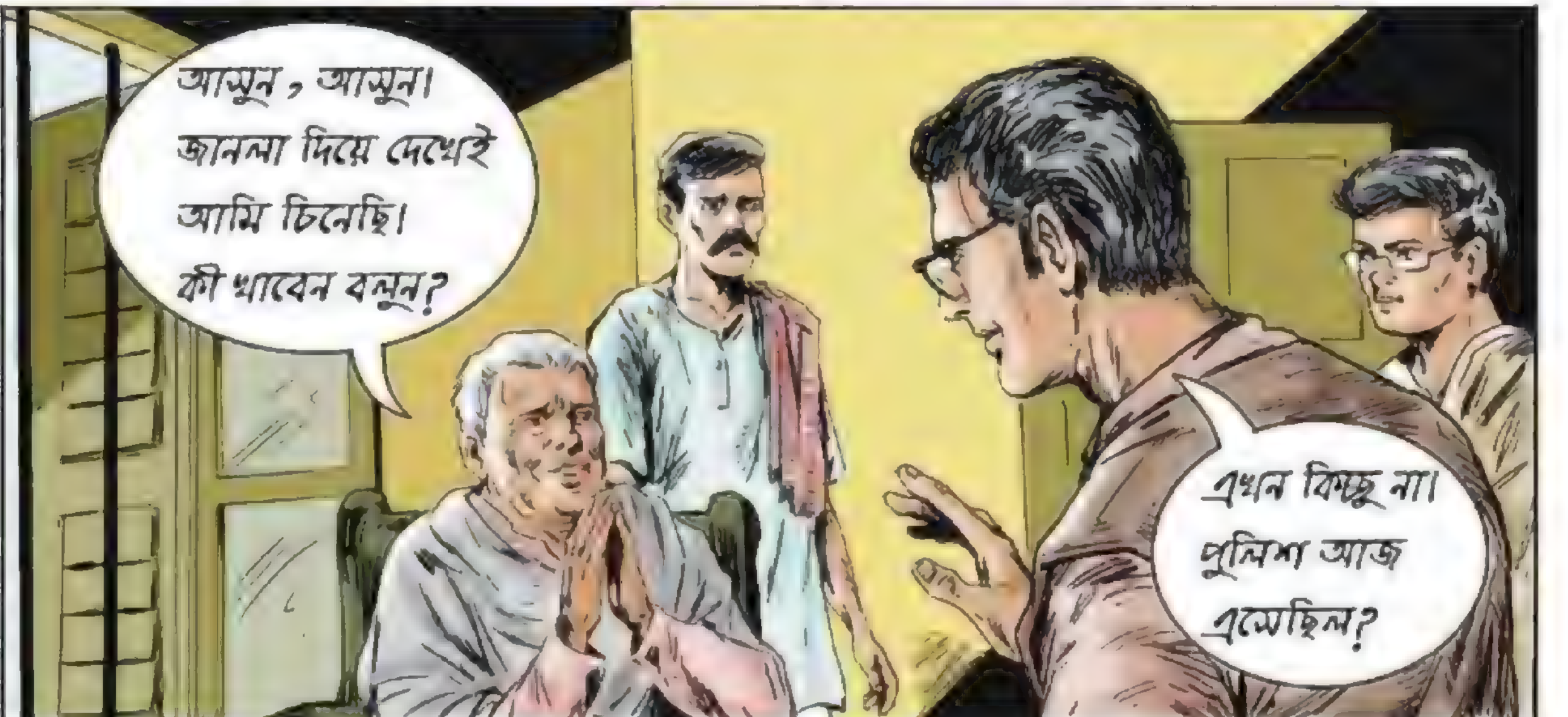
মানে? আপনি কী বলতে চান?
তা হলে বলতে হয়, আপনি এ মামলার কিছুই বুঝতে পারেননি।

যে ছুরি দিয়ে খুন হয়েছিল, সেটা কি পেয়েছেন?

না। সেটা নিয়েই তপন পালিয়েছে।
তপনের বাড়ি থেকে কিছু পেয়েছেন?
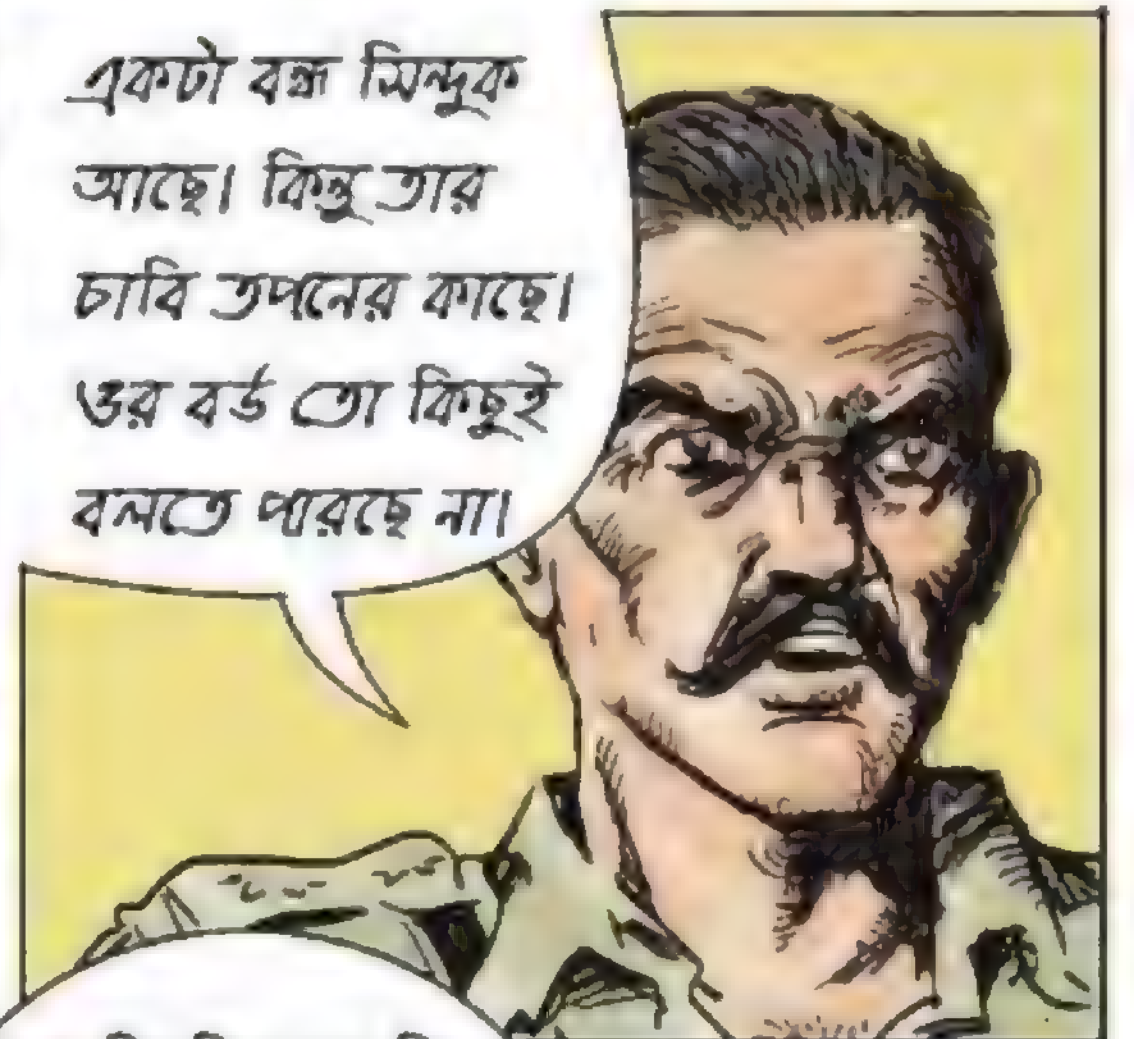
একটা বন্ধ সিন্দুক আছে। কিন্তু তার চাবি তপনের কাছে। ওর বউ তো কিছুই বলতে পারছে না।

ওদের নাকি মাস চারেক বিয়ে হয়েছে। তপনের কাজকর্ম সম্বন্ধে সে কিছুই জানে না।
আমি কিন্তু জানি। কে আসামি আর কোথায় তাকে পাওয়া যাবে।

অ্যাঁ! আপনি জানেন? তা হলে এতক্ষন কেন বলেননি মশাই?
বলব ঠিক সময়ে। তার আগে আমি তপনের ঘরটা একবার দেখতে চাই।
আর তার স্ত্রী-কে দু'একটা প্রশ্ন করতে চাই।

তা বেশ তো। আসুন আমার সঙ্গে আপনি।

আপনি নির্ভয়ে থাকুন। আর কিছুক্ষনের মধ্যেই এ ঝামেলা মিটে যাবে।
উফফফ! তাই যেন হয় মশাই।

তপনের বাড়ির চারপাশে পাহারা। দারোগাবাবুর সঙ্গে আমরা ভেতরে প্রবেশ করলাম।

আপনি আর অজিত মহিলার কাছে যান। আমি বাড়িটা একটু ঘুরে এখুনি আসছি।
বেশ।

আমরা তপনবাবুর স্ত্রী-র সামনে হাজির হলাম। স্বামীর কৃতকর্মে মহিলা বেশ ভেঙে পড়েছেন মনে হল।

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ব্যোমকেশ এসে পড়ল।
নমস্কার। কয়েকটা ছোট ছোট প্রশ্ন আছে আমার।

কী – কী কী প্রশ্ন?

আপনার শোওয়ার ঘরে একটা সিন্দুক দেখলাম। কী আছে ওতে?
আ – আমি তো পুলিশকে বলেছি, আমি জানি না। চাবি স্বামীর কাছে।

তালা ভাঙার ব্যবস্থা করেছি।

ভেঙে ফেলুন দারোগাবাবু! ওতে অনেক চোরাই মাল পাবেন।
!

আচ্ছা, আপনার স্বামী কি বাড়িতে দাড়ি কামাতেন না? বাড়ির কোথাও সেসব সরঞ্জাম দেখলাম না!
না। তিনি সেলুনে কামাতেন।

ও, অসামান্য লোক তিনি। তা বাড়িতে চটিও কি পরতেন না?
ওর চটি লাগত না। বাড়িতে আমারটাই পরে কাজ চালাতেন।

তাই নাকি? আপনাদের পায়ের মাপ কি এক?
প্রা — প্রায় সমান।

বাঃ! কত সুবিধে! আপনাদের দু'জনের দেখছি প্রায় সবই সমান। শুধু চুলের রং আলাদা।

মা ··· মানে? কী বলতে —

দারোগাবাবু, তৈরি থাকুন। এবার আমার শেষ প্রশ্ন।
?

শান্তাদেবী, চিন্তামণিবাবু দেখেছিলেন আপনার গালে মুসুরডালের মতো একটা তিল আছে। সেটা কই?

তি –তিল? কই না তো। তা হলে হয়তো কিছু কালি-টালি ছিটকে লেগে –

সব প্রশ্নের জবাব তৈরি দেখছি। কিন্তু এই প্রশ্নের কী জবাব দেবেন?
!

নকল চুল!

এর কী জবাব দেবেন?

জবাব এল বিদ্যুৎবেগে
এইইইই
চকিতে ব্যোমকেশ সরে গেল,
দারোগাবাবু ঝাঁপিয়ে পড়লেন -

ওই আপনার খুনি আসামি আর এই নিন খুনের অস্ত্র।
আর তপন সেন?
তপন সেন বলে কেউ নেই। আছে শুধু শান্তা সেন। রাতে ইনিই তপন সেন সেজে বেরোতেন। এই হল কলকাতার মেয়ে-ডাকাত। এবার বাকিটা আপনি খুঁজে বের করবেন।
আর বলতে হবে না। একে চিনতে পেরেছি।
প্রমীলা পাল। দু'মাস আগে জেলের গার্ডকে খুন করে ফেরার।
জমাদার। হাতকড়া লাগাও।
চিন্তামনিবাবুর কাছ থেকে চেক নিয়ে বাড়ি ফিরতে দুটো বেজে গেল।
কী ব্যাপার? এত দেরি! খেতে হবে না?
তোমরা মেয়েরাও কম যাও না। কী বলো অজিত?
শেষ
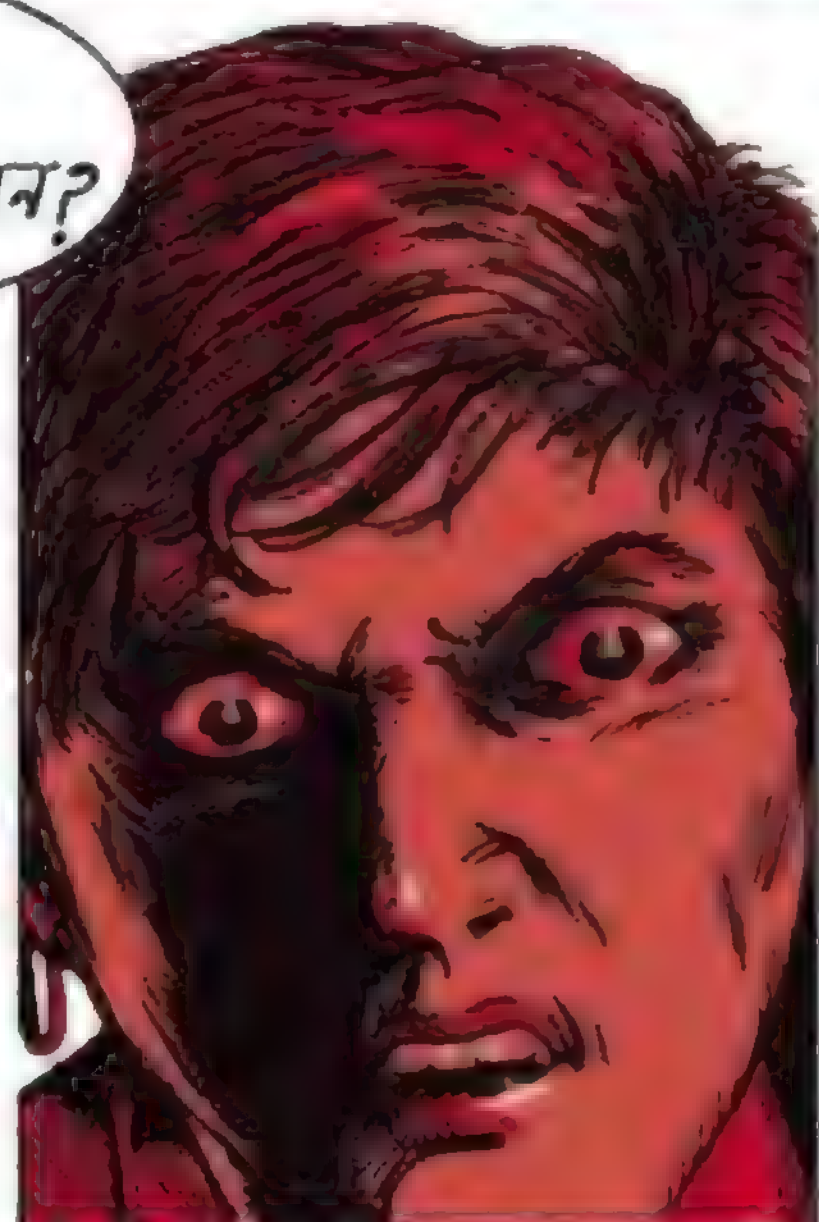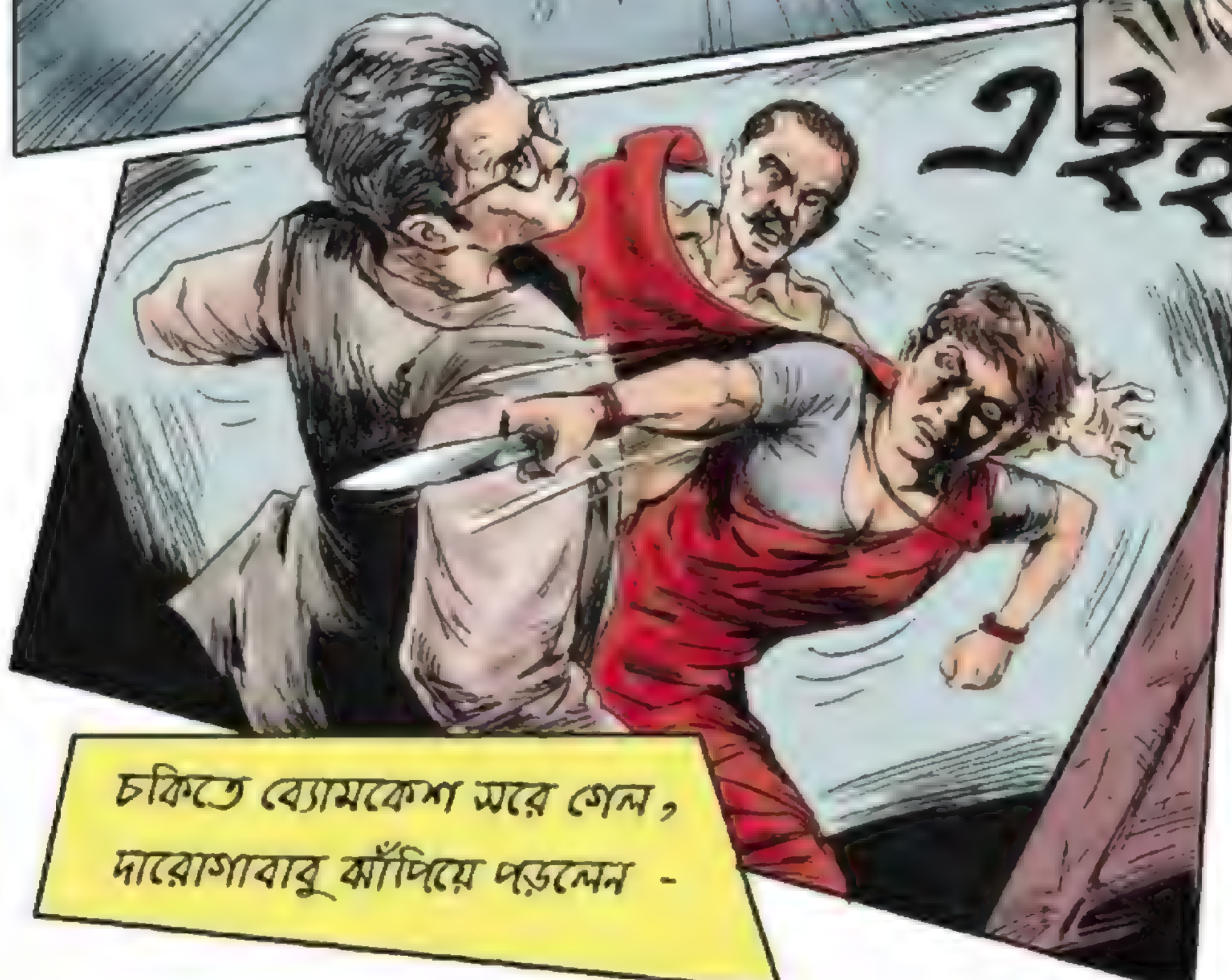
সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সীর সচিত্র রহস্য উপন্যাস
লোহার বিস্কুট
গল্প : শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
ছবি : ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সীর কাহিনি অবলম্বনে

লোহার বিস্কুট

গল্প • শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

ছবি • ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

কলকাতায় এসে এ পাড়াতেই উঠি। একটি লোক তার বাড়ির নীচের তলার একটা ঘর ছেড়ে দিল। ফ্যামিলি আনা হল না।

বাড়িটা দোতলা। নীচে দুটো ঘর, ওপরে দুটো।

বাড়িওয়ালা অক্ষয়বাবু ওপরে একা থাকেন, কিন্তু তাঁর কাছে লোকজনের যাতায়াত আছে।
লোকটি মিষ্টভাষী, কিন্তু কী কাজ করে তা বুঝতে পারিনি।
আমাকে কোনওদিন দোতলায় ডাকত না।
এইভাবে তিনমাস থাকার পর একদিন রাতে আমি বন্ধুর বাড়ি থেকে নিমন্ত্রণ খেয়ে ফিরছিলাম। বাড়ির কাছে এসে দেখি অক্ষয়বাবু নেমে এসে দরজায় তালা দিচ্ছেন।
এ কী! এত রাতে কোথায় চললেন?
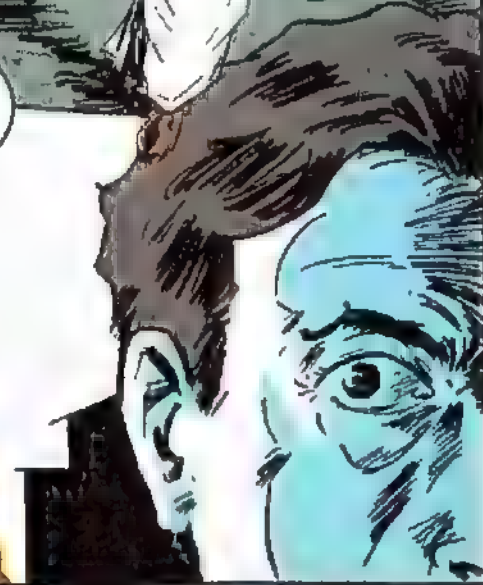
কয়েক পা গিয়েই অক্ষয়বাবু থমকে দাঁড়ালেন। তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন —

বাড়িওয়ালা চলে যাওয়ার পর খেয়াল হল যে আমাকে তার ঘরের চাবি দিয়ে যায়নি। যাই হোক, বউকে চিঠি লিখে দিলাম ...

সংসার গুটিয়ে তৈরি থাকো, বাসা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

বাড়িটা পাওয়ার আনন্দে মন উৎফুল্ল হয়ে উঠল। আশায় আশায় দু'দিন কেটে গেল। তিনদিনের দিন ...

বিকট মড়া পচা গন্ধ বেরোতে লাগল।

সন্দেহ হল, পুলিশ ডাকলাম। পুলিশ তালা ভেঙে ওপরে ঢুকল। দেখা গেল ঘরের মেঝেয় একটা মড়া পড়ে আছে। কপালে ফুটো। গুলি করে খুন করা হয়েছে।

দেখতে দেখতে একপাল পুলিশ বাড়ি ঘিরে ফেলল ...

লাশ চালান হল। দারোগাবাবু আমাকে জেরা করলেন।
নিরপেক্ষ সাক্ষী হিসাবে আমি আর পাড়ার একজন সঙ্গে রইলাম।

তিন-চারদিন পর মৃত ব্যক্তির পরিচয় জানা গেল। সে একজন দাগি আসামি। নাম হরিহর সিং। চোরাচালান করত। সোনাদানা, নেশার জিনিস এই সবের কারবার ছিল।

অক্ষয়বাবুর সঙ্গে কোন সূত্রে আলাপ তা জানা যায়নি। তার নামে হুলিয়া জারি হয়েছে, কিন্তু এখনও ধরা পড়েনি।

থানা থেকে ফেরার সময় জিজ্ঞাসা করলাম
আমি কি তা হলে এখন পুরো বাড়িটা দখল করতে পারি?
স্বচ্ছন্দে। আসামি যখন ফেরার হবার সময় আপনাকে বাড়ির হেপাজতে রেখে গেছে...

আপনি থাকবেন বই কী। তবে একটা কথা, আসামির যদি সাড়াশব্দ পান তখুনি থানায় খবর দেবেন।
নিশ্চয়ই। সে আর বলতে হবে না।

স্ত্রী আর মেয়েকে এনে বাড়ি দখল করে দিব্যি থাকছিলাম। সব কিছুই ব্যবহার করি কিন্তু আলমারি, বাক্স, দেরাজে হাত দিই না।
মাস দুই আগে সকালবেলা এক অপরিচিত লোক এসে হাজির হল। সঙ্গে একটি স্ত্রীলোক।
এ হচ্ছে অক্ষয়ের স্ত্রী। আমি ওর বড় ভাই। এতদিন আমি ওকে পুষেছি। কিন্তু আর আমার পোষার ক্ষমতা নেই। এবার ও স্বামীর বাড়িতে থাকবে। আপনি বাড়ি ছেড়ে দিন।
অক্ষয়বাবুর স্ত্রী আছেন তা কোনওদিন শুনিনি। যদি সত্যি হয়, তা হলে আদালতে গিয়ে বলুন। তারপর দেখা যাবে।
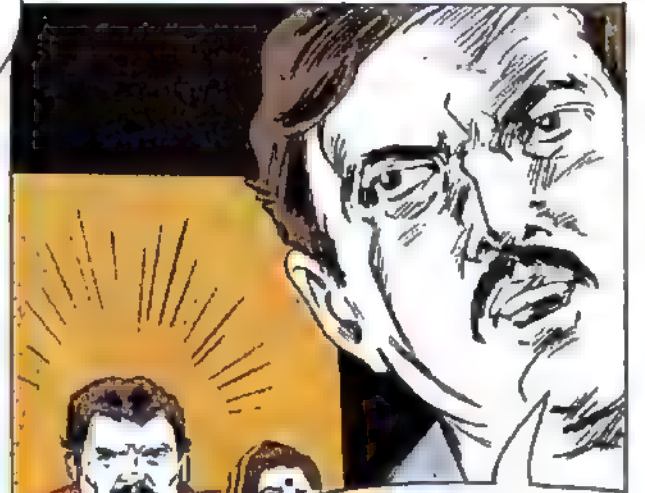
পাহাড়ি। খুব হিংস্র। নাম ভুটো।

ব্যাঙ্কে যাওয়ার সময় আর রাত্তিরে সে ছাড়া থাকে, বাড়ি পাহারা দেয়।

মনের কোণে একটা ভাবনা লেগে রইল। হয়তো আড়াল থেকে অক্ষয় কোনও কুটিল খেলা খেলছে।
দিন দশেক পর একখানা বেনামী চিঠি পেলাম।
বাড়ি ছেড়ে যাও নইলে বিপদ
থানায় গিয়ে চিঠি দেখালাম
চেপে বসে থাকুন, নড়বেন না। পাহারা বাড়িয়ে দিচ্ছি।
তারপর থেকে আর কিছু হয়নি। কিন্তু এখন যে সমস্যায় পড়েছি, তার জন্যই আপনার কাছে আসা। ব্যাঙ্ক থেকে আমার একমাসের ছুটি পাওনা হয়েছে।
আমার স্ত্রীর অনেক দিনের ইচ্ছা তীর্থে যাবে। ব্যাঙ্কের এক সহকর্মীও আমার সঙ্গেই ছুটি নিয়ে কুম্ভ স্পেশালে যাওয়ার জন্য চাপাচাপি করছে।
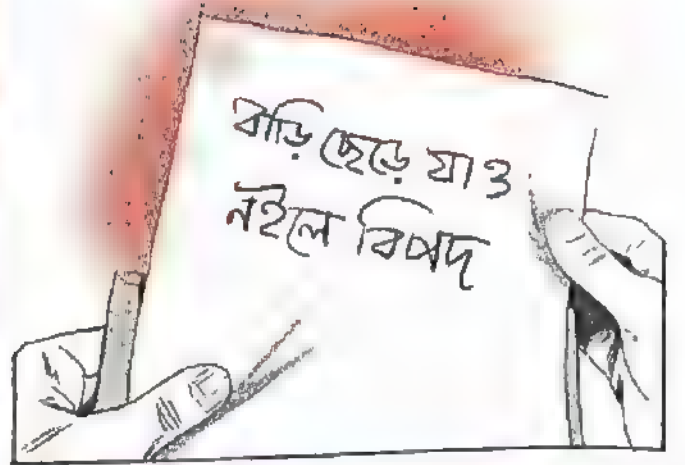
ভুটোকে যদি কোনও কেনেলে রেখে আমরা বেড়াতে যাই, সেই সময় হয়তো কেউ এসে বাড়ি দখল করে বসল, তা হলে কী হবে?
হুম। এটা হতেই পারে।

পুলিশের কাছে আর যেতে মন চাইল না। তাই আপনার শরণাপন্ন হয়েছি।
আপনি বলুন, আমার কী করা উচিত?

কিছু বলার আগে, আমার একবার আপনার বাড়িটা দেখা দরকার।
এ তো আমার পরম সৌভাগ্য! কখন আসবেন বলুন?

এখুনি যাব। তবে একটু বসুন। বাইরে বেশ রোদ। আমি ছাতা নিয়ে আসছি।

!
ব্যোমকেশের ছাতাটি বেশ বড়। তাতে কয়েকটি ফুটো। মাথায় দিয়ে হাঁটলে তার মুখ দেখা যায় না, কিন্তু সে অন্যকে ফুটো দিয়ে লক্ষ করতে পারে।
সত্যান্বেষীর উপযুক্ত ছাতা।
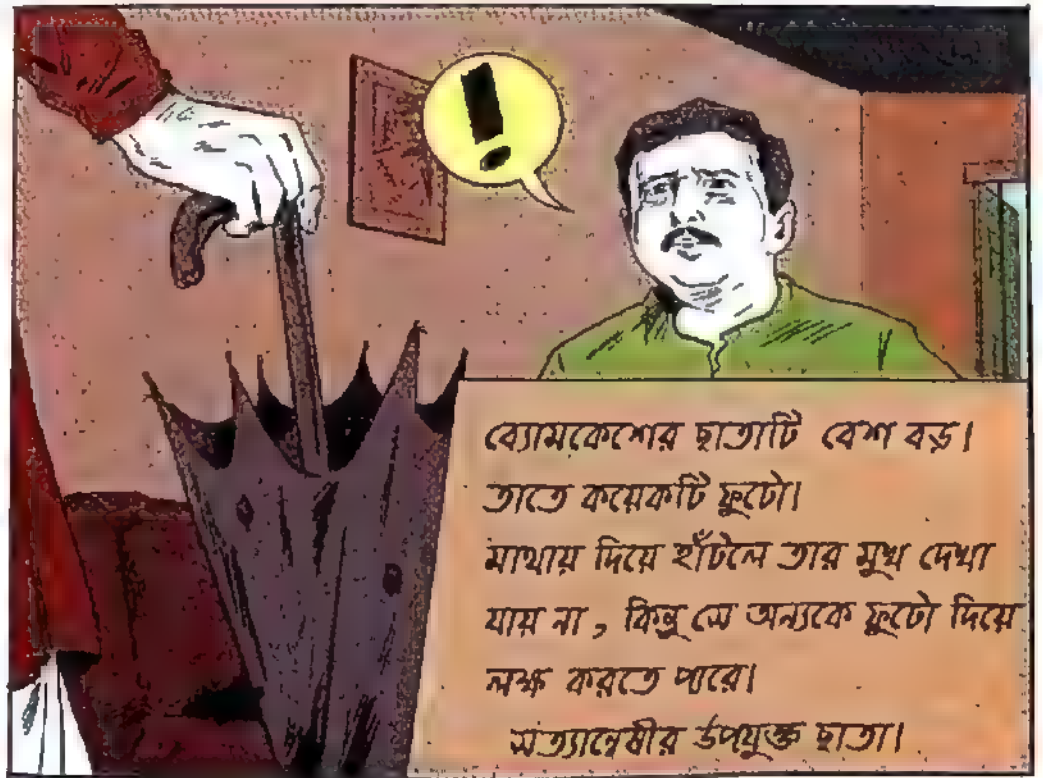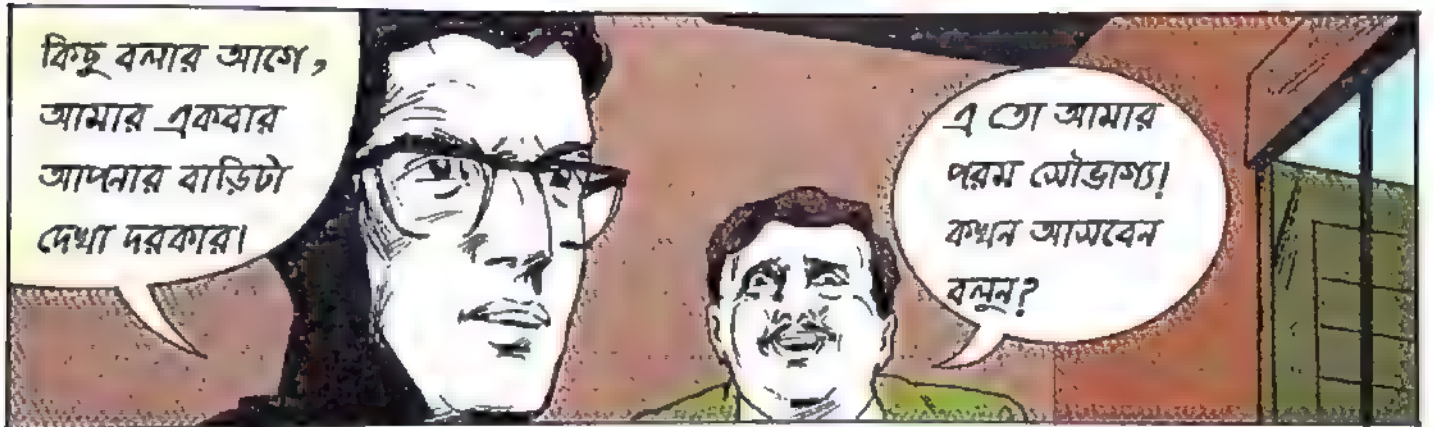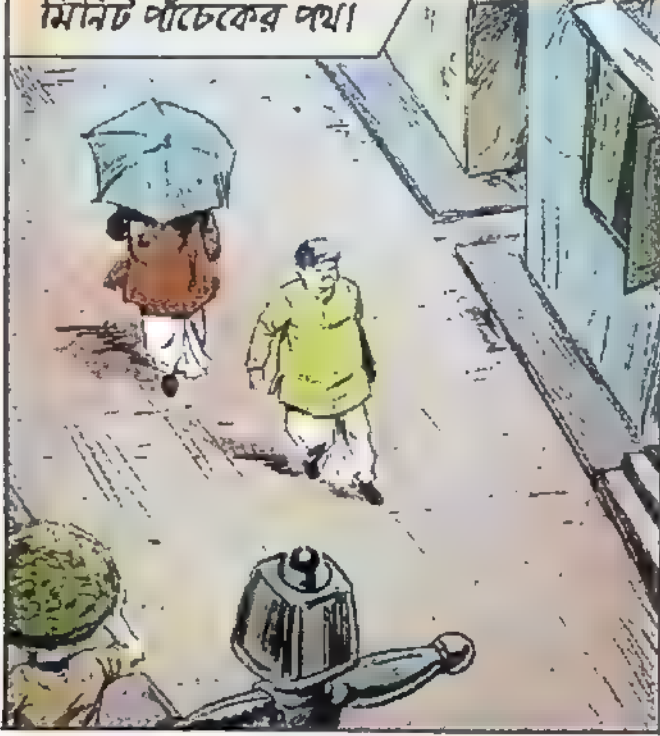
কমলবাবুর বাসা ব্যোমকেশের বাড়ি থেকে মিনিট পাঁচেকের পথ।
ছোট দোতলা বাড়ি। কিন্তু একটা বিশেষত্বের জন্যে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।
গোটা ছাদটাই লোহার শিক দিয়ে ঢাকা।
আপনার বাড়ির যা ব্যবস্থা, তাতে কোনও মতেই বাইরে থেকে ছাদে ওঠা সম্ভব নয়।
আমি আসার আগে থেকেই ওরকম। আসুন, ভেতরে আসুন।
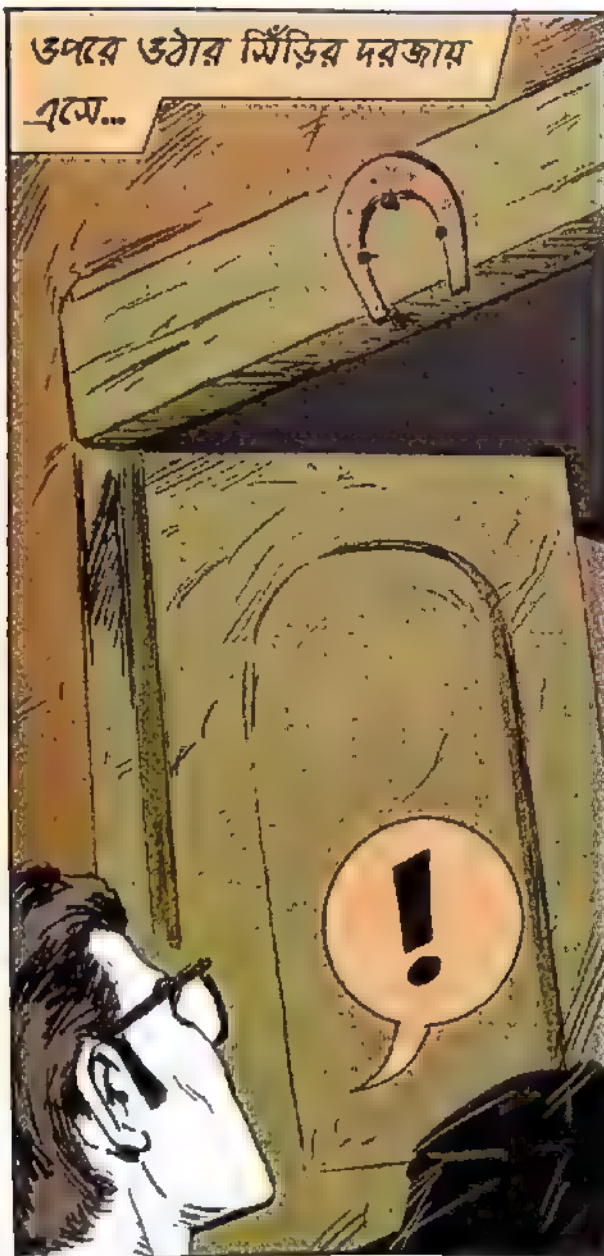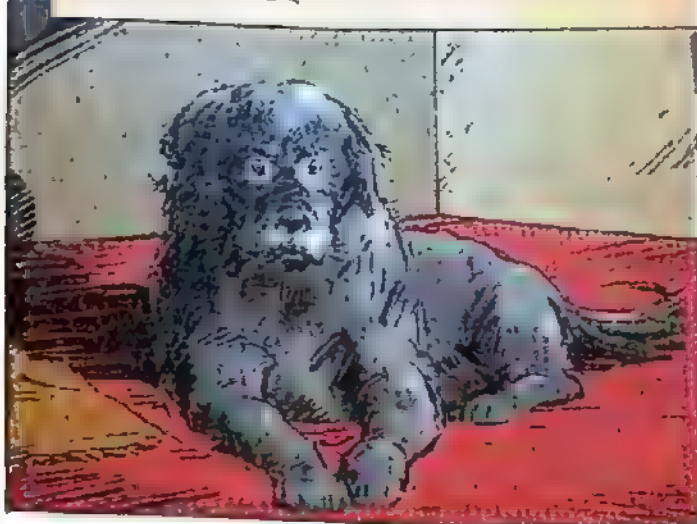
নীচের তলাটা এখন রান্না খাওয়ার জন্য ব্যবহার করি। ওখানটা আগে দেখবেন?
দরকার নেই। এ সময় আপনার স্ত্রী হয়তো রান্নাঘরে আছেন। ওপরতলাটাই দেখি।

ওপরে ওঠার সিঁড়ির দরজায় এসে...
!

ওটা কী?

এটা কি আপনি লাগিয়েছেন?
ঘোড়ার নাল। বিলিতি কুসংস্কার। দরজার মাথায় লাগালে নাকি অনেক টাকাপয়সা হয়!

না, অক্ষয়বাবুর আমল থেকেই আছে।
?
নালে ছাতার ডগা আটকে গিয়েছিল। ব্যোমকেশ টেনে ছাড়িয়ে নিল।

আসুন, ভেতরে আসুন। এই আমার মেয়ে খুকু, আর ওই হল ভুটো।

ভুটো চোখ তুলে ব্যোমকেশকে দেখল

খুকু, যাও তোমার মাকে চা করতে বলো। ব্যোমকেশকাকু এসেছেন।
আচ্ছা।

খুকু নীচে চলে গেল, ভুটো সঙ্গে-সঙ্গে গেল।

এ ঘরে অক্ষয়বাবুর কোনও আসবাবপত্র আছে?
ছিল। আমি পাশের ঘরে নিয়ে গেছি। আসুন, ওই যে।

পাশের ঘরে গিয়ে...
সেই যে লোহার মোড়ক পাওয়া গিয়েছিল সেগুলো কি পুলিশ নিয়ে গেছে?

এর ভেতর গোটা দুই বিস্কুট রেখে সুতো দিয়ে বেঁধে দিলে নিশ্চিন্তি। চলুন, এবার ছাদে।

মনে হচ্ছে যেন বাঘের শূন্য খাঁচায় ঢুকে পড়লাম!

ব্যোমকেশ ছাদের চারদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল
ছাদটা আপনারা ব্যবহার করেন না?

বেশি গরম পড়লে ছাদে এসে শুই। নিরাপদ জায়গা। চোর ঢোকার উপায় নেই।
বেশ। চলুন, আমার দেখা শেষ হয়েছে।

নীচে নেমে আসতে...
বাবা, বসার ঘরে চা দিয়েছি।

থানায় যার সঙ্গে আপনার এ ব্যাপারে কথাবার্তা হয়, সেই দারোগার নাম কী?
রাখাল সরকার। তা হলে আমাদের তীর্থে যাওয়ার কী হবে ব্যোমকেশবাবু?
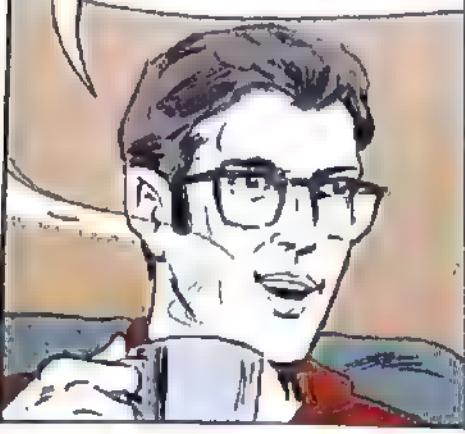
শনিবার সকালবেলা কমলবাবুর বাসা থেকে পুলিশের পাহারা তুলে নেওয়া হল। কমলবাবু ভুটোকে কেনেলে রেখে এলেন। পুলিশ ছাড়াও অন্য একটি পক্ষ বাসার ওপর নজর রেখেছিল, তারা সব লক্ষ করল।

বিকেলবেলা বাসায় চাবি দিয়ে কমলবাবু স্ত্রী মেয়ে নিয়ে তীর্থে বেরিয়ে গেলেন। যাওয়ার পথে থানায় রাখালবাবুকে চাবি দিয়ে গেলেন।

রাত্রি সাড়ে আটটার সময় ব্যোমকেশ আর রাখালবাবু বেরোলেন।
রাখাল, তৈরি তো?
হ্যাঁ, চলুন।

দু'জনের কাছেই রিভলভার এবং টর্চ।

পাশের বাড়ির পাঁচিল ডিঙিয়ে দু'জনে কমলবাবুর খিড়কি দিয়ে বাড়িতে ঢুকলেন।

খিড়কির দরজা বন্ধ করে পা টিপে টিপে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠলেন।
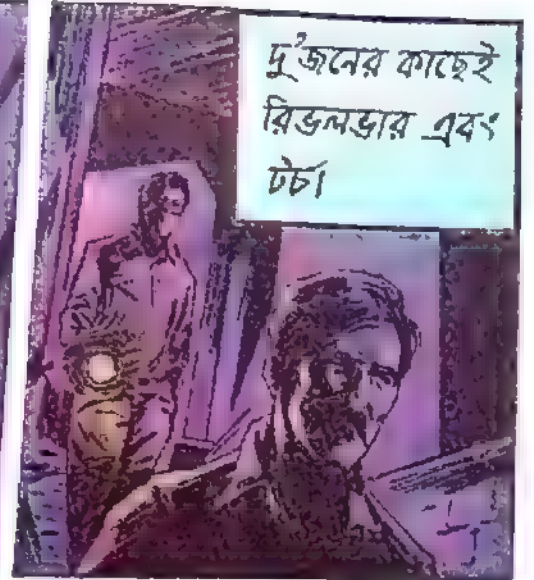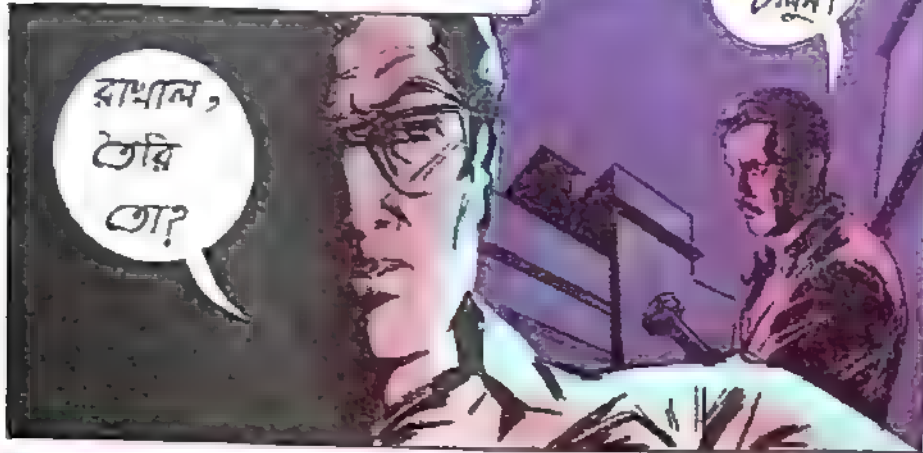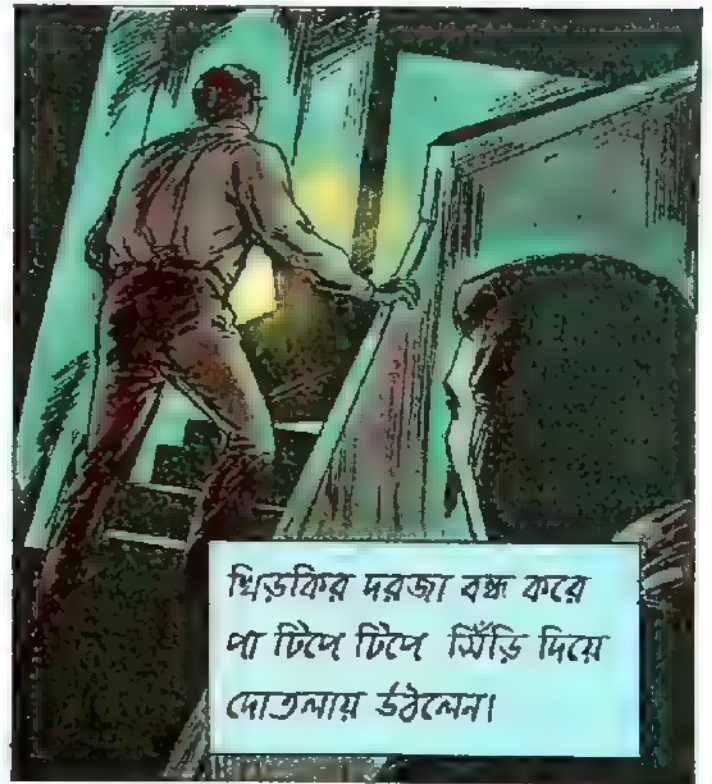
বাড়ি নিঃশব্দ। পলকের জন্য রাখালবাবু টর্চ জ্বেলে দেখে নিলেন, ঘোড়ার নাল যথাস্থানে আছে।
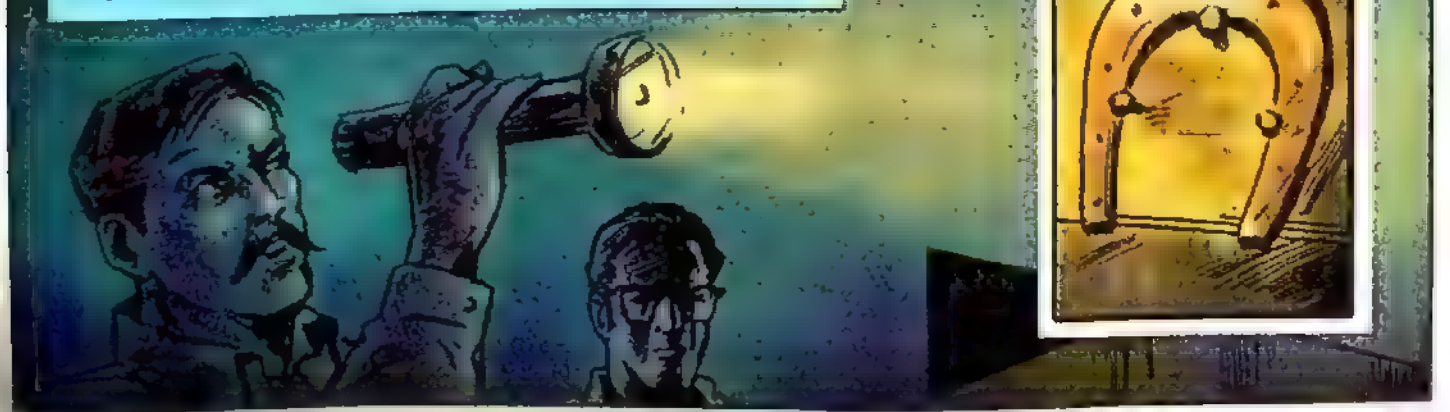
চলুন, ছাদে গিয়ে অপেক্ষা করলেই বোধহয় ভাল।
না। আমি ছাদে যাচ্ছি। তুমি এ ঘরেই লুকিয়ে থাকো। দু'জনেই ছাদে গেলে এদিক থেকে দরজা বন্ধ করা যাবে না।

বেশ। আপনি ছাদে যান। আমি দরজা বন্ধ করে দিচ্ছি।

ব্যোমকেশ ছাদে উঠে গেল। রাখালবাবু দরজায় হুড়কো দিয়ে নেমে এলেন।

আকাশে চাঁদ নেই। তারাগুলো ঝিকমিক করছে। ব্যোমকেশ অন্ধকারে একটা আলসের পাশে মিলিয়ে গেল।

রাত প্রায় দুটো। রাখালবাবু বন্ধ ঘরের মধ্যে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন, এমন সময় ...
ধপ্
দরজার বাইরে একটা শব্দ হল।

নিঃসাড়ে একজন বাড়িতে প্রবেশ করে
সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এল।

রাখালবাবু
রিভলভার
বের করলেন।
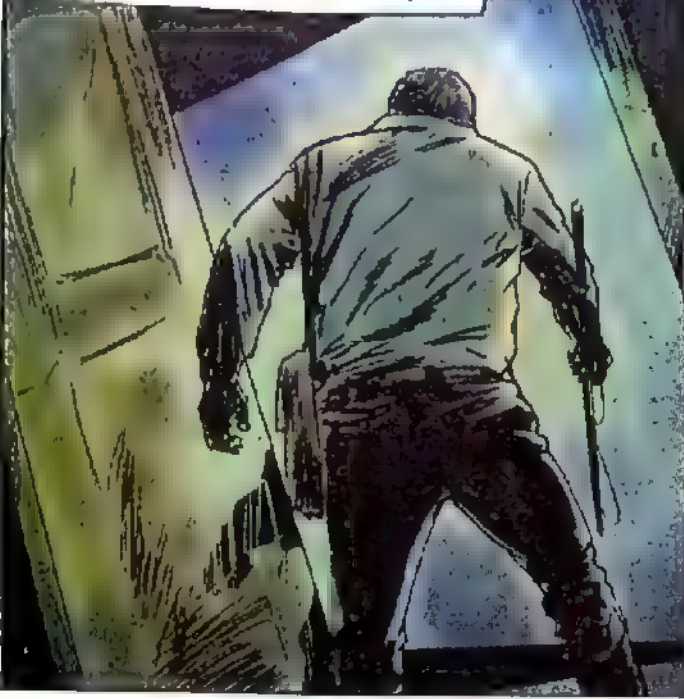
লোকটির একহাতে থলি, অন্য হাতে একটা
লোহা বাঁধানো ছড়ি। ছড়িতে সুতো বাঁধা।
মাছধরা ছিপের মতো।
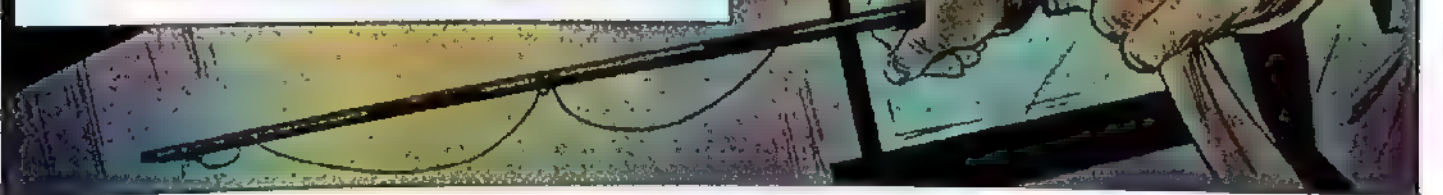
ছড়ি বাড়িয়ে সে দরজার মাথা থেকে
ঘোড়ার নালটি নামিয়ে আনল...

ছড়ির সুতোয় সেটি বেঁধে
নিয়ে ছাদে উঠে গেল।

ছাদের দরজায় মৃদু শব্দ…
ব্যোমকেশ
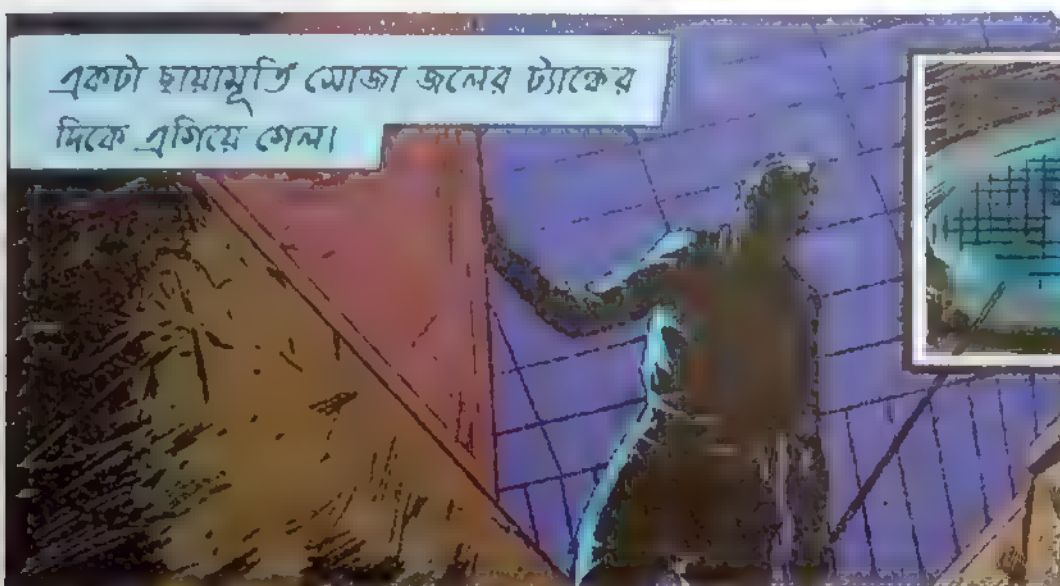
একটা ছায়ামূর্তি সোজা জলের ট্যাঙ্কের দিকে এগিয়ে গেল।
ট্যাঙ্কের ঢাকনা খুলে সরিয়ে রাখল, তারপর…
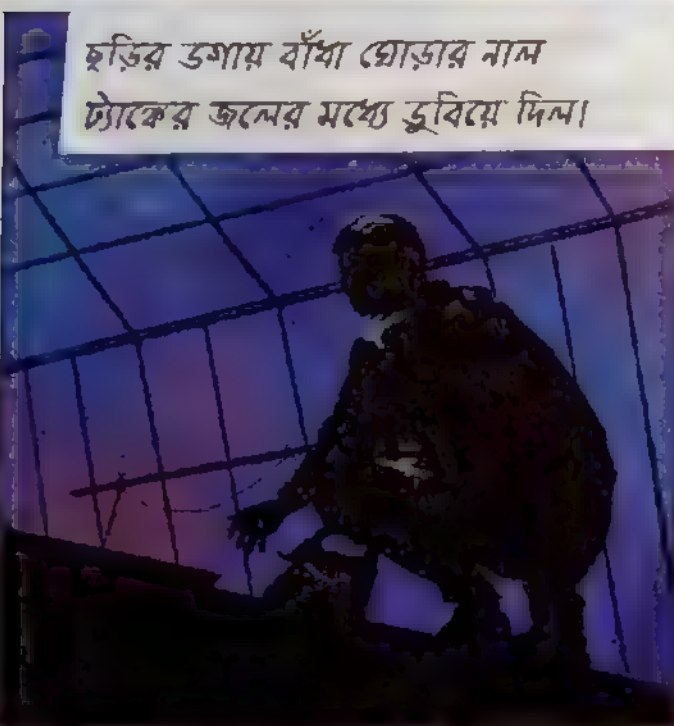
ছড়ির ডগায় বাঁধা ঘোড়ার নাল ট্যাঙ্কের জলের মধ্যে ডুবিয়ে দিল।
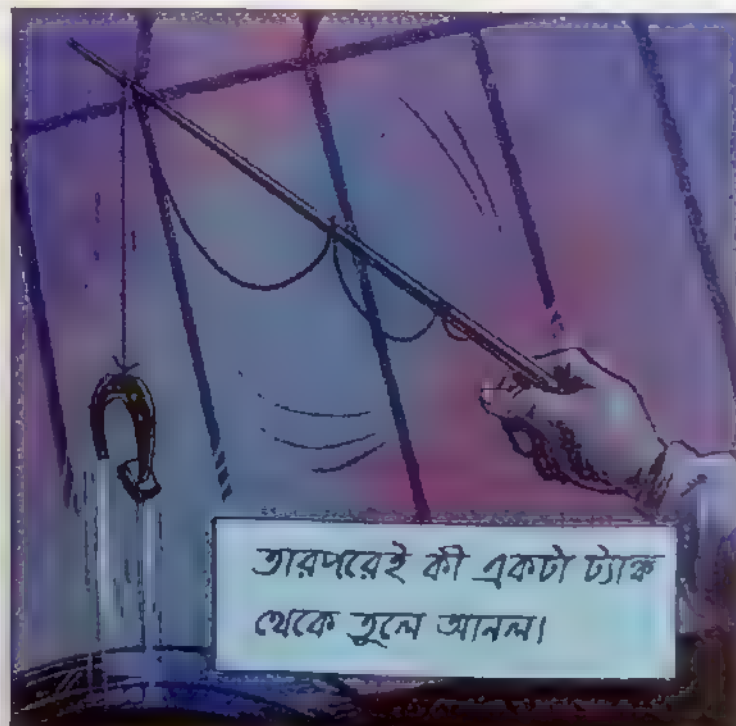
তারপরেই কী একটা ট্যাঙ্ক থেকে তুলে আনল।

লোকটা যেন মাছ ধরছে। বারবার ছিপ ডোবাচ্ছে আর তুলছে। তুলে ব্যাগের মধ্যে পুরছে, আবার ডোবাচ্ছে ...

মিনিট কুড়ি পর লোকটা থামল। ট্যাঙ্ক থেকে নেমে এল।

দরজার দিকে পা বাড়াতেই_
কেমন মাছ ধরলে? অক্ষয়বাবু?
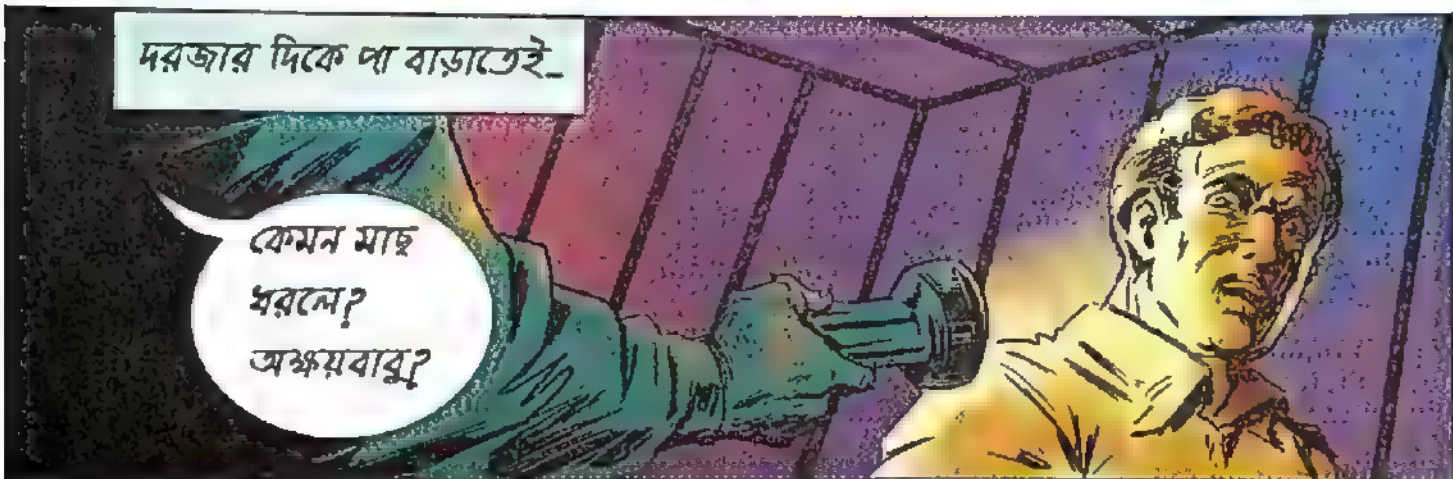
ক্ষিপ্রবেগে অক্ষয় নিজের পকেটে হাত দিল ...
কিন্তু ...
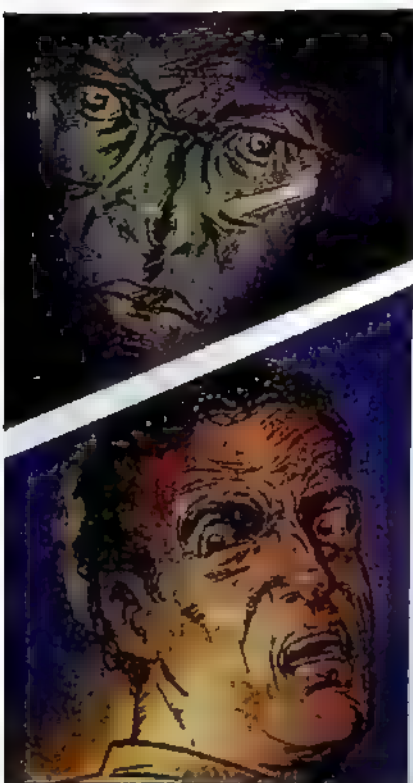
হাত বের করার আগেই
ব্যোমকেশের টর্চ গদার মতো আঘাত করল।
হরিহর সিংকে খুন করার অপরাধে তোমাকে গ্রেপ্তার করলাম।
রাখাল নীচ থেকে ছুটে এল।
এর পকেটে রিভলভার আছে। বের করে নাও।
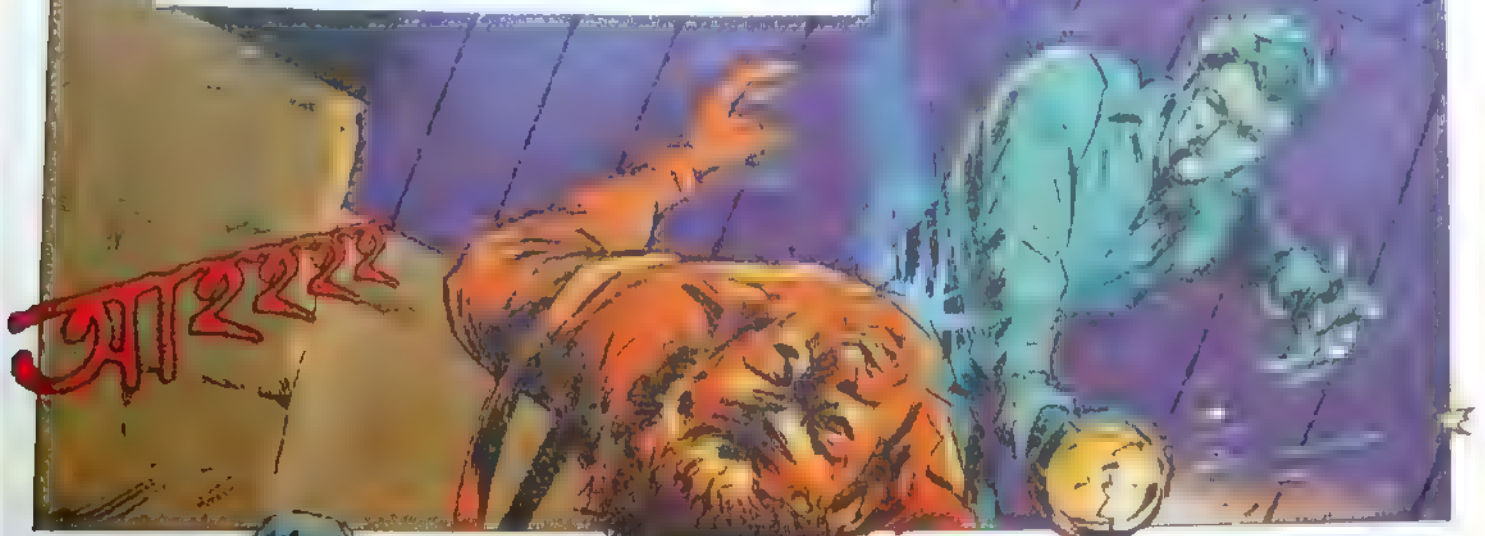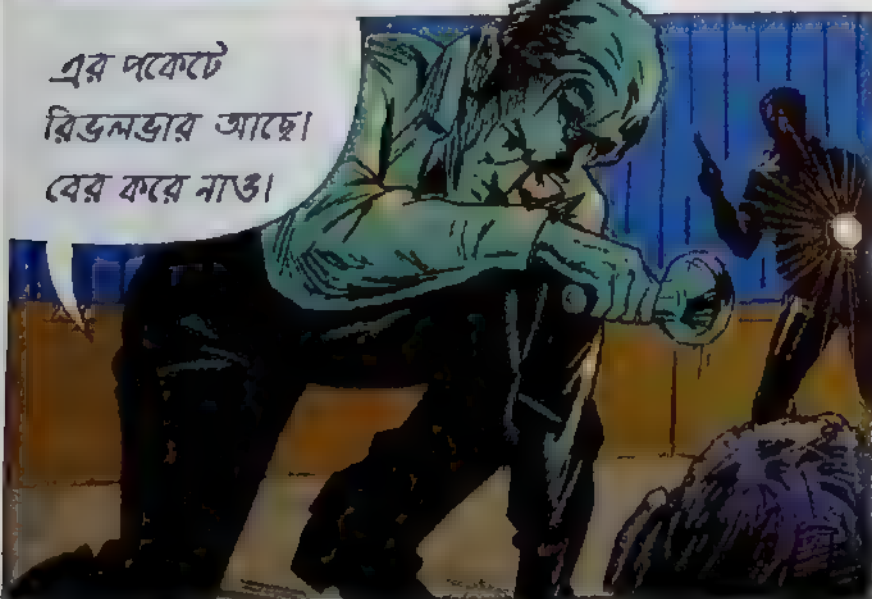
ব্যাগ থেকে কয়েকটা লোহার প্যাকেট বের করে ব্যোমকেশ তার ওপর টর্চের আলো ফেলল।
বাঃ! এই যে, যা ভেবেছি তাই। লোহার মোড়কে সোনার বিস্কুট।
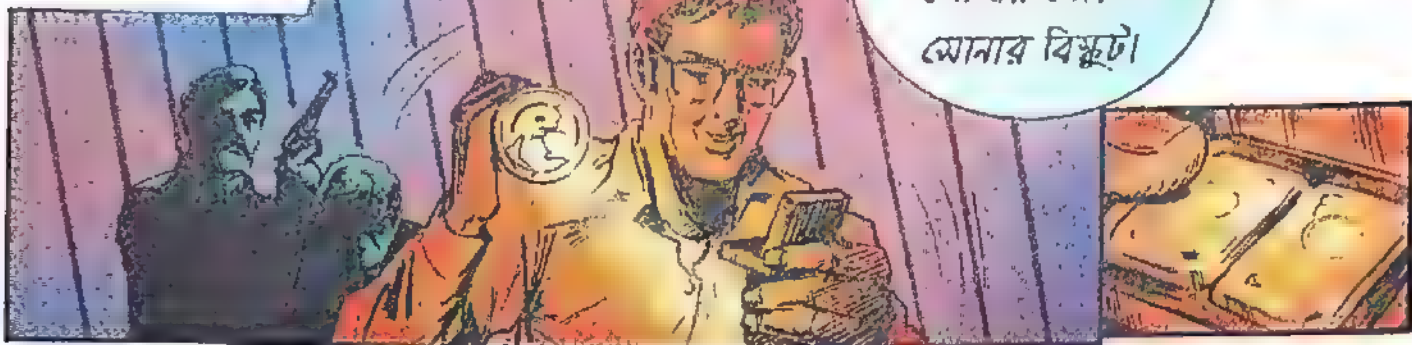
পরদিন সকালে
ভাল চাও তো বলো, কোথায় রাত কাটালে?
দোহাই ধর্মাবতার, রাখাল সাক্ষী আছে – আমি কোনও কুকার্য করে আসিনি।

শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল। গল্পটা বলবে?
বলব বলব। কিন্তু তার আগে এক পেয়ালা চা।

এক পেয়ালা কড়া চা এনে
টর্চ ভাঙল কী করে? মারামারি করেছ?
না… না, মারামারি নয়।

কিন্তু তার বাড়িটি ছিল ভদ্র পাড়ায়। কারও সঙ্গে সেরকম মেলামেশা না করলেও চুপচাপ লাশ গায়েব করা সম্ভব নয়। তার ওপর আর একটা অসুবিধে—কমলবাবু।
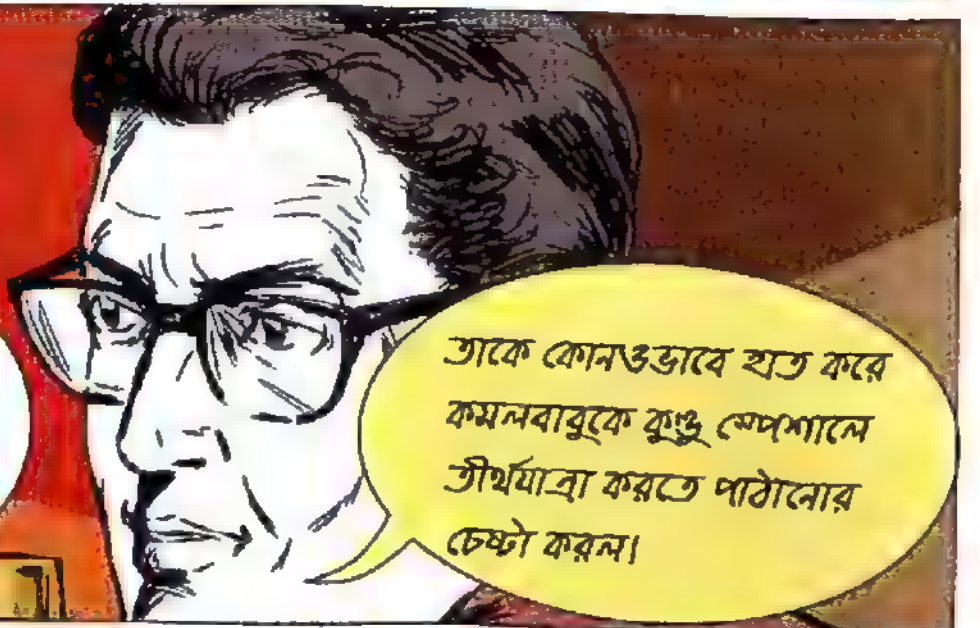
কমলবাবু তার এই টোপ গিলে ফেলেও আবার কী ভেবে আমার কাছে আসেন পরামর্শ করতে।
সব শুনে আমি আর রাখাল মিলে ফাঁদ পাতলাম। জানতাম অক্ষয় আসবেই ...
ক'দিনের জন্যেও যদি কমলবাবুকে বাড়ি থেকে সরানো যায়, তা হলেই অক্ষয়ের কাজ মিটে যাবে।
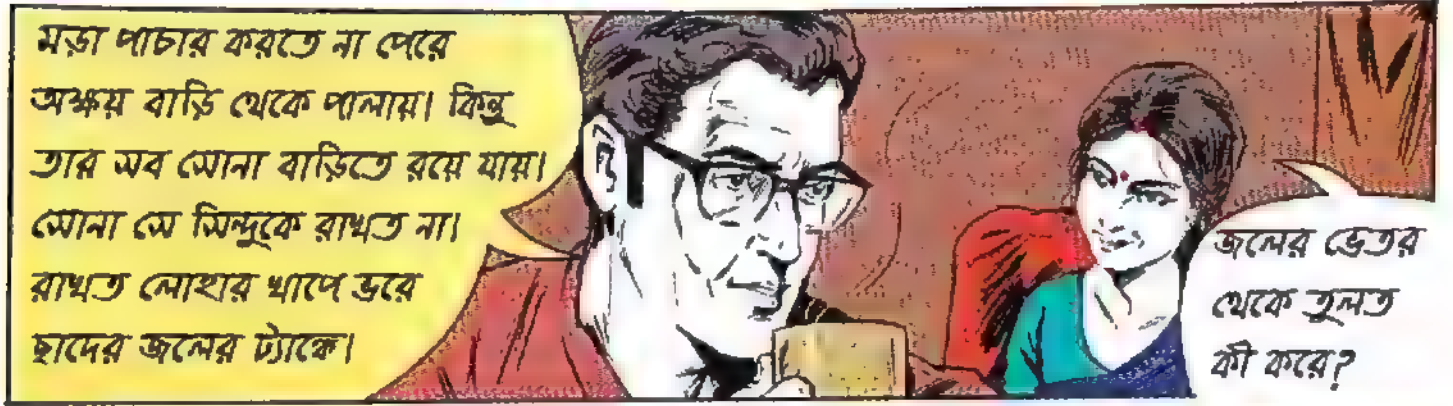
মড়া পাচার করতে না পেরে অক্ষয় বাড়ি থেকে পালায়। কিন্তু তার সব সোনা বাড়িতে রয়ে যায়। সোনা সে সিন্দুকে রাখত না। রাখত লোহার খাপে ভরে ছাদের জলের ট্যাঙ্কে।
জলের ভেতর থেকে তুলত কী করে?

সেই জন্যই ঘোড়ার নাল রেখেছিল। লোকে ভাববে ওটা কুসংস্কার, কিন্তু আসলে ওটা চুম্বক। সুতোয় বেঁধে জলে ডোবালেই লোহার খাপে ভরা সোনা উঠে আসত।
আমি ছাতা ঠেকিয়েই বুঝতে পেরেছিলাম।
কত সোনা পাওয়া গেল?

সাতান্নটি লোহার মোড়ক, প্রত্যেকটায় দুটো করে সোনার বিস্কুট। একটা বিস্কুটের ওজন পঞ্চাশ গ্রাম। কত দাম হয় হিসেব করে দেখো।
সত্যবতী কেবল একটি নিশ্বাস ফেলল।

শেষ।

সচিত্র রহস্য উপন্যাস
সত্যান্বেষী
ব্যোমকেশ বক্সী
গল্প : শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
ছবি : ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

সত্যান্বেষী

১৩৩১ সাল। কলকাতার মেসে থাকি। বাবার রেখে যাওয়া টাকার সুদে একার খরচ জলভাবেই চলে যায়। ঠিক করেছি বিয়ে না করে বাকী জীবন সাহিত্য চর্চায় কাটাব.......

আমারও মনে হয় তাই। অনেক রকম লোক তো আমার কাছে আসে, যে কোকেন খোর সে ডাক্তারের কাছে নিজেকে লুকোতে পারে না। তবে এই গমুরে কে আমার তা মনে হয়নি। বরং সে আফিং খোর ছিল, এটা আমি বুঝেছিলাম। সে নিজেও এটা গোপন করে নি।

আচ্ছা অনুকূলবাবু! এ পাড়ায় যে এত খুন হয়, তার কারণ কি? কি মনে হয়?
সহজ কারণ। যারা এই ব্যবসা চালায়, তাদের সবসময় ভয়

ধরা পড়ার। ভেবে দেখুন, আমি যদি কোকেনের ব্যবসা করি আর আপনি যদি সেকথা জেনে যান, তাহলে আপনাকে বাঁচতে দেওয়া নিরাপদ হবে কি? পুলিস জানলে জেল তো হবেই - তার সঙ্গে লক্ষ লক্ষ টাকার মাল চলে যাবে সুতরাং — হেঃ! হেঃ!
আপনি ওদের মনস্তত্ত্ব বেশ ঘাঁটাঘাটি করেছেন দেখছি! হাঃ! হাঃ!

আজ তবে ওঠা যাক?
হ্যাঁ, আমিও —
কে?

শুনলুম এটা একটা মেস -
থাকার মত জায়গা খালি আছে কি?

না! মশায়ের কি করা হয়?

চাকরির দরখাস্ত দেওয়া আর মাথা গোঁজার একটা আস্তানা খোঁজা, কিন্তু এই হতভাগা শহরে দেখছি একটা মেসও খালি নেই -

সীজনের মাঝখানে তো, ঘর পাওয়া খুব মুশকিল। আপনার নামটা?
অতুল — অতুলচন্দ্র মিত্র। একটা চাকরির জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছি। দেশে ঘটিবাটি বেচে যা —

এনেছিলুম - দুবেলা হোটেলে খেতেই সব বেরিয়ে যাচ্ছে - তাই একটা মেস খুঁজছি - বেশি না, এই মাসখানেক, তার মধ্যেই কিছু একটা হয়ে যাবে -
ও-!
একটু জল দিতে পারেন?

বসুন। আমি জল নিয়ে আসছি।
ইয়ে - মানে, আমি বলছিলাম অতুলবাবু - আমি একটা ব্যবস্থা করতে পারি - যদি বলেন তো-

আমার ঘরটা বেশ বড়, আমি একাই থাকি – দুজনে কোন অসুবিধে হবে না। যদি আপত্তি না থাকে –

আপত্তি! কি বলছেন? এ তো হাতে স্বর্গ পাওয়া! বলুন – কত দিতে হবে? এখনই দিয়ে দি? আমার তো আবার –
থাক – সে পরে দেবেনখন। কোন তাড়া নেই।

– এই যে জল –
বলছিলাম – আপাতত ইনি যদি আমার ঘরে থাকেন –

আপনার ঘরে?
ঘরটা বেশ বড়, আর আমার কোন অসুবিধে হবে না। তাই –

অ:! তা বেশ, আপনার যখন অমত নেই, আমি কি বলব। আপনার অসুবিধে না হলেই –
না-না আমার অসুবিধে হবে না।

তবে তো মিটেই গেল। আপনারও সুবিধে, ভাড়াটা ভাগাভাগি হয়ে যাবে –
আহা –! সেজন্য বলিনি আমি –

বেশ, তবে আপনি এখানেই থাকুন – আপনার আর জিনিসপত্র – ?
আজ্ঞে, সে অতি সামান্য, সামনের হোটেলের দারোয়ানের কাছে –

রেখে এসেছি। সেসব আমি এখনই নিয়ে আসছি। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে –
দুপুরে কিন্তু এখানেই খাবেন।

অতুল চলে গেল
কি হল ডাক্তারবাবু, এত কি ভাবছেন বলুন তো?
অ্যাঁ, না, না, কিছু না –

বিপন্নকে আশ্রয় দেওয়া উচিত, আপনি ভালই করেছেন। তবে কি জানেন অজ্ঞাতকুলশীলস্য – শাস্ত্রের একটা বচন আছে

যাক, আশা করি কিছু হবে না –
!

অনুকূলবাবু কি বলতে চাইছেন বুঝলাম না···

অতুল আমার পর এক সপ্তাহ কেটে গেল। সে রোজ বেরিয়ে যেত।
এলাম!
চাকরির পরীক্ষা আছে তো? দুগ্গা! দুগ্গা!
সন্ধ্যায় ওপরে তাসের আড্ডা বসত আমরা নীচে ডাক্তারের ঘরে— একদিন —
কাল রাতে আবার একটা খুন হয়েছে।
শুনেছি!

লোকটা গরীব ভাটিয়া, কিন্তু সঙ্গে অনেক টাকা পাওয়া গেছে—
কোকেন — এ কোকেন ছাড়া আর কিছু নয়। যদি টাকার লোভে খুন করত তাহলে

টাকার লোভে খুন করলে, ওর কাছে টাকা পাওয়া যেত না। কোন গোপন কথা বোধহয় সে জেনে ফেলেছিল

আমার তো খুব ভয় করছে — আগে জানলে

এখানে উঠতেন না? আমার কিন্তু ভয় করে না। দশ-বারো বছর এখানে —

কেটে গেল। কিন্তু কারো কথায় থাকি না, তাই কোনো বিপদেও পড়ি না —

আচ্ছা ডাক্তারবাবু, আপনি এ ব্যাপারে নিশ্চই কিছু জা—
খট্
কে?

আ-আমি-

একি? অশ্বিনীবাবু আপনি আজ তাস খেলছেন না? কি হয়েছে?
আ- আমি এ একটু বিড়ি কিনতে নেমে ছিলাম —

ঠি-ঠিক আছে আ- আমি - আসছি!
?
!

সেদিন রাতে
একি অতুল – মেঝেতে শুয়ে কেন? তেমন গরম তো নেই! যাক, ওর ঘুম ভাঙাব না, আমি বরং অশ্বিনীবাবুর খোঁজ নিয়ে আসি –

ভদ্রলোক আজ রাতে খেতেও আসেননি – হঠাৎ কি যে হল ওনার –
ঘরের দরজা খোলা আছে দেখছি –

একি! ঘরে তো কেউ নেই – তাহলে
গেলেন কোথায় ভদ্রলোক?

যাই – নীচে একবার যদি –
আরে ওই তো ওনার গলা পাচ্ছি
না,না, এর সবটাই সত্যি –
আপনার চোখ খারাপ হয়েছে –

আমি ওষুধ দিচ্ছি, খেয়ে ঘুমোন। কাল সকালেও যদি আপনার একথা মনে হয়, তখন বলবেন। ঠিক আছে?
না:! এভাবে কথা শোনা ঠিক নয়।

হয়তো ডাক্তারকে উনি কোন গোপন রোগের কথা বলছেন। এবার ঘরে যাই –।

আরে! তুমি জেগে আছ?
কি? অশ্বিনীবাবু ঘরে নেই তো?

অশ্বিনীবাবু নিজের ঘরে নেই! উনি ডাক্তারের ঘরে –!?
ঠিক! কিন্তু তুমি জানলে কি করে?

এ ঘরে থেকে তুমি এসব জানলে কি করে?
কি করে? আমার পাশে বালিশে মাথা রেখে শুয়ে দ্যাখো।

সে আবার কি? তোমার মাথা-ফাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি, এই নাও, শুলাম –
আমার মাথা একদম ঠিক আছে হে –।

আ-আরে – কেউ কথা বলছে – অনুকূলবাবু!

ডাক্তারের ঘরটা যে আমাদের ঘরের নীচেই – সেটা মনে ছিল না। কিন্তু অশ্বিনীবাবুর কি হয়েছে বল তো,
ভগবান জানেন!

রাত হল, এবার বিছানায় উঠে শুয়ে পড়ি, চলো।
সেই ভাল। অশ্বিনীবাবুও তাঁর ঘরে চলে গেলেন।

ঐ তার দরজা বন্ধ করার শব্দ — মানুষটার কি যে হল? বেশ মিশুকে সহজ-সরল লোক—!
আচ্ছা অতুল, তুমি হঠাৎ মেঝেতে কেন শুয়েছিলে?

মেঝেটা বেশ ঠান্ডা মনে হল, শুয়ে পড়লাম। এবার ঘুমোও তো—।

অশ্বিনীবাবুর কথাই বারবার মনে আসছে নাঃ! এবার ঘুমিয়ে পড়ি-

সকালে-
অজিত- ওঠো ওঠো, ব্যাপার ভাল ঠেকছে না। কই হে- উঠে পড়ো-!
অ্যাঁ

কি হয়েছে অতুল?
অশ্বিনীবাবু তাঁর দরজা খুলছেন না, ডাকাডাকি চলছে, তবু উঠছেন না।

কেন? তাঁর হয়েছে কি?
বলা যাচ্ছে না, তুমি চট করে এস

অশ্বিনীবাবুর ঘরের কাছে-
এত বেলা অবধি উনি তো ঘুমোন না!?

তাছাড়া এত ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙছে না কেন? তবে কি মূর্ছা-টুর্ছা—

অনুকূলবাবু, আমার কিন্তু ভাল মনে হচ্ছে না, মনে হয় এবার দরজা ভাঙতে হবে। আপনার কি মত বলুন?
হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি দরজা ভেঙে ফেলুন তো।

ঘনশ্যামবাবু, আপনিও আমার সাথে হাত লাগান।
আচ্ছা!

দরজা খুলতেই-
ইইই-
সর্বনাশ!

কি ভয়ানক! শেষে অশ্বিনীবাবু আত্মহত্যা করলেন-!
না

আত্মহত্যা নয় ডাক্তারবাবু... এটা.....

এটা খুন! নৃশংস নরহত্যা, আমি পুলিশ ডাকতে চললুম-

বলেন কী? খুন! কিন্তু দরজা তো ভেতর থেকে বন্ধ ছিল-
তা হোক!

আর তা-তাছাড়া ওনার হাতের ওই ক্ষুর- ?

তবু এটা খুন!

আপনারা কোনও জিনিস ছোঁবেন না। আমি পুলিশ ডেকে আনছি।

উঃ! শেষে আমার বাসাতে এই ব্যাপার হল!

বডি কোন ঘরে?

ওপরে, এদিকে আসুন।

এই যে এখানে।
হুম!

এই মেস আপনার?
হ্যাঁ

অশ্বিনীবাবু কেমন লোক ছিলেন?
খুব সহজ - সরল। বারো বছর ধরে ছিলেন, কখনও এক পয়সা বাকি রাখেননি।

জানলার কথাটা এবার বলা দরকার মনে হয়...

কোনও নেশা, বদ অভ্যাস ছিল?
আজ্ঞে না। ওনার ডায়াবেটিস ছিল। আমাকেই দেখাতেন। তবে –
তবে কী? বলুন?

গতকাল ওনার চালচলন আমার একটু কেমন কেমন লেগেছিল! মানে ঠিক – স্বাভাবিক ছিল না।

কেন? এরকম কেন মনে হল?
কাল বেলা দশটা নাগাদ হঠাৎ অশ্বিনীবাবু আমার ঘরে এলেন —
আ- আপনার সাথে আমার একটা কথা আছে!

কী কথা? বলুন?

এ- এখন নয়, পরে বলব।
?

আ- আমি-

তারপর সেদিন সন্ধ্যায় আমরা গল্প করছিলাম, এমন সময় –
একী? অশ্বিনীবাবু আপনি আজ তাস খেলছেন না? কী হয়েছে?
আ- আমি এই একটু বিড়ি কিনতে নেমে ছিলাম –

ঠি- ঠিক আছে আ- আমি- আসছি!
?
!

তারপর কী হল ?

তারপর রাত দশটা নাগাদ
আপনি ? এত রাতে-
আমি একটা ভয়ানক ব্যাপার দেখেছি !

আমি একটা গুপ্ত রহস্য জানতে পেরেছি !
আপনার কথা কিছু বুঝতে পারছি না !
27

না, না, এর সবটাই সত্যি সে এক ভয়ানক ব্যাপার —

আপনি আবার সেই আবোল তাবোল কথা বলছেন -

না, না, — আপনি শুনবেন ?
এই ওষুধ দিলাম, খেয়ে শুয়ে পড়ুন। সকালে — আপনার কথা শুনব
ওষুধ ?
28

সেই তাঁর সাথে আমার শেষ দেখা। তারপর তো —

তারপর তো আজ সকালে এই কান্ড !

আপনি কি এটা আত্মহত্যা মনে করেন ?
তা ছাড়া কী ? তবে অতুলবাবু বলছিলেন - এটা আত্মহত্যা নয় -
অন্য কিছু — তিনি হয়তো বেশি জানেন, তিনিই বলতে পারবেন।
29

অতুলবাবু কই ?

এই যে।

এটাকে আত্মহত্যা মনে না করার কারণ ?

নিজের হাতে মানুষ অমন ভয়ানকভাবে নিজের গলা কাটতে পারে না।
আপনি তো লাশ দেখেছেন। ভেবে দেখুন — এ অসম্ভব।
হুম্‌ম্‌! কাউকে আপনার সন্দেহ হয় ?

বলুন, কাউকে আপনার সন্দেহ হয় ?
না।

খুনের মোটিভ ?

ওই যে!
ওই জানলাটা খুনের কারন।

জানলা ? মানে খুনি জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকেছিল ?

না। খুনি দরজা দিয়েই ঢুকেছিল।

আপনার হয়তো খেয়াল নেই, দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল।
খেয়াল আছে।

তবে কি অশ্বিনীবাবু আহত হওয়ার পর দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন ?
না।
খুনি খুন করার পর বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করেছিল।

সে কী করে হয় ?

খুব সহজে, একটু ভাবলেই বুঝতে পারবেন।
!

ঠিক - ঠিক !

দরজায় তো ইয়েল লক্।
বাইরে থেকে টানলেই বন্ধ হয়ে যায়। এটা তো মাথায় আসেনি !

কিন্তু অশ্বিনীবাবু দরজা খুলে শুতেন কি ?
না ! উল্টো। আমি জানি, কাল তিনি দরজা বন্ধ করে শুয়েছিলেন

আমিও জানি। আমি তাঁকে দরজা বন্ধ করতে শুনেছি।
তবে ?

তিনি কি খুনিকে উঠে দরজা খুলে দিয়েছিলেন ?
না ! কিন্তু আপনার খেয়াল নেই, অশ্বিনীবাবু একটা বিশেষ রোগে ভুগছিলেন —

রোগ? ও: হো! ডায়াবেটিস! ঠিক্‌-ঠিক্‌। এই রোগে তো বার বার বাইরে যাবার প্রয়োজন হয়! আপনি দেখছি বেশ—

ইনটেলিজেন্ট! পুলিশে ঢুকে পড়ুন না। উন্নতি করতে পারবেন।
ধন্যবাদ!

কিন্তু ব্যাপারটা তো বেশ ঘোরালো হয়ে উঠল!
যদি এটা খুন হয় তবে খুনি ভীষন হুঁশিয়ার লোক।
36

আপনাদের কাউকে সন্দেহ হয়?
না! না, না! এখানের কেউ না।

দেখুন, এ পাড়ায় মাঝেমধ্যেই খুন হয়। সে আপনিও জানেন। এই গত পরশুই আবার হয়েছে, আমার মনে হয়—
কী মনে হয় বলুন?

এটাও হয়তো অন্য খুনের সাথে জড়িত,
মানে - অন্য খুনের কিনারা হলেই এটারও হবে।
37

তা হতে পারে। তবে অন্য খুনের কিনারা যে কবে হবে কে জানে!

দারোগাবাবু—
যদি এই খুনের কিনারা করতে চান, তবে ঐ জানলাটার কথা ভাল করে ভেবে দেখবেন!

ওফ্‌! সব কথাই ভাল করে ভেবে দেখতে হবে অতুলবাবু, কিন্তু এখন আমি—
আপনাদের সবার ঘর সার্চ করব। চলুন—!
38

কোনও ঘর থেকেই কিছু পাওয়া গেল না। পুলিশ অশ্বিনীবাবুর ঘর সিল করে বডি নিয়ে চলে গেল। সেদিন রাতে, শুতে যাবার আগে ডাক্তারের ঘরে —

মেসের সবাই তো চলে যাবার তোড়জোড় করছে।

তাদের তো দোষ দেওয়া যায় না। যা ঘটে গেল, এর পর কে থাকবে বলুন ?
কিন্তু একটা ব্যাপার —
39

কিন্তু একটা ব্যাপার আমার কিছুতেই মাথায় ঢুকছে না।
কোন ব্যাপার ?

খুনি যেই হোক - সে বাইরে থেকে আসেনি। এখানকার সব খবর সে জানত।

অশ্বিনীবাবুর ব্যাপারে সব তার জানা ছিল। তাই —
তাই কী ?
40

তাই ভাবছি — সে কে ? অন্যরা সবাই পরিচিত — বহুদিন ধরে আছেন — তাঁদের সন্দেহ করা যায় না।
কিন্তু — ?
কিন্তু কী, ডাক্তারবাবু ?
অতুলবাবুকে আমি জানি না — কোথা থেকে এলেন, কী করেন, তাও না — !
41

সে কি ? অতুল ?
লোকটাকে আপনার কী রকম মনে হয় ?

অতুল ? না-না, এ সম্ভব নয়। সে কেন অশ্বিনীবাবুকে—
তবেই দেখুন !

আপনার ও ধারণা মেসের কেউ এ কাজ করতে পারে না। তা হলে এটা আত্মহত্যা নয় কি ?
42

কিন্তু আত্মহত্যা করার ও যে একটা কারণ থাকা চাই।
সে কথাও আমি ভেবে দেখেছি।
43

মনে আছে কিছুদিন আগে আমি বলেছিলুম যে এ পাড়ায় কোকেনের একটা গুপ্ত দল আছে ? কিন্তু তার সর্দার কে কেউ জানে না।
হ্যাঁ, মনে আছে।

এখন মনে করুন, অশ্বিনীবাবুই যদি এই দলের সর্দার হন ?

সে কী ? তাও কি কখনও সম্ভব ?

অজিতবাবু, পৃথিবীতে কিছুই অসম্ভব নয়। বরঞ্চ কাল অশ্বিনীবাবু আমাকে যে সব কথা বলছিলেন তাতে মনে হয় তিনি অত্যন্ত ভয়—

পেয়েছিলেন। ভয়ে মানুষ মাথার ঠিক রাখতে পারে না। অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়ে। কে বলতে পারে, হয়তো এই অপ্রকৃতিস্থতার ঝোঁকেই তিনি আত্মহত্যা করেছেন। ভেবে দেখুন, এ অনুমান কি সঙ্গত মনে হয় না ?

কী জানি ডাক্তারবাবু, আমার মাথা যেন কেমন করছে। কিছুই ধারণা করতে পারছি না।
আপনি বরং আপনার সব সন্দেহের কথা পুলিশকে খুলে বলুন।
44

কাল তা-ই বলব। এ সমস্যার একটা মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত যেন কিছুতেই শান্তি পাচ্ছি না।

দু'তিন দিন কোনওরকমে কেটে গেল। সি-আই-ডি বিভাগের লোকজনের সম্মানে আসা যাওয়ায় প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। পালাবারও সাহস ছিল না, পাছে পুলিশ তাকে সন্দেহ করে।

বাসারই কোনও ব্যক্তির ওপর যে সন্দেহ ঘনীভূত হচ্ছে তার আভাস পেয়েছিলাম।
45

সেদিন সকালে
হ্যাঁ।
ওষুধ এল বুঝি?
আমেরিকার ছাপ মারা।

এরিক অ্যান্ড হ্যাভেল। এরাই বুঝি সবচেয়ে ভাল ওষুধ তৈরি করে?

হ্যাঁ।
আচ্ছা, হোমিয়োপ্যাথিতে সত্যি সত্যি রোগ সারে? আমার তো বিশ্বাস হয় না। এক ফোঁটা জল খেলে আবার রোগ সারবে কি?
46

এত লোক যে ওষুধ নিতে আসে, তারা কি ছেলেখেলা করে?
SUGAR OF MILK

হয়তো রোগ আপনিই সারে, তারা ভাবে ওষুধের গুণে সারল। বিশ্বাসেও অনেক সময় কাজ হয় কি না।
!

অজিতবাবু, কাগজে আমাদের বাসার কথা কিছু আছে নাকি?
আছে।
47

হতভাগ্য অশ্বিনীকুমার চৌধুরীর হত্যার এখনও কোনও কিনারা হয়নি। পুলিশের সি-আই-ডি বিভাগ এই তদন্তের ভার নিয়েছে। কিছু কিছু তথ্যও পাওয়া গেছে। আশা করা যাচ্ছে শীঘ্র আসামি গ্রেপ্তার হবে।
ছাই হবে! ওই আশা করা পর্যন্ত।

এ কী!
দারোগাবাবু—

অতুলবাবুর নামে ওয়ারেন্ট আছে। থানায় যেতে হবে।
!?!
48

একী? এ আপনি কী বলছেন দারোগাবাবু?
গোলমাল করবেন না, তাতে কোনও ফল হবে না। রামধনী সিং
জী সাব
হ্যান্ডকাফ লাগাও।
49

চলিয়ে।

এই দেখুন ওয়ারেন্ট। অশ্বিনীকুমার চৌধুরীকে হত্যা করার অপরাধে অতুল চন্দ্র মিত্র কে গ্রেপ্তার করা হল। আপনারা দু জনে একে অতুলচন্দ্র বলে সনাক্ত করছেন?

করছি!
50

চলিয়ে।
শেষ পর্যন্ত আমাকেই ধরলেন ? আচ্ছা, চলুন থানায় —
অজিত, কিছু ভেবো না। আমি নির্দোষ।

এবার চলুন।
হ্যাঁ চলুন।
51

52

!
অতুলবাবুই তা হলে... কী ভয়ানক! কী ভয়ানক!
মানুষের মুখ দেখে কিছু বোঝবার উপায় নেই।

ওই জন্যই অজ্ঞাতকুলশীলকে আশ্রয় দেওয়া শাস্ত্রে বারণ
কিন্তু ——

কিন্তু তখন কে ভেবেছিল যে লোকটা এতবড় একটা –
আমার ভাল লাগছে না। ঘরে গেলাম।
অ্যাঁ! ও- আচ্ছা। সত্যি যা গেল ক'দিন ——

শরীর খারাপ হলে বলবেন, ওষুধ দিয়ে দোবো।

অতুল খুনি ? না, না, এ কিছুতেই সম্ভব নয়।
কোথাও একটা ভুল হচ্ছে!
53

54
না: । কিছুই ভাল লাগছে না। চান - খাওয়ার ও ইচ্ছে নেই।
একটু শুয়ে পড়ি। অতুলের বাক্স - বেডিং সব পড়ে আছে। শুধু সে নেই!

ও: - অতুল! তোমাকে যে কতখানি ভালবেসে ফেলেছি, এবার বুঝতে পারছি।

কিন্তু অতুল যাবার সময় বলে গেছে সে নির্দোষ!
55

তবে? তবে কি পুলিশ ভুল করল? যে রাতে অশ্বিনীবাবু মারা যান সে রাতে কী কী ঘটেছিল?

অতুল সে রাতে মেঝেতে কেন শুয়েছিল?

অতুল মেঝের ওপর বালিশে কান পেতে কেন শুয়েছিল?

ডাক্তারের সঙ্গে অশ্বিনীবাবুর কথাবার্তা সে কেন শুনছিল? কী উদ্দেশ্যে? তারপর এগারোটা নাগাদ ঘুমিয়ে পড়লাম —

তার মধ্যে অতুল যদি — কিন্তু সে গোড়া থেকে বলছে, এ খুন — আত্মহত্যা নয়। তবে?
56

নাঃ! কী করা উচিত, বুঝতে পারছি না। কারও সাথে পরামর্শ করব?

কার সাথে? কে আছে তেমন? উফ্!

কোনও উকিলের কাছে গেলে কেমন হয়? ঠিক —! তবে তাই যাই।
57

ঠক্-ঠক্
উফ্! এখন আবার কে এল?

অ্যাঁ — অতুল!

আমি এই বেরোব বলে — যাক্! বাঁচালে ভাই।
হ্যাঁ ভাই, বড্ড ভুগিয়েছে। অনেক কষ্টে একজন জামিন পাওয়া গেল, তাই —
58

কিন্তু তুমি এখন চললে কোথায়?
আমি- মানে, আমি যাচ্ছিলাম উকিলের বাড়ি।

আমার জন্য? তার আর দরকার নেই ভাই। আপাতত কিছু দিনের জন্য ছাড়ান্ পাওয়া গেছে।

উফ্, মাথাটা ঝাঁ-ঝাঁ করছে! তুমিও দেখছি নাওনি-খাওনি। চল - চল, মাথায় দু'ঘটি জল ঢেলে যাহোক দু'টো মুখে দিই। নাড়ি একেবারে চুঁইয়ে গেছে।
অতুল —
59

কী ভাবছ ? আমি খুন করেছি কি না, তাইতো ?
হ্যাঁ – মানে না, ঠিক তা নয়। তবে ডাক্তারবাবু বলছিলেন – মানে — !

সে আলোচনা পরে হবে। এখন কিছু খাওয়া দরকার। চান করে আসছি।
অজিতবাবু – বলতে এলাম –। এ কী! অতুলবাবু আপনি ?
60

!-?
অনুকূলবাবু, ঘষা- পয়সার মতো আবার ফিরে এলুম। ইংরাজিতে একটা কথা আছে না — BAD PENNY, আমিও তাই। পুলিশেও নিল না, ফিরিয়ে দিল।
দেখুন, আপনি ফিরে এসেছেন, খুব ভাল কথা। কিন্তু আমার এখানে আর থাকাটা — মানে,

বুঝতেই তো পারছেন।
পাঁচজনকে নিয়ে মেস, এমনিতেই সবাই পালাই - পালাই করছে, তার ওপর যদি আবার —
61

না না, সে কী কথা! আমি এখন দাগি আসামি, আমাকে আশ্রয় দিয়ে আপনারা বিপদে পড়বেন কেন ? শেষে হয়তো পুলিশ আপনাকেও এডিং অ্যাবেটিং চার্জে ফেলবে। তা, আজই কি চলে যেতে বলেন ?
– ইয়ে – না, আজ রাতটা থাকুন ; কিন্তু কাল সকালেই —

নিশ্চয়। কাল আর আপনাদের বিব্রত করব না। আর কোথাও না হলে শেষে ওড়িয়া হোটেল তো আছেই।
62

ভালই তো ছিল, হঠাৎ আবার কী গোলমাল হল তালায় কে জানে!
বাড়িওলাকে খবর দাও। তিনি যদি ঠিক করতে পারেন — নইলে দরজা বন্ধ করা যাবে না।

বিলাতি তালার ওই মুশকিল; আছে তো বেশ আছে, খারাপ হলে একেবারে ইঞ্জিনিয়ার ডাকতে হয়। এর চেয়ে —
আমাদের দেশি হুড়কো অনেক ভাল।

যা হোক, কালই মেরামত করিয়ে দেব।
66

শোবার আগে, রাতে
ওফ — ! অজিত, মাথাধরাটা ক্রমেই বাড়ছে — কী করি বল তো?
ডাক্তারের কাছ থেকে এক পুরিয়া ওষুধ নিয়ে খাও না।

হোমিয়োপ্যাথি ওষুধ? তাতে সারবে? আচ্ছা, দেখা যাক্ — হুমোপাখির জোর!
67

চল, আমার শরীরটাও ভাল ঠেকছে না।

ডাক্তার দরজা বন্ধ করছিলেন
কী ব্যাপার?
আপনার ওষুধের গুণ পরীক্ষা করতে এলুম।
বড্ড মাথা ধরেছে, কিছু ব্যবস্থা করতে পারেন?
68

বিলক্ষণ! পারি বৈ কী আসুন, ভেতরে এসে বসুন। ওষুধ দিচ্ছি।

ও কিছুই না। পিত্তি পড়ে মাথা ধরেছে। এখুনি ওষুধ দিচ্ছি।

এই নিন। যান, খেয়ে শুয়ে পড়ুন। কাল সকালে আর কিছু থাকবে না। অজিতবাবুর চেহারাটাও ভাল ঠেকছে না — উত্তেজনার পর অবসাদ বোধ হচ্ছে — না? শরীর টিস্-টিস্ করছে? বুঝেছি —
আপনিও এক দাগ নিন — শরীর ঝরঝরে হয়ে যাবে।
69

যান, ওষুধটা খেয়ে শুয়ে পড়ুন। সকালে সব দেখবেন সেরে গেছে।
আচ্ছা, এলাম তবে —।

ডাক্তারবাবু, ব্যোমকেশ বক্সী বলে কাউকে চেনেন?
অ্যাঁ, কে?
70

ব্যো-ম-কে-শ বক্সী! না। কে তিনি?

জানি না। আজ থানায় তাঁর নাম শুনলুম। তিনি নাকি এই খুনের তদন্ত করছেন।

ও-! না, আমি তাকে চিনি না।
আচ্ছা চলি। এসো অজিত।
71

ঘরে ফিরে
অতুল, এবার সব কথা আমায় বল।
কী বলব?

তুমি আমার কাছে কিছু লুকোচ্ছ। কিন্তু সে হবে না। সব কথা খুলে বলতে হবে।
আচ্ছা, বলছি। কিন্তু ওখানে নয় —।

দরজা থেকে সরে এস। এদিকে —
আমার বিছানায়, তোমার কাছে যে আর লুকিয়ে রাখা চলবে না, তা বুঝেছিলাম।
72

এই বসলাম। নাও এবার বল দেখি সব কথা।
দাঁড়াও, আলোটা নিভিয়ে দি।
73

আরে - ওষুধটা হাতেই রয়ে গেছে, থামো, এটা আগে খেয়ে নিই - তারপর -
না!

এটা এখন খেও না!
?

এখন থাক, আমার গল্পটা শুনে নিয়ে তারপর মনে হলে খেও।

খুট

আর একটু সরে এস। আমি তোমার কানে-কানে সব বলছি। এসব জোরে বলা যাবে না।
!

এবার শোনো —
অতুল ফিসফিস করে বলতে লাগল, আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো সব শুনে চললাম — 74

মিনিট পনেরো পর
আজ এই পর্যন্ত থাক, কাল সব খুলে বলব।

এখনও সময় আছে। দেড়টা-দু'টোর আগে কিছু ঘটছে না। তুমি—

তুমি বরং একটু ঘুমিয়ে নাও। ঠিক সময়ে আমি তোমাকে তুলে দেব।
75

রাত তখন প্রায় দেড়টা হবে—

অন্ধকারে চোখ মেলে শুয়ে আছি, সমস্ত ইন্দ্রিয় তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ স্পষ্ট—

শোনা যাচ্ছে। অতুলের দেওয়া জিনিসটা চেপে ধরে আছি।
76

হঠাৎ—
অতুল আমাকে স্পর্শ করে গেল। ইশারাটা বুঝলাম।

অতুল আমাকে স্পর্শ করে গেল। ইশারাটা বুঝলাম।
77

এবার সময় হয়েছে

এবার সময় হয়েছে

ধপ্

অতুলের বিছানায় একটা শব্দ হল...
সঙ্গে সঙ্গে আলো জ্বলে উঠল —

লোহার ডান্ডা হাতে লাফিয়ে উঠলাম —

!

আপনি !?

এঃ হে! বড়ই দুঃখের বিষয়। আপনার মতো পাকা লোক শেষকালে পাশবালিশ খুন করল!
— ব্যস! একদম নড়বেন না!

ছুরি ফেলে দিন।
নড়েছেন কি গুলি করেছি।
অজিত –
বলো ?

রাস্তার দিকের
জানলাটা খুলে দাও
তো — বাইরেই
পুলিশ আছে।
আচ্ছা !

81

!
খবরদার
82

খবরদার

দাম_

রাস্তার দিকের
জানলাটা খুলে দাও
অজিত।
83

আ- আমার অপরাধ কী?

অপরাধ কি একটা ডাক্তার, যে মুখে মুখে বলব। তার প্রকাণ্ড ফিরিস্তি পুলিশ অফিসে তৈরি হয়েছে – ক্রমে প্রকাশ পাবে।
ও:!

আপাতত –
84

তখনই –
জানলা খোলা দেখেই বুঝেছি। তাহলে ইনিই?
হ্যাঁ, ইনিই আসামী।

সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সী কে খুন করার চেষ্টা করছিলেন –! গ্রেপ্তার করুন।

এ ষড়যন্ত্র!
পুলিশ আর ওই শালা ব্যোমকেশ বক্সী মিলে আমাকে মিথ্যে কেসে ফাঁসিয়েছে।
তাই নাকি?
85

আমিও দেখে নেব। দেশে আইন আদালত আছে। আমার টাকার অভাব নেই।
তা তো নেই-ই। এত কোকেন বিক্রির টাকা যাবে কোথায়?
!?

হাঃ! আমি কোকেন বিক্রি করি তার প্রমান আছে?
86

আমি কোকেন বিক্রি করি তার প্রমাণ আছে?
আছে বৈ কী ডাক্তার!
তোমার সুগার-অফ মিল্কের শিশিতেই তার প্রমাণ আছে।

87

কী ওষুধ আমাদের দিয়েছিলে ঠিক করে বল দেখি ডাক্তার?

মর্ফিয়ার গুঁড়ো— না?
বলবে না? বেশ, বোলো না — কেমিক্যাল পরীক্ষায় ধরা পড়বেই।

88

আমার কাজ শেষ। এবার ওনাকে নিয়ে যান। আমি পরে আসছি।
ও কে মিস্টার বক্সী।

এই, ওকে হাতকড়া লাগিয়ে ভ্যানে তোল।

এই চলো।
ব্যোমকেশ বক্সী!
89

আবার দেখা হবে।
ফু-উ-ঃ!

আমি ফিরে আসব ব্যোমকেশ বক্সী।
চলুন-চলুন, যা বলার এবার কোর্টে বলবেন।
90

কি হে? তুমি আবার কি ভাবছ?
উফ্! ডাক্তারের চোখদুটো যেন জ্বলছিল!

হুম্! বুঝলাম। ডাক্তার তোমাকে বেশ ঘাবড়ে দিয়েছে।
!
শোনো, ভোর হয়ে গেছে। এখানে তো সব লন্ডভন্ড হয়ে আছে।
91

এখানে তো সব লন্ডভন্ড হয়ে আছে। চল আমার বাসায়।
সেখানে গিয়ে চা খাওয়া যাবে।
তোমার বাসায়! কেন?
বেশ, তাই চল।
কোথায় তোমার বাসা?
হ্যারিসন রোডে।
92

কই তোমার বাসা ?
হ্যারিসন রোডের একটা বাড়ির তেতলায় উপস্থিত হলাম ।

ঐ যে, এসে গেছি ।

স্বাগতম্ !
93

স্বাগতম্ !
মহাশয় দীনের কুটিরে পদার্পন করুন ।
শ্রী ব্যোমকেশ বক্সী সত্যান্বেষী
?
94

ওই সত্যান্বেষী টা কি ব্যাপার ?

ওটা আমার পরিচয় । ডিটেকটিভ কথাটা শুনতে ভাল নয়, গোয়েন্দা শব্দটা আরও খারাপ ।

তাই নিজের খেতাব দিয়েছি — সত্যান্বেষী । ঠিক হয়নি ?
একলাই থাকো বুঝি ?
95

একলাই থাকো বুঝি ?
হ্যাঁ। সঙ্গী কেবল ভৃত্য পুঁটিরাম।

পুঁটিরাম !

ডাকছেন ?
96

আমাদের একটু চা-টা দাও বাবা।
আজ্ঞে, এখখুনি দিচ্ছি।

দিব্যি বাসাটি। কতদিন এখানে আছ ?
97

কতদিন এখানে আছ ?
প্রায় বছরখানেক।

মাঝে কেবল কয়েকদিন তোমাদের মেসে স্থান পরিবর্তন করেছিলুম।
98

আ—ঃ! তোমাদের মেসে কদিন মন্দ কাটল না। ডাক্তার কিন্তু — শেষের দিকে ধরে ফেলেছিল। দোষ অবশ্য আমারই!

কী রকম?

পুলিশের কাছে জানলার কথাটা বলেই ধরা পড়ে গেলুম।
বুঝতে পারছ না? জানলা দিয়েই অশ্বিনীবাবু —
না, না। গোড়া থেকে সব বল।
আচ্ছা, তাই বলছি।
99

তোমাদের পাড়ায় যে ক্রমাগত খুন হয়ে চলেছিল, তা দেখে পুলিশের কর্তৃপক্ষ বেশ বিব্রত হয়ে উঠেছিলেন। এক দিকে বেঙ্গল গভর্নমেন্ট অন্য দিকে খবরের কাগজ পুলিশকে —

ভিতরে - বাইরে খোঁচা দিয়ে দিয়ে আরও অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। এই অবস্থায় আমি পুলিশের বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করলুম, বললুম, আমার বিশ্বাস আমি এই খুনের কিনারা করতে পারব।

অনেক কথাবার্তার পর কমিশনার সাহেব আমাকে অনুমতি দিলেন। শর্ত হল, তিনি আর আমি ছাড়া আর কেউ জানবে না।
তারপর?
100

তারপর তোমাদের বাসায় গিয়ে জুটলুম। অনুসন্ধান চালাতে গেলে অকুস্থলের কাছেই BASE OF OPERATIONS থাকা দরকার। তাই তোমাদের মেসটা বেছে নিয়েছিলুম।

তখন কে জানত যে, বিপক্ষ দলেরও BASE OF OPERATIONS ওই একই জায়গায়!
থেমো না, বলে যাও।

ডাক্তারকে গোড়া থেকেই বড্ড বেশি ভালমানুষ বলে মনে হয়েছিল। কোকেনের ব্যবসা চালাতে গেলে ডাক্তার সেজে বসাটা বেশ সুবিধেজনক।
কিন্তু সেই যে নাটের গুরু, এ সন্দেহ তখনও হয়নি। প্রথম সন্দেহ হল অশ্বিনীবাবু মারা যাবার আগের দিন।
101

মনে আছে বোধহয়, সেদিন রাস্তার উপর একজন ভাটিয়ার লাশ পাওয়া গিয়েছিল। তার ট্যাঁকে হাজার টাকার নোট পাওয়া গেছে শুনে ডাক্তারের মুখে এমন একটা লোভ ফুটে উঠল যে, আমার সব সন্দেহ তার ওপর গিয়ে পড়ল।

তারপর অশ্বিনীবাবুর কান পেতে কথা শোনার ঘটনা। আসলে উনি এসেছিলেন ডাক্তারের সাথে কথা বলতে। কিন্তু আমাদের দেখে তাড়াতাড়ি চলে গেলেন।

সেই রাতে মেঝেয় কান পেতে ডাক্তার আর অশ্বিনীবাবুর তর্ক শুনতে পেলাম। তবে তাতেও ব্যাপারটা তেমন স্পষ্ট হল না। শুধু এটুকু বুঝলাম তিনি ভয়ঙ্কর কিছু একটা দেখেছেন।
102

তারপর সে রাতে যেই তিনি খুন হলেন তখন আর কিছু বুঝতে বাকি রইল না।
কী বুঝলে?

ডাক্তার যখন সেই ভাটিয়াটাকে রাস্তার ওপর খুন করে, অশ্বিনীবাবু জানলা দিয়ে সেটা দেখে ফেলেছিলেন।

আর বোকার মত সেটা ডাক্তারকে বলতে যান।
103

ও—! তাই তুমি পুলিশকে জানলার কথাটা ভেবে দেখতে বলেছিলে?
ঠিক ধরেছো। কিন্তু পুলিশ তা বোঝেনি।
ডাক্তার তোমাকে কখন ধরে ফেলেছিল?
সে আমাকে গোড়ায় সন্দেহ করেছিল কিনা জানি না। কিন্তু আমি যখন পুলিশকে বললুম ঐ জানলাটাই অশ্বিনীবাবুর মৃত্যুর কারণ, তখনই সে সতর্ক হল।
সে আমাকে সরাবার ছক কষতে লাগল। এইসময় পুলিশ এক মস্ত বোকামি করল, আমাকে গ্রেফতার করে বসল।
যাই হোক,
104

যাই হোক, কমিশনার সাহেব এসে আমাকে খালাস করলেন, আবার ফিরে এলুম।

ডাক্তার তখন বুঝল যে, আমি গোয়েন্দা— কিন্তু উদারতা দেখিয়ে সে আমাকে রাত্রির জন্যে মেসে থাকতে দিল।

উদ্দেশ্য একটাই— আমাকে খুন করা।

ডাক্তারের বিরুদ্ধে তখনও সত্যিকারের প্রমাণ ছিল না। অবশ্য তার ঘর সার্চ করিয়ে কোকেন বার করে তাকে জেলে দেওয়া যেত, কিন্তু —
কিন্তু সে যে একটা নিষ্ঠুর খুনি, এ কথা প্রমাণ করা যেত না।
তাই আমি তাকে লোভ দেখাতে শুরু করলুম।
দরজার তালায় পেরেক ফেলে সেটাকে খারাপ করে দিলুম।
খবর পেয়ে ডাক্তার আনন্দে নেচে উঠল। রাতে আমরা দরজা বন্ধ করতে পারব না।

তারপর যখন ওষুধ নিতে গেলুম, তখন সে হাতে স্বর্গ পেল।
আসুন, ভেতরে এসে বসুন। ওষুধ দিচ্ছি।
আমাদের দু জনকে দু'পুরিয়া মর্ফিয়ার গুঁড়ো দিয়ে ভাবল, তাই খেয়ে এমন ঘুম ঘুমোব যে, সে নিদ্রা মহানিদ্রায় পরিণত হলেও জানতে পারব না।
ও কিছুই না। পিত্তি পড়ে মাথা ধরেছে। এখুনি ওষুধ দিচ্ছি।
তারপর ?
ব্যস্! তারপরই বাঘ এসে ফাঁদে পা দিলেন। আর কী ?

আমি ফিরে আসব ব্যোমকেশ বক্সী।

ও হ্যাঁ! এখন উঠলুম ভাই। তুমি বোধহয় উপস্থিত ওদিকে যাচ্ছ না?
না।

তুমি কি বাসায় যাচ্ছ?
হ্যাঁ।
কেন?

কেন?
বা:! কেন আবার! বাসায় যেতে হবে না?
আমি বলছিলুম কি, ও বাসা তো তোমাকে ছাড়তেই হবে,

তা আমার এখানে চলে এলে হত না? এ বাসাটা নেহাত মন্দ নয়। ঘরও অনেকগুলো।
তোমার লেখালিখির ব্যাঘাত হবে না। কি বল?

প্রতিদান দিচ্ছ বুঝি?

না ভাই, প্রতিদান নয়। মনে হচ্ছে তোমার সঙ্গে একজায়গায় না থাকলে আর মন টিকবে না।
এই কদিনে কেমন একটা বদ-অভ্যাস জন্মে গেছে।

সত্যি বলছ?
একদম সত্যি বলছি।
তবে পুঁটিরামকে আমার জন্যেও রান্না করতে বল,
আমি গিয়ে জিনিসপত্র গুলো নিয়ে আসি!
সেই সঙ্গে আমার জিনিসগুলো আনতে ভুলো না যেন—!
শেষ।

সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সীর সচিত্র রহস্য উপন্যাস
ম্যাকড়সার রস
গল্প : শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
ছবি : ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

ব্যোমকেশকে একরকম জোর করেই বাড়ি থেকে বার করেছিলাম।
মাকড়সার রস
আ-ঃ! এখন বেশ হাল্কা লাগছে বুঝলে অজিত।
আমি অনেক আগেই বুঝেছি, তুমিই বুঝতে চাও না।
গত একমাস ধরে কী সব হাবিজাবি কাগজে মুখ ডুবিয়ে বসে আছ। অসুস্থ হয়ে পড়বে যে।
হাবিজাবি নয় বন্ধু। একটা সাংঘাতিক জালিয়াতির কেস।
সে তোমার যাই কেস হোক, একটু আধটু না বেরোলে চলে কখনও।

বেশ তো আছি -
নাঃ! বেশ নেই। এই এক ঘন্টায় তোমার জালিয়াৎ পালাবে না। লেকের ধারে চল।

আচ্ছা তাই চল।

লেকের ধারে
কি হে? আবার কী ভাবছো?
উঁ? নাঃ, মানে, লোকটা যে কে - সেটাই এখনও !

বুঝেছি। জালিয়াৎ ব্যাটা এখানেও পিছু ছাড়ে নি।

?!

আরে! মোহন যে! তুমি কোত্থেকে?
?!

তাই তো কদ্দিন পর দেখা! তারপর?
এই হল ব্যোমকেশ। আর এ হচ্ছে মোহন। আমার কলেজের বন্ধু। আই. এ ক্লাশে পড়তাম।
তারপর আমি মেডিকেল কলেজে চলে গেলাম। আপনিই ব্যোমকেশবাবু?

আপনিই ব্যোমকেশবাবু? বড় খুশি হলাম।
আপনার কীর্তি প্রচারক যে আমাদের বাল্যবন্ধু অজিত তা বিশ্বাস করতাম না।

তা আজকাল কী করছ?
কলকাতাতেই প্র্যাকটিস করছি।

ব্যোমকেশবাবু কে যদি ব্যাপারটা বলা যেত —! কিন্তু?

কী মোহন? কী ভাবছ?
?

উনি মনে হয় কিছু বলতে চাইছেন। কী বলবেন বলুন না।
!

না মানে ব্যাপারটা এত সামান্য যে, আপনাকে বিব্রত করতে লজ্জা হচ্ছে।
তা হোক, তবু বল। আর কিছু না হোক, কিছুক্ষণের জন্য ব্যোমকেশকে জালিয়াতের হাত থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া হবে।
জালিয়াৎ?
আঃ অজিত! না, না, সে অন্য একটা কেস। আপনি বলুন।

শুনলে হয়তো আপনি হাসবেন, কিন্তু ব্যাপারটা আমার কাছে মস্ত সমস্যা হয়ে উঠেছে।
বেশ তো, শুনি।
সিগারেট?
ধন্যবাদ। এবার বলুন।

এক বনেদী বড়মানুষের আমি গৃহ-চিকিৎসক। টাকাপয়সা অগাধ।
বাড়ির যিনি কর্তা তিনিই আমার রুগী। নাম নন্দদুলাল।
বয়সকালে ইনি এত বেশি বদ-খেয়ালী করেছেন যে এখন শরীর একদম ভেঙে পড়েছে। বাত পঙ্গু।

চরিত্র ভীষন খারাপ। মুখের ভাষা আরও খারাপ।

এক কথায় এমন ইতর নীচ স্বভাব আমি আর দেখিনি। স্ত্রী পুত্র পরিবার কারুর সাথে ওনার সদ্ভাব নেই।
তাঁর ইচ্ছা, যৌবনে যা যা করেছেন এখনও তাই করে বেড়াবেন। কিন্তু শরীর বাদ সেধেছে।
ডাক্তার বলেছে, আপনার শরীরের পক্ষে এসব ঠিক নয়।
আমার বাড়ি আমার টাকা, বেশ করেছি।
ডাক্তারের মুখে আমি — করি। তার বাপের কি?
উনি আপনার ভালর জন্যই -
বেরোও শালা!
আমার ভাল করতে কে বলেছে র‍্যা?

সারাদিন ঘরেই থাকেন। গোটা পৃথিবীকে গালমন্দ করেন, আর দিস্তে দিস্তে কাগজে অনবরত লিখে চলেছেন। কখনও লাল কালিতে কখনও কালোতে।
গোটা দুনিয়াটাই শালা নেমকহারাম। নাহলে আমার লেখা ছাপে না!
আচ্ছা!
তাঁর ধারণা, তিনি একজন অদ্বিতীয় সাহিত্যিক, সম্পাদকরা শত্রুতা করেই তাঁর লেখা ছাপে না।

চরিত্রটি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু সমস্যাটা কোথায়?

এঁর আর একটি গুণ আছে। এই শরীরের ওপর ইনি এক অদ্ভুত নেশা করেন।
!?

ব্যোমকেশবাবু, আপনি হয়তো অনেক রকম নেশার কথাই শুনেছেন, কিন্তু —
মাকড়সার রস খেয়ে নেশার কথা জানেন কি?

অ্যাঁ : !
মাকড়সার রস ! সে আবার কী ?
TARANTULA DANCE !
?!
স্পেনে আগে ছিল। এই মাকড়সার কামড় খেয়ে লোকে হরদম নাচত। দারুণ বিষ !
ঠিক বলেছেন। — ট্যারান্টুলার রস, একটা তীব্র বিষ। কিন্তু খুব কম মাত্রায় ব্যবহার করলে শরীরে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি করে। তবে নিয়মিত ব্যবহারে ফল সাংঘাতিক। পক্ষাঘাতে মৃত্যু।

নন্দবাবু যৌবনে এই নেশাটি ধরেছিলেন। আমি যখন ও বাড়ির চিকিৎসক হয়ে ঢুকলাম তখন ও উনি প্রকাশ্যে এই নেশা করে চলেছেন।
!
ও নেশা আপনাকে ছাড়তেই হবে।
খিক্ -খিক্ -! তাই নাকি ?
কি করে ছাড়াবে ? ছাড়াও দেখি !
ও জিনিস এখানে আর ঢুকতেই দেব না।
যদি ওনাকে বাঁচাতে চান, ঘরের বাইরে পাহারা বসান। বুঝলেন কথাটা ?

পরিবারের সকলেই আমার পক্ষে ছিলেন। নন্দবাবু চলাফেরা করতে পারেন না। কাজেই নিজে বেরিয়ে ও জিনিস তিনি আনতে পারবেন না এটা বুঝেছিলাম।
কিন্তু -!
!?
আসুন ডাক্তারবাবু।

ঐ যে আবার।

অ্যাঃ! হ্যাঃ হ্যাঃ! হ্যাঃ!

আপনি আবার খেয়েছেন?
হিঃ-হিঃ-হিঃ হিঃ-! খেয়েছিই তো? কেমন তোদের মুখে — ছাই দিয়েছি —! অ্যাঃ হ্যাঃ-হ্যাঃ! আটকাবি না? আটকা!

আশ্চর্য! এত গুলো লোকের পাহারা সত্ত্বেও ও জিনিস আসছে কি করে? আর খাচ্ছেনই বা কখন?
বুঝতে পারছি না ডাক্তারবাবু!?
আজও সেই জিনিস সমানভাবে চলছে। কিছুতেই কিছু করা গেল না।
অজিত, বাড়ি চল।
!?

বাড়ি চল। একটা কথা মাথায় এসেছে। যদি তা ঠিক হয়, তাহলে —-

মোহনের গল্পটা তুমি বোধহয় ভাল করে শোননি —!
শুনেছি।

সমস্যাটাও বেশ মজার। কৌতূহলও হচ্ছে। কিন্তু এখন কি আমার সময় হবে? ঐ জালিয়াতির কেসটা নিয়ে
তবে থাক। এসব তুচ্ছ ব্যাপারে আপনাকে বিরক্ত করাও অনুচিত।
তবে কি জানেন, এর একটা নিষ্পত্তি হলে একটা প্রাণ বাঁচানো যেত।
যত খারাপই হোক, তিলে তিলে বিষ খেয়ে লোকটা শেষ হয়ে যাবে এটাই মানতে পারছি না।

আমি করব না বলিনি তো। এ ধাঁধার উত্তর পেতে হলে ঘন্টা দুয়েক ভাবতে হবে।

একবার লোকটিকে দেখলেও ভাল হয়। কিন্তু আজ তা পেরে উঠব না।
নন্দবাবুর মত অসামান্য লোককে কিছুতেই আমি মরতে দেব না। কিন্তু — এখুনি আমাকে বাসায় ফিরতে হবে। জালিয়াৎটাকে মনে হচ্ছে ধরে ফেলেছি।
আজকের রাতটা নন্দবাবু রস পান করে নিন — কাল তাঁকে জব্দ করে দেব।
বেশ। কাল কখন গাড়ি পাঠাব বলুন?

কি ভাবছেন?
আচ্ছা, এক কাজ করা যাক।

অজিত আজ আপনার সঙ্গে গিয়ে সব দেখেশুনে আসুক।
!
ওর মুখে সব শুনে আমি কাল আপনার ধাঁধার উত্তর দিয়ে দেব।

মোহনের ব্যাপারটা ঠিক পছন্দ হল না
অ- আচ্ছা। অজিতই চলুক তা হলে।
কিন্তু ও যদি না পারে?

তেমন হতাশ হবার কিছু নেই। অজিতকে এলেবেলে ভাববেন না।
সংসর্গে পড়ে এখন ওর বুদ্ধি এমন তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে যে এই সমস্যার সমাধান হয়তো ও নিজেই করে ফেলবে। আমাকে দরকারও হবে না।

সব জিনিস ভাল করে লক্ষ করো, আর — চিঠিপত্র কী আসে খোঁজ নিও। চললাম।

অজিত, চল তবে যাওয়া যাক।

হাঁ, চল

সার্কুলার রোড থেকে একটা গলি ধরে কিছুদূর এগিয়ে—
এই যে, এসে গেছি।

বাবুজি, আপকো ভিতর যানা—
ভয় নেই, আমার বন্ধু
বহুৎ খুব।

ও ডাক্তারবাবু! আসুন। ইনি কে?
আমার বন্ধু। ওই ব্যাপারে সাহায্য করবে বলে এনেছি।

বেশ, বেশ। আসুন আপনি–
ও অজিত! আর ইনি নন্দবাবুর বড়ছেলে অরুণ।
নন্দবাবুকে এবার তবে দেখা যাক।

বাবা, বাবা, ডাক্তারবাবু এসেছেন।

কে? কোন শালা? এখন বিরক্ত করবে না, আমি লিখছি।
অভয়, দোর খোল। ডাক্তারবাবু এসেছেন।

অভয়, নন্দবাবুর দ্বিতীয় পুত্র –
আর খেয়েছেন?
হুঁ।

আসুন!
!?

ডাক্তার! এ আবার কাকে নিয়ে এসেছ? কী চায়? বার করে দাও, বার করে দাও।
উনি এরকমই করেন। কিছু মনে কোর না।
বুঝেছি।

ওনার বাঁ হাতটা সবসময় নাচছে। নার্ভের দোষ!

আবার ওই বিষ খেয়েছেন?

বেশ করেছি খেয়েছি, কার বাবার কী?
এতে করে নিজের যে কী ক্ষতি করছেন তা বোঝার মত আপনার বুদ্ধি আর মাথায় নেই।

তাই নাকি ইয়ার? আমার মাথায় বুদ্ধি নেই? তা তোমার তো খুব বুদ্ধি, তবে ধরতে পারছো না কেন?
বলি, চারদিকে তো সেপাই বসিয়ে দিয়েছ — কই, ধরতে পারলে না? খ্যা - খ্যা - খ্যা —!
আপনার সাথে কথা বলাই অকম্মারি।

দুয়ো ডাক্তার, দুয়ো।
আমায় ধরতে পারলে না। ধিনতা ধিনা পাকা নোনা –

নাঃ! অজিত, কী দেখবে দেখে শুনে নাও – আর পারা যায় না।
কে হে তুমি? এখানে কোন মতলবে ঢুকেছ?

চটপট সরে পড়, নইলে পুলিস ডাকবো।

এসব কথায় কান দেবেন না। ওটা খেলে আর জ্ঞান বুদ্ধি থাকে না।

যত সব নচ্ছার ছিঁচকে চোরের দল।
আবার লেখা শুরু করেছে। এইসময় চারপাশটা একটু দেখে নিই।
সারা ঘরেই ওনার লেখা কাগজ ছড়িয়ে আছে। কী এত লেখেন? একটু পড়ে দেখি তো।

ই-স-স! জঘন্য। এ লেখা পড়লে ফরাসী বস্তুতান্ত্রিক এমিল জোলারও গা ঘিন্ ঘিন্ করত!

আবার বিশেষ রসালো জায়গায় লাল কালির দাগ দিয়ে প্রকট করা হয়েছে। এরকম নোংরা জঘন্য লেখা আগে কখনও পড়িনি।

চুলোয় যাক লেখা। ব্যোমকেশ বলেছিল সব দিক ভাল করে লক্ষ করতে, সেটাই এবার করা যাক।

হুম্। ওষুধের শিশি।
ও গুলো সব আমারই দেওয়া।

ওই দরজাটা কিসের জন্য?

ওটা স্নানের ঘর।

স্নানের ঘর।
ব্যোমকেশ হলে আর কী কী লক্ষ করতো? দুর ছাই! ভেবে পাচ্ছি না।

দেয়ালে টোকা মেরে দেখব? কোন গুপ্ত দরজা টরজা যদি—!

আরে!

?!

আরে! একটা আতরদান।

অরুণ!

উনি আতর মাখেন নাকি?
না তো! মাখলে তো গন্ধ পেতাম।
এটা কতদিন ধরে এখানে আছে?
তা বরাবরই আছে! বাবাই ওটা আনিয়ে রেখেছেন এ ঘরে।
এইদিকেই চেয়ে আছেন দেখছি। হুম।

তুলো ও আছে দেখছি। একটু আতর নিয়ে পকেটে রেখে দিই।

ফিরে গিয়ে এটা ব্যোমকেশ কে দেখাতে হবে।

নাঃ! আর কিছু নেই। চল মোহন।
খিক্ খিক্-খিক্!

বাইরে এসে –
এবার আমি কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই ?
বেশ তো, করুন ।

আপনারা ওকে সবসময় পাহারা দিচ্ছেন, কখন ও ওটা খেতে দেখেছেন ?
মুখে দিতে দেখিনি। তবে খেয়েছেন তা জানতে পেরেছি।

যখন সামনে খেতেন তখন দেখেছিলুম।
জিনিসটার চেহারা কী রকম জানেন ?
জলের মতন রং। হোমিও প্যাথিক শিশিতে থাকত।
সরবৎ বা অন্য কিছুর সাথে মিশিয়ে উনি খেতেন।

সেরকম শিশি ঘরে কোথাও নেই – ? ঠিক জানেন ?
ঠিক জানি। আমরা তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি
তাহলে নিশ্চই বাইরে থেকে আসে। কে আনে ?

জানি না।

আপনারা ছাড়া ঘরে আর কেউ ঢোকে না? ভাল করে ভেবে দেখুন।
না। কেউ না। এক ডাক্তারবাবু ছাড়া।
যাঃ! আর কী জিজ্ঞাসা করি? ব্যোমকেশ যেন আর একটা কী জানতে বলেছিল?
ও হ্যাঁ, ওনার কাছে কোনও চিঠিপত্র আসে?

কই না।
কোনও পার্সেল কি অন্য রকম কিছু?

হ্যাঁ - হপ্তায় একখানা করে রেজিস্ট্রি চিঠি আসে বটে।

কোথেকে আসে? কে পাঠায়?

কলকাতা থেকেই আসে। রেবেকা লাইট নামে এক স্ত্রীলোক পাঠায়।

হুঁ — বুঝেছি। চিঠিতে কী থাকে দেখেছেন কি?
দেখেছি।

কী থাকে?
সাদা কাগজ।

অ্যাঁ, সাদা কাগজ?

হ্যাঁ। শুধু কতগুলো সাদা কাগজ খামে পোরা থাকে। ব্যস।
!
শুধু সাদা কাগজ? আর কিছু না? আপনি ভাল করে দেখেছেন?

একেবারে ঠিক। বাবা পিওনের সামনে সই করে চিঠি নেন বটে, কিন্তু আগে চিঠি আমি খুলি। তাতে শুধু কাগজ।

এ তো ভারী আশ্চর্য ব্যাপার! রেজিস্ট্রি করে সাদা কাগজ পাঠাবার মানে কী?
তা জানি না।

আচ্ছা, নন্দদুলালবাবু কাউকে চিঠিপত্র লেখেন?
না।

না, তবে মাসে মাসে মানিঅর্ডার করে টাকা পাঠান একজনকে।
কাকে পাঠান?

ঐ রেবেকা নামের ইহুদি স্ত্রীলোকটিকে।
বুঝেছি। পেনশন।

আচ্ছা, আজ আমি এলাম। নমস্কার।
নমস্কার।
চল মোহন।

বাড়ি ফিরতে রাত আটটা বেজে গেল।

এখনও লাইব্রেরী থেকে বেরোয়নি দেখছি।

কই হে? আসব নাকি?
এসো, এসো, সমস্যা ভঞ্জন হল?
না:।
উমমম! ব্যাপার কী? এত শৌখিন হয়ে উঠলে কবে থেকে? আতর মেখে এসেছ যে!

আতর মাখিনি, নিয়ে এসেছি।
!
সব ঘটনা খুলে বলার পর –
আমার দ্বারা তো হল না ভাই। এখন দেখ তুমি যদি কিছু করতে পার।
হুম!
তবে আমার মনে হয়, এই আতরটা অ্যানালাইজ করলে কিছু পাওয়া যেতে পারে।

আঃ! চমৎকার গন্ধ! খাঁটি অম্বুরি আতর।

হ্যাঁ - কী বলছিলে? কী পাওয়া যেতে পারে? মাকড়সার রস?

না, মানে ভাবছিলাম যে, হয়তো নন্দবাবু আতর মাখার ছল করে —

এক মাইল দূর থেকে যার গন্ধ পাওয়া যায় সে জিনিস কেউ লুকিয়ে ব্যবহার করতে পারে?
উনি যে আতর মাখেন তার কোনও প্রমাণ পেয়েছ?
তা পাইনি বটে - কিন্তু —!
না হে না। ওদিকে নয়, অন্যদিকে সন্ধান কর।

অন্যদিকে মানে? কিসের কথা বলছ?

কী করে জিনিসটা ঘরের মধ্যে আসে, সকলের চোখের সামনে সেটা উনি কী করে মুখে দেন?

এইসব কথা ভেবে দেখ। রেজিস্ট্রি করে সাদা কাগজ কেন আসে? ঐ স্ত্রীলোকটাকে টাকা পাঠান কেন?
ভেবে দেখেছ এসব?

ধুসস্! অনেক ভেবেছি, কিন্তু আমার দ্বারা এর বেশি হল না।

ভাবো - ভাবো -। গভীরভাবে ভাবো। একাগ্র চিত্তে ভাবো। নাছোড়বান্দা হয়ে ভাবো।

আর তুমি?
আমিও ভাবছি, তবে একাগ্রচিত্তে ভাবা হয়ে উঠবে না। আমার জালিয়াৎ -

ধুস্। আবার সেই জালিয়াৎ। যাই, একটু লম্বা হই।

সত্যি তো, এমন কী কঠিন ব্যাপার যে ভেবে পাচ্ছি না?
আবার ভাল করে ব্যাপারটা ভাবি।

নন্দবাবুর ঘর — বাইরে পাহারা ভেতরে পাহারা -
উঃ। মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করছে। ঘুম পাচ্ছে।

দুত্তোর নিকুচি করেছে, ব্যাটা নেশাখোর বুড়ো।

আরে:! তাই তো,
এ তক্ষণ এটা তো
মাথায় আসেনি!

আইডিয়া!?
কিন্তু এ ও কি সম্ভব?
হ্যাঁ - কেন সম্ভব নয়?
ব্যোমকেশ যে বলে
যুক্তিসঙ্গত প্রমান
থাকলে অনেক অসম্ভব ও
সত্যি হতে পারে!

নাঃ।
ব্যোমকেশকে
এটা এখনই
বলা দরকার।
ঠিক তখনই

কী? ভেবে বার
করলে না কি?
বোধহয়
করেছি।

বেশ বেশ, কী
বার করলে শুনি।

আমার মনে পড়ল
নন্দবাবুর ঘরের দেওয়ালে
আমি মাকড়সা দেখেছি।
এখন উনি যদি সেগুলো -
!?
হা-হা-হা-হা-হা!

তুমি বলতে চাও, নন্দদুলাল বাবু তার ঘরের দেওয়াল থেকে মাকড়সা ধরে ধরে খান?
হয়ে— মানে, আ - আমার মনে হল, যদি —
হা-হা-হা হাঃ। অজিত, তুমি একটি জিনিয়াস! ওই মাকড়সা খেলে নেশা হবে না ভাই, গায়ে ঘা হবে।
আচ্ছা বেশ, তবে তুমিই বল।
বেশ, আগে বল, সাদা কাগজ কেন আসে, বুঝেছ?

না! তুমি বুঝেছ?
ইহুদি স্ত্রীলোকটাকে কেন টাকা পাঠানো হয়, নন্দবাবু কেন দিবারাত্রি অশ্লীল গল্প লেখেন তাও বুঝতে পারনি?
বোধহয় বুঝেছি। কিন্তু একটা বিষয়ে নিঃসন্দেহ না হলে কিছু বলা ঠিক নয়।

কোন বিষয়ের কথা বলছ বলতো?

আগে জানা দরকার নন্দদুলাল বাবুর জিভ কোন রঙের।
মানে?

ঠাট্টা হচ্ছে?
ঠাট্টা! রাগ করলে? সত্যি বলছি ঠাট্টা নয়।

ওনার জিভের রঙের ওপরেই সব নির্ভর করছে। যদি তার জিভের রঙ লাল হয় তাহলে বুঝব আমার অনুমান ঠিক।
তুমি বোধহয় লক্ষ করনি?
না। জিভ লক্ষ করবার কথা আমার মনে হয়নি।

অথচ ঐটেই আগে মনে হওয়া উচিত ছিল।

যা হোক, এক কাজ কর। ফোন করে ওনার ছেলের কাছ থেকে খবর নাও।

রসিকতা করছি মনে করবে না তো?

ভয় নাই তোর ভয় নাই - কিছু নাই তোর ভাবনা -

আচ্ছা, আচ্ছা। কবিত্ব করতে হবে না।

নম্বরটা নোটবুকে লেখা ছিল, এই - যে।
হ্যালো – হ্যাঁ, কে? ও মোহন - তুমি এখনও আছ? আমি অজিত বলছি।

হ্যাঁ। বলো? অ্যাঁ - কী বলছ? নন্দবাবুর জিভ? ও জিভের রঙ?
বলছি ওনার জিভের রঙ কিরকম? লাল?
ওহোঃ! এটা তোমাকে বলা হয়নি। মানে দরকারি বলে মনে হয়নি।
হ্যাঁ! হ্যাঁ! একদম ঠিক বলেছ। ওনার জিভের রঙ টকটকে লাল। পান খেলে যেমন হয় আর কি। কিন্তু আমি যতদূর জানি ওনার পান খাওয়ার অভ্যাস নেই।

কেন জানতে চাইছি? একটু ধর। ব্যোমকেশ কথা বলবে।
কে? ডাক্তারবাবু? আমি ব্যোমকেশ বলছি। হ্যাঁ, আপনার ধাঁধার উত্তর পাওয়া গেছে।
কী বলছে? লাল তো? ব্যস - তাহলে হয়ে গেল।
হ্যাঁ। অজিতই ভেবে বার করেছে। আমি একটু সাহায্য করেছি মাত্র। না - না - বিশেষ কিছুই করতে হবে না। শুধু -

শুধু নন্দবাবুর ঘর থেকে লাল কালির দোয়াত আর লাল রঙের পেনটা সরিয়ে নিন। হ্যাঁ - ঠিক ধরেছেন।
কাল একবার আসুন। তখন সব খুলে বলব। আচ্ছা, নমস্কার। অ্যাঁ - কী বলছেন? অজিত?
বলছি - অজিতকে আমার অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাবেন।
নিশ্চই - নিশ্চই। আমি বলেছিলাম না, ওর বুদ্ধি আজকাল ভীষন ধারালো হয়ে উঠেছে। হাঃ! হাঃ! হাঃ!

খুট্
এবার যেন একটু একটু ব্যাপারটা বুঝতে পারছি। তবে আর একটু খুলে বল।

বলব? আচ্ছা। কিন্তু এদিকে - খাবার সময় হল যে।

এখুনি পুঁটিরাম ডাকতে আসবে। চটপট বলে নিচ্ছি শোনো।

প্রথম থেকেই তুমি ভুল পথে যাচ্ছিলে। দেখতে হবে জিনিসটা ঘরের মধ্যে ঢোকে কী করে?
কে নিয়ে আসে? ঘরে মোট পাঁচজন লোক ঢুকতে পায়। ডাক্তার, দুই ছেলে, ওনার স্ত্রী আর একজন।

প্রথম চারজন এ কাজ করবে না নিশ্চিত, অতএব এ পঞ্চম ব্যক্তির কাজ। সেই নিয়ে আসে।
পঞ্চম ব্যক্তি কে?
পঞ্চম ব্যক্তি পিওন। সে হপ্তায় এক কথার সই করাবার জন্য নন্দবাবুর ঘরে ঢোকে। সুতরাং -

কিন্তু তার খামে তো শুধু সাদা কাগজ থাকে? আর কিছু না।
এখানেই ফাঁকি। সবাই ভাবে জিনিসটা খামের মধ্যে আছে। তাই কেউ পিওনকে লক্ষ্য করে না।
লোকটা অনায়াসে লাল কালির দোয়াত বদলে দিয়ে চলে যায়। রেজিস্ট্রি করে সাদা কাগজ পাঠাবার উদ্দেশ্য হচ্ছে পিওনকে ঘরে ঢুকতে পারার সুযোগ করে দেওয়া।

ও-ফ্‌ফ্‌! তারপর?
তুমি আর একটা ভুল ভেবেছিলে, ইহুদি স্ত্রীলোকটিকে যে টাকা পাঠানো হয়, তা পেনশন নয়। ও প্রথা কোথাও নেই।
তবে?
টাকাটা হল নেশার ওষুধের দাম। ওই মাগীই পিওনের হাতে ওষুধ পাচার করে।

এবার ব্যাপারটা ভাব। ওষুধ নন্দবাবুর ঘরে এল, কিন্তু ঘরে সবসময় লোক। তিনি সেটা খাবেন কী করে?
ঠিক!
উনি গল্প লেখা শুরু করলেন। লেখার সরঞ্জাম সদাই হাতের কাছে থাকে, উঠে গিয়ে খাবারও দরকার নেই। আর ও মজা।
কালো কলমে লিখছেন, লাল কলম দিয়ে দাগ দিচ্ছেন আর ফাঁক পেলেই কলমের নিবটি চুষে নিচ্ছেন। জিভের রঙ লাল কেন এবার বুঝতে পারলে?

কিন্তু লালই যে হবে তা বুঝলে কী করে? কালোও তো হতে পারত?

হায় হায়, এটা বুঝলে না? কালো কালি যে বেশি খরচ হয়।
নন্দবাবু ঐ অমূল্যনিধি কি বেশি খরচ হতে দিতে পারেন? তাই লাল কালি।
বুঝেছি – এত সহজ –

এত সহজ বলেই কেউ ধরতে পারছিল না। লোকটার মাথাটা হেলাফেলার মত নয়।

তুমি ধরলে কী করে?
এ ব্যাপারে দুটো জিনিস সম্পূর্ণ নিরর্থক বলে মনে হয়েছিল। এক - রেজিস্ট্রি করে সাদা কাগজ আসা, দুই -- নন্দবাবুর গল্প লেখা।
এই দুটোর আসল কারন খুঁজতে গিয়েই সব বেরিয়ে এল।

ফোন বাজছে।
দাঁড়াও, আমি ধরছি।

নমস্কার, ব্যোমকেশ বক্সী কথা বলছি — কে? ও- ডাক্তারবাবু।
কী খবর? অ্যাঁ!...
নন্দদুলালবাবু চেঁচামেচি করছেন। হাত পা ছুঁড়ছেন।
হাত পা ছুঁড়ছেন? তা হোক, তা হোক, তাতে কোনও ক্ষতি নেই।

অ্যাঁ! কী বললেন? অজিতকে গালাগাল দিচ্ছেন?
শ কার, ব-কার তুলে?
!?
এ ভারী অন্যায়। কিন্তু যখন তার মুখ বন্ধ করা যাচ্ছে না তখন আর উপায় কী বলুন?

না, না, অজিত ওসব গ্রাহ্য করে না।
অবিমিশ্র প্রশংসা যে পৃথিবীতে পাওয়া যায় না, তা সে খুব জানে।
মধু ও হুল — কমলে কন্টক, এই যে জগতের নিয়ম — আচ্ছা,
আজ রাখছি — নমস্কার।
শেষ

সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সীর সচিত্র রহস্য উপন্যাস
পথের কাঁটা
গল্প : শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
ছবি : ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

ব্যোমকেশ বক্সী ● পথের কাঁটা ● গল্প শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ● ছবি ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

ওসব পড়ে লাভ কী ? সত্যিকারের খাঁটি খবর যদি পেতে চাও, তবে বিজ্ঞাপন পড়।
ও - তাই না কি ? কিন্তু খবরের কাগজওয়ালারা তাহলে ভারী শয়তান,
সমস্ত কাগজখানা বিজ্ঞাপনে ভরে না দিয়ে কতকগুলো বাজে খবর ছাপিয়ে পাতা নষ্ট করে!
তাদের দোষ নেই। তোমার মতো লোকের চিত্তবিনোদন না করতে পারলে বেচারাদের কাগজ বিক্রি হয় না। তাই বাধ্য হয়ে এইসব খবর সৃষ্টি করতে হয়।

আসল কাজের খবর থাকে বিজ্ঞাপনে। দেশের কোথায় কী হচ্ছে, কে কী ফিকির বার করে দিন-দুপুরে ডাকাতি করছে, কে চোরাইমাল পাচার করার নতুন ফন্দি আঁটছে –
এইসব দরকারি খবর যদি চাও তো বিজ্ঞাপন পড়তে হবে।
রয়টারের টেলিগ্রামে ও সব পাওয়া যায় না।

তা পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু – যাক – । এবার থেকে না হয় বিজ্ঞাপনই পড়ব।

কিন্তু তোমার মজার বিজ্ঞাপনটা কী শুনি ?
দাগ দিয়ে রেখেছি।

পড়ে দেখ,

এই নাও পড়ে দেখ।
ঝাঁইই
পথের কাঁটা! যদি কেউ পথের কাঁটা দূর করতে চান, শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায়
হোয়াইটওয়ে লেড্‌লর দোকানের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ল্যাম্পপোস্টে হাত রেখে দাঁড়িয়ে থাকবেন।

এ বিজ্ঞাপনের মানে কী? আর 'পথের কাঁটা'ই বা কী বস্তু?
সেটা এখনও আবিষ্কার করতে পারিনি। বিজ্ঞাপনটা তিন মাস ধরে ফি শুক্রবার বার হচ্ছে। পুরনো কাগজ ঘাঁটলেই দেখতে পাবে।
কিন্তু এ বিজ্ঞাপনের সার্থকতা কী? কোনও একটা উদ্দেশ্য নিয়েই তো লোকে বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে? এর তো কোন মানেই হয় না।
কে বললে মানে হয় না?

আপাতত কোনও উদ্দেশ্য দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না বটে, কিন্তু তাই বলে কোনও উদ্দেশ্য নেই একথাও বলা চলে না।
অকারণে কেউ গাঁটের কড়ি খরচ করে বিজ্ঞাপন দেয় না।
লেখাটা পড়লে একটা জিনিস সর্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করে!
কী?

যে বিজ্ঞাপন দিয়েছে, তার আত্মগোপন করার চেষ্টা।
অ্যাঁ!
আজ্ঞে হ্যাঁ। প্রথমত দেখ, বিজ্ঞাপনে কোনও নাম বা টেলিফোন নম্বর নেই।
অনেকসময় বিজ্ঞাপনে নাম থাকে না বটে, কিন্তু —

কাগজের অফিসে খোঁজ নিলে নাম-ধাম সব জানতে পারা যায়।
সে রকম বিজ্ঞাপনে বক্স-নম্বর দেওয়া থাকে। এতে তাও নেই।

তারপর দেখ, যে লোক বিজ্ঞাপন দেয় সে জনসাধারণের সঙ্গে কোনও একটা কারবার চালাতে চায় — এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

কিন্তু মজা এই যে, এ লোকটি নিজে অদৃশ্য থেকে কারবার চালাতে চায়!
মানে? বুঝতে পারলুম না!
আচ্ছা, বুঝিয়ে বলছি। শোন।

যিনি এই বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন, তিনি জনসাধারণকে ডেকে বলছেন — ওহে, তোমরা যদি 'পথের কাঁটা' দূর করতে

চাও তো, অমুক সময় অমুক স্থানে দাঁড়িয়ে থেক। এমনভাবে দাঁড়িয়ে থেক যাতে আমি তোমাকে চিনতে পারি।
পথের কাঁটা কী পদার্থ, সে তর্ক এখন থাক। কিন্তু মনে কর, তুমি ঐ জিনিসটা চাও। তোমার কর্তব্য কী?
কী?

ঠিক সময়, ঠিক জায়গায়, ল্যাম্পপোস্ট ধরে দাঁড়িয়ে থাকা।
খুক!

হাসি নয়, মনে কর যা বলেছে ঠিক তাই তাই তুমি করলে, তারপর কী হল?

কী হল?

শনিবার বেলা সাড়ে পাঁচটার সময় ওই জায়গায় কী রকম লোক-সমাগম হয় তা বোধহয় তোমাকে বলে দিতে হবে না।

এদিকে হোয়াইটওয়ে লেড্‌ল, ওদিকে নিউমার্কেট, চারদিকে গোটা-ছয়েক সিনেমা হাউস। তুমি ল্যাম্পপোস্ট ধরে দাঁড়িয়ে রইলে আর লোকের ঠেলা খেতে লাগলে, কিন্তু
যে আশায় গিয়েছিলে, তা হল না।

তুমি বিরক্ত হয়ে চলে এলে, ভাবলে, ব্যাপারটা ভুয়ো।
তারপর হঠাৎ পকেটে হাত দিয়ে দেখলে, একখানা চিঠি।

কেউ ভিড়ের মধ্যে তোমার পকেটে ফেলে দিয়ে গেছে!
তারপর?

তারপর?
তারপর আর কী? চোরে-কামারে দেখা হল না অথচ —

সিঁধকাঠি তৈরি হবার বন্দোবস্ত হয়ে গেল। বিজ্ঞাপনদাতার সঙ্গে তোমার লেনদেনের সম্বন্ধ স্থাপিত হল,

অথচ তিনি কে, কীরকম চেহারা, তুমি কিছুই জানতে পারলে না। বুঝলে?
যদি তোমার যুক্তিকে সত্যি বলেই মেনে নেওয়া যায়, তাতে কী প্রমাণ হয়?

!
এই প্রমাণ হয় যে, পথের কাঁটার সদাগরটি নিজেকে অত্যন্ত গোপনে রাখতে চান। এবং
যিনি নিজের পরিচয় দিতে এত সঙ্কুচিত,

তিনি বিনয়ী হতে পারেন, কিন্তু সাধু-লোক কখনই নন।

এ তোমার অনুমান, একে প্রমাণ বলতে পার না।

আরে বাবা, অনুমানই তো আসল প্রমাণ। যাকে তোমরা প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে থাকো, তাকে বিশ্লেষণ করলে কতকগুলো অনুমান বই আর কিছুই থাকে না।
আইনে যে CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE বলে একটা প্রমাণ আছে, সেটা কী?

অনুমান ছাড়া আর কিছুই নয়। অথচ তারই জোরে
কত লোক যাবজ্জীবন মাংস-পোলাও চালিয়ে যাচ্ছে তা জানো?

বলছ বটে, কিন্তু অনুমান যে প্রত্যক্ষ প্রমাণের সমকক্ষ হতে পারে তা মানতে পারছি না ভাই।

ফুররররর...
ফুররররর
চিড়িক্! চিক্! চিড়িক্!
অনুমান যে প্রত্যক্ষ প্রমাণের সমকক্ষ হতে পারে তা মানতে পারছ না?
না ভাই।

আচ্ছা, ওই পাখিটা কী চায় বলতে পার?

চিড়িক্! চিড়িক্!
কী চায়? ওঃ,

বোধহয় বাসা বানাবার একটা জায়গা খুঁজছে!
ঠিক জানো? কোনও সন্দেহ নেই?

কোনও সন্দেহ নেই।
কী করে বুঝলে? প্রমাণ কী?

প্রমাণ আবার কী! ওর মুখে কুটো —
কুটো থাকলেই প্রমাণ হয় যে, বাসা বাঁধতে চায়?
হ্যাঁ — না — তবে —!

তবে — ?
চিড়িক্!
চিক্!
ফুর র র র র র...
অনুমান। পথে এস।

এতক্ষণ তবে দেয়ালা করছিলে কেন?
দেয়ালা করিনি। কিন্তু তুমি কি বলতে চাও,

চড়াই পাখি সম্বন্ধে যে অনুমান খাটে, মানুষের বেলাতেও সে অনুমান খাটবে ?
কেন নয় ?

তুমি যদি কুটো মুখে কারো জানলায় উঠে বসে থাক, তাহলে কি প্রমাণ হবে যে তুমি বাসা বাঁধতে চাও ?

না। তাহলে প্রমাণ হবে যে আমি একটা বদ্ধ পাগল।
সেটা আর প্রমাণের দরকার আছে কি ?

হাঃ-হাঃ-হাঃ! এসব বলে রাগাতে পারবে না।
কিন্তু কথাটা তোমাকে মানতেই হবে। বরং প্রত্যক্ষ প্রমাণকে অবিশ্বাস করা যেতে পারে, কিন্তু —
কিন্তু ?

যুক্তিসঙ্গত অনুমান একেবারে অমোঘ। তার ভুল হবার জো নেই।

কিন্তু ওই বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে তুমি যে সব উদ্ভট অনুমান করলে, তা আমি বিশ্বাস করতে পারলুম না।
সে তোমার মনের দুর্বলতা, বিশ্বাস করবার ও ক্ষমতা চাই।
যা হোক, তোমার মত লোকের পক্ষে প্রত্যক্ষ প্রমাণই ভাল।

কাল শনিবার, বিকেলে কোন ও কাজ নেই।
কালই তোমার বিশ্বাস করিয়ে দেবো।
কী ভাবে ?

থামো। কেউ আসছে। হুঁ-। অপরিচিত ব্যক্তি - প্রৌঢ়

মোটাসোটা, নাদুস-নুদুস ও বলা যেতে পারে- হাতে লাঠি আছে - কে ইনি ?

!!
নিশ্চই আমাদের সাক্ষাৎ চান, কারন, তেতলায় আমরা ছাড়া আর কেউ থাকে না।

শ্রী ব্যোমকেশ বক্সী সত্যান্বেষী

ভেতরে আসুন। দরজা খোলা আছে।
কট্ - কট্

অজিত - ! অনুমান ! অনুমান !
ব্যোমকেশের বর্ণনার সাথে হুবহু মিল !

ডিটেকটিভ ব্যোমকেশবাবু কার নাম ?

বলুন ! আমারই নাম ব্যোমকেশ বক্সী, কিন্তু ঐ ডিটেকটিভ কথাটা আমি পছন্দ করি না। আমি সত্যান্বেষী।
যা হোক, আপনাকে বেশ বিপন্ন দেখছি।
আজ্ঞে !

একটু জিরিয়ে নিন। তারপর আপনার গ্রামোফোন পিনের রহস্য শুনবো।
!!

আ - আপনি জানলেন কি করে ?
অনুমান মাত্র। প্রথমত, আপনি প্রৌঢ়, দ্বিতীয়ত, আপনি সঙ্গতিপন্ন, তৃতীয়ত আপনি ভীষণ বিপদে পড়েছেন।
!?

এবং শেষ কথা - আমার সাহায্য নিতে চান। সুতরাং -
আপনার নাম শুনে এসেছিলাম। দেখছি ঠকিনি। গোড়াতেই যে আশ্চর্য ক্ষমতার পরিচয় দিলেন তাতে

ভরসা হচ্ছে আপনিই আমাকে উদ্ধার করতে পারবেন।
আমাকে সব খুলে বলুন।

এইখানে বলে রাখি - কিছুদিন হতে কলকাতা শহরে এক অদ্ভুত রহস্যময় ব্যাপার ঘটছিল। যাকে 'গ্রামোফোন পিন মিস্ট্রি' নাম দিয়ে শহরের সংবাদপত্র গুলো একেবারে হলস্থুল বাধিয়ে দিয়েছিল।
সংবাদপত্রের রোমাঞ্চকর বিবরণ পড়ে বাঙালী গৃহস্থের ঘর থেকে পথে বার হবার আগে গায়ে কাঁটা দিতে আরম্ভ করেছিল।

ব্যাপারটা এই -
মাস দেড়েক আগে সুকিয়া স্ট্রীটের জয়হরি সান্যাল সকালবেলা বেরিয়েছিলেন।
হরিদা কেমন আছেন?
এই চলছে ভাই।
রাস্তা পার হতে যেই ফুটপাথ থেকে নেমেছেন -
হঠাৎ

হঠাৎ
আঁ ক-ক-ক

কি হল দাদা ? কি হল ?
কি হল ? পড়ে গেলেন।
হঠাৎ মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন। কি হল দাদা ?

বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে ইনি মারা গেছেন !
কি হল দাদা ?

অ্যাঁ !
পুলিস ডাকো ! পুলিস !

পুলিস এসে পড়ল।
কিসে মারা গেছেন?
বুঝতে পারছি না।
কিসে মৃত্যু হল অনুসন্ধান করতে গিয়ে চোখে পড়ল
বুকের ওপর একফোঁটা রক্ত !
!?

পুলিস লাশ হাসপাতালে পাঠিয়ে দিল। সেখানে ডাক্তার এক অদ্ভুত রিপোর্ট দিলেন। মৃত্যুর কারণ হৃৎপিণ্ডের মধ্যে একটি গ্রামোফোন পিন বিঁধে আছে।
এর কয়েকদিন পর –

কলকাতার বিখ্যাত ব্যবসায়ী কৈলাসচন্দ্র মৌলিক –
প্যাঁ প্যাঁ
প্যাঁ
বিকালবেলা মোটরে চড়ে গড়ের মাঠের দিকে বেড়াতে গিয়েছিলেন।

রেড রোডের কাছে
বাঁদিকে রাখ।

গাড়িতেই থেকো কালী সিং। আমি একটু হেঁটে আসি।
জী সাব।
ক্রিং–!
ক্রিং!

একটু হাঁটাহাঁটি না করলে শরীরটা কেমন জড়িয়ে থাকে
ট্রিং-
ট্রিং-!
!
ট্রিং-!
ওঃ! কি জোরে চালাচ্ছে রে বাবা!

কাল একবার উকিলের বাড়ি যেতে হবে। ঝামেলাগুলোর একটা ব্যবস্থা করা দরকার।
অনেকটা এসেছি। এবার ফিরি।

এবার ফিরি।

আবার সাইকেল আসছে!

ট্রিং!
একটু সরে দাঁড়াই
!

!?
বাবু!
বাবু —!
কেয়া হুয়া?
বাবু!

পুলিস এসে পড়ল।
তুমি তখন কোথায় ছিলে?
ম্যায় গাড়ি কা অন্দর থা সাব।
একে নিয়ে চল।
!
কিঁউ?

যথারীতি লাস হাসপাতালে গেল। এবং আবার গ্রামোফোন পিন!
পুলিস কিছু না পেয়ে কৈলাস বাবুর সোফার বলী সিং কে গ্রেপ্তার করে বসল।
একে নিয়ে চল।
খবরের কাগজে খুব হৈ চৈ চলল।

আবার খুন! আজকের টাটকা খবর!
কলকাতার কথা! আবার গ্রামোফোন পিন!
দৈনিক কালকেতু! খুনের শহর!
!

পুলিস গলদঘর্ম হয়ে উঠল। কিন্তু অপরাধী ধরা পড়ল না।
পনের দিনের মাথায় আবার গ্রামোফোন পিন।
!?
এবার শিকার সুবর্ণবণিক কৃষ্ণদয়াল লাহা।
দেখলাম হঠাৎ উনি পড়ে গেলেন!
!?

স্যর, কিছু বলতে পারছে না কেউ।
বলবে তো এবার খবরের কাগজগুলো। আমাদের উদ্ধার করে ছাড়বে। ওফ্!
ব্যোমকেশকেও বেশ চিন্তিত মনে হতে লাগল।
কলিকাতার পথঘাট নিরাপদ নয়

নাঃ! চলো ফেরা যাক।
ব্যাপারটা তাকেও যে চমকে দিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই।
এরই মধ্যে আমরা দুজনে ঘটনাস্থল গুলো দেখে এসেছিলাম।
মাঝে মাঝেই দেখতাম ব্যোমকেশ তার নোটবুকে কি সব লিখছে, তবে কি সে কিছু বুঝতে পারছে?
?

আজ আমাদের অতিথির আগমনে সে বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল —
আমাকে সব খুলে বলুন।

দেখুন না। চোখের সামনে দিন-দুপুরে পাঁচ-পাঁচটা খুন হয়ে গেল, কিছু করতে পারল কি?
আমি ও তো প্রায় গিয়েছিলাম আর একটু হলেই! ওঃ-!
!
পুলিশের দ্বারা কিছু হবে না। তাদের কাছে আমি যাইনি।

আপনি বিচলিত হবেন না। পুলিসে না গিয়ে যে আমার কাছে এসেছেন, ভালই করেছেন।
আমার কাছে অ-দরকারি কিছু নেই।
এ ব্যাপারের কিনারা করা পুলিসের কর্ম নয়। আমাকে গোড়া থেকে সব খুলে বলুন। কোন ও কথা বাদ দেবেন না।
আমার নাম শ্রী আশুতোষ মিত্র। কাছেই নেবুতলায় থাকি।
আঠারো বছর বয়স থেকে সারা জীবন ব্যবসার জন্য ঘুরে ঘুরেই বেড়িয়েছি।
ছেলেপিলে নেন্ডি-গেন্ডি আমি ভালবাসি না, তাই বিয়ে থা করিনি। একলা থাকতে ভালবাসি।

প্রায় বছর দুই হল কাজকর্ম থেকে অবসর নিয়েছি।
সারা জীবনের উপার্জন বেশ কয়েক লাখ টাকা ব্যাঙ্কে জমা আছে।
তারই সুদে আমার বেশ চলে যায়। বাড়িখানা নিজের।
সামান্য গান-বাজনার শখ আছে, তাই নিয়ে বেশ নির্ঝঞ্ঝাটে দিন কেটে যাচ্ছিল।
অবশ্য পোষ্য কেউ আছে?

না। তেমন কেউ নেই শুধু একটা লক্ষ্মীছাড়া বখাটে ভাইপো আছে। সেই মাঝে মাঝে টাকার জন্য জ্বালাতন করতে আসত।
কিন্তু সে ছোঁড়া যেহেতু মাতাল আর জুয়াড়ী। ও রকম লোক আমি বরদাস্ত করতে পারি না। তাই তাকে আর ঢুকতে দিই না।
ভাইপোটি কোথায় থাকেন?
তারপর, বলে যান।
আপাতত শ্রীঘরে। রাস্তায় মাতলামি করে পুলিসের সাথে মারামারি করার জন্য দু মাস জেল হয়েছে।
হুঁ-।

বিনোদ – মানে আমার গুণধর ভাইপো, জেলে যাবার পর কদিন বেশ আরামে ছিলাম মশাই।
জেনেশুনে কোনদিন কারো অনিষ্ট করিনি,
সুতরাং আমার যে কোন শত্রু আছে এ কথাও ভাবতে পারি না।

কিন্তু কাল বিনামেঘে বজ্রাঘাত হল! এতদিন কাগজে পড়েছি কিন্তু ঠিক বিশ্বাস হত না। কাল আমার সে ভুল ভেঙে গেছে।

কাল সন্ধ্যেবেলা বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। রোজই যাই।

জোড়াসাঁকোর দিকে একটা গানবাজনার মজলিস আছে।

সেখানে সন্ধ্যেটা কাটিয়ে ন টা সাড়ে ন টার সময় বাড়ি ফিরে আসি। হেঁটেই যাতায়াত করি, এই বয়সে হাঁটলে শরীরটাও ভাল থাকে। কাল রাতে —

কাল রাতে আমি বাড়ি ফিরছি,

আমহার্স্ট স্ট্রীট আর হ্যারিসন রোডের চৌমাথায় —
ঘড়িতে ঠিক সওয়া নটা।

বুকে একটা বিষম ধাক্কা লাগল।
টক!

আমার বুক পকেটের ঘড়ির ওপর যেন প্রকাণ্ড একটা ঘুষি পড়ল। কোন রকমে সামলে ফুটপাথে উঠে পড়লাম।
!?

মাথাটা ঘুলিয়ে গেছিল। কি করে ধাক্কা লাগল বুঝতে পারলাম না।
ঘড়িটা বার করতে গিয়ে দেখি বার হচ্ছে না! কিসে আটকে যাচ্ছে!
!?

সাবধানে সেটাকে বার করে দেখলাম কাচ খানা গুঁড়ো হয়ে গেছে, আর —
আর ?

আর একটা গ্রামোফোন পিন সেটাকে যুঁড়ে মুখ বার করে আছে।
!?

এই দেখুন সেই ঘড়ি—!

হুঁ! নটা কুড়ি মিনিটে বন্ধ হয়ে গেছে।

বুঝলাম। তারপর?

ভাগ্যে পকেট ঘড়িটা ছিল। তাই তো প্রাণে বেঁচে গেলাম। নইলে এতক্ষণে হাসপাতালে মড়ার টেবিলে — উঃ!
তারপর, বলে যান।

এক রাতে আমার দশ বছর পরমায়ু কমে গেছে মশায়।

কোথায় পালাব, কী করে বাঁচব, সমস্ত রাত এই শুধু ভেবেছি।

শেষ রাতে আপনার কথা মনে পড়ল।
শুনেছিলাম আপনার আশ্চর্য ক্ষমতা, তাই ভোর হতেই ছুটে এসেছি।

কাল আপনার একটা মস্ত ফাঁড়া গেছে সত্যি,

কিন্তু আমার কথা শুনে চললে আর কোনও ভয় থাকবে না।
ব্যোমকেশবাবু, আমাকে রক্ষা করুন। আপনাকে আমি দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেব।

!
এ তো খুব ভাল কথা। গভর্নমেন্টের কুড়ি আর আপনার দশ, মোট তিরিশ হল, তাই না?

কিন্তু সে সব পরের কথা। এখন আমার কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিন।
বলুন।

কাল যখন আপনার বুকে ধাক্কা লাগল তখন আপনি কোনও শব্দ শুনেছিলেন?
শব্দ! কি রকম শব্দ বলুন তো?
না।
এই মনে করুন, মোটরের টায়ার ফাটার মত শব্দ।

আর অন্য রকম শব্দ?

আমি তো কিছুই মনে করতে পারছি না।

ভেবে দেখুন।
রাস্তায় গাড়ি ঘোড়ার যে শব্দ হয় তাই তো শুনেছিলুম। আর-

আর মনে হচ্ছে যেন যে সময় ধাক্কাটা লাগে, তখন —

তখন কী?

!
সেই সময় সাইকেলের ঘন্টির মত কিড়িং কিড়িং শব্দ শুনেছিলাম।

কোন ও অস্বাভাবিক শব্দ শোনেননি?
!
না!

আপনার এমন কোন ও শত্রু আছে যে আপনাকে খুন করতে পারে?
না। অন্তত আমি তা জানি না।

আপনি বিবাহ করেননি, সুতরাং ছেলেপুলে নেই। তাহলে বোধহয় আপনার ওয়ারিশ?
ইয়ে – এ : মানে, না।
উইল করেছেন?
হ্যাঁ।

কার নামে সম্প্রতি উইল করেছেন?
কী হল? বলুন?

আমাকে অন্য সব কথা জিজ্ঞাসা করুন, শুধু এই প্রশ্নটা করবেন না। ওটা আমার খুব প্রাইভেট –

আচ্ছা থাক, কিন্তু আপনার ভাবী ওয়ারিশ, তিনি যেই হোন –

আপনার উইলের কথা তিনি জানেন কি?
না। আমি আর আমার উকিল ছাড়া কেউ না।

আপনার ওয়ারিশের সঙ্গে আপনার দেখা হয়?

হয়।

আপনার ভাইপো – কতদিন জেলে গেছে?

তা প্রায় তিন হপ্তা হবে।
আজ তাহলে আপনি আসুন। আপনার ঠিকানা আর ঘড়িটা রেখে যান, যদি কিছু -
জানবার দরকার হয়, আপনাকে খবর দেব।
কিন্তু আমার সম্বন্ধে তো কোনও ব্যবস্থা করলেন না! ইতিমধ্যে যদি আবার —
আপনার সম্বন্ধে ব্যবস্থা এই যে, পারতপক্ষে বাড়ি থেকে বেরুবেন না।

বাড়িতে আমি একলা থাকি। যদি —
না, বাড়িতে আপনার কোনও ভয় নেই। সেখানে আপনি নিরাপদ।
ইচ্ছে হয়, একজন দারোয়ান রাখতে পারেন।
!?

বাড়ি থেকে একেবারেই বেরুতে পাব না?

একান্তই যদি রাস্তায় বেরুনো দরকার হয়, ফুটপাথ দিয়ে যাবেন। খবরদার রাস্তায় যেন নামবেন না।
!

রাস্তায় নামলে আপনার জীবনের দায় আমার নয়।

আশুবাবু চলে যাবার পর -
হ্যাঁ একদম তাই ভাবছিলাম।

গ্রামোফোন পিন ব্যাপারে একটা জিনিস নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ — সব হত্যাই রাস্তায় হয়েছে। ফুটপাথেও নয়। রাস্তার মাঝখানে। এর কারণ কী হতে পারে ভেবে দেখেছ?
কী কারণ?

এর দুটো কারণ হতে পারে।
?

প্রথমত, রাস্তায় খুন করলে ধরা পড়ার চান্স কম - যদিও আপাতদৃষ্টিতে সেটা অসম্ভব বলে মনে হয়।
দ্বিতীয়ত, এমন অস্ত্র দিয়ে খুন করা হয়েছে যাকে রাস্তা ছাড়া অন্য কোথাও ব্যবহার করা চলে না।
এমন কী অস্ত্র হতে পারে?
তা যখন জানতে পারব, গ্রামোফোন পিন রহস্য তখন আর রহস্য থাকবে না।
!

আচ্ছা, এমন কোনও বন্দুক বা পিস্তল যদি কেউ তৈরী করে, যা দিয়ে গ্রামোফোন পিন ছোঁড়া যায়?
বাঃ! বুদ্ধি খেলিয়েছ বটে, কিন্তু তাতে দু-একটা বাধাও আছে।

যে লোক বন্দুক-পিস্তল দিয়ে খুন করতে চায়, সে বেছে বেছে রাস্তার মাঝখানে খুন করবে কেন? সে তো নির্জন স্থানই খুঁজবে।

বন্দুক ছেড়ে দিলাম, পিস্তল ছুঁড়লেও যে আওয়াজ হয়, রাস্তার গোলমালে সে আওয়াজ ঢাকা পড়ে না।

তা ছাড়া বারুদের গন্ধ? কথায় আছে শব্দ ঢাকে, গন্ধ ঢাকে কীসে?
!
মনে কর, যদি এয়ারগান দিয়ে হয়?

হুঁ:! এয়ারগান ঘাড়ে খুন করতে যাওয়ার মধ্যে নূতনত্ব আছে বটে, কিন্তু সুবুদ্ধির পরিচয় নেই। --না হে না, অত সহজ নয়
!
এর মধ্যে ভাববার বিষয় হচ্ছে, অস্ত্র যাই হোক, ছোঁড়বার সময় তার একটা শব্দ হবেই, সে শব্দ ঢাকা পড়ে কিসে? কী করে?
?

তুমিই তো এখুনি বলছিলে শব্দ, শব্দ ঢাকে — !
হ্যাঁ:! ঠিক তো! ঠিক - ঠিক!

কী হল?
না:! কিছু না!
মধ্যেই একটা অদ্ভুত মিল আছে। যদিও তা হঠাৎ চোখে পড়ে না।

কি রকম?
প্রথমত দেখ, যাঁরা খুন হয়েছেন, তাঁরা সবাই যৌবনের সীমা অতিক্রম করেছিলেন। আশুবাবু - যিনি ঘাড়ের কল্যাণে বেঁচে গেছেন - তিনিও প্রৌঢ়।

দ্বিতীয় কথা, তাঁরা সকলেই কম-বেশি অর্থবান লোক। গরীব কেউ নয়।

তৃতীয় কথা, সকলেই পথের মাঝখানে হাজার লোকের সামনে খুন হয়েছেন এবং — শেষ কথা — এটাই সবচেয়ে প্রণিধানযোগ্য - সবাই অপুত্রক —!

তুমি তাহলে অনুমান কর যে —
অনুমান এখনও আমি কিছুই করিনি। এগুলো হচ্ছে আমার অনুমানের ভিত্তি। PREMISE

কিন্তু এই কটি PREMISE থেকে অপরাধীদের ধরা —
অপরাধীদের নয় অজিত, অপরাধী কে।
যতই কাগজে মার্ডারার্স গ্যাং বলুক, আসলে আছে একজন।

ইনিই এই নরমেধযজ্ঞের হোতা, ঋত্বিক এবং যজমান।
অ্যাঁ! বল কি?
হ্যাঁ বন্ধু।
এককথায় পরমব্রহ্মের মত ইনি, একমেবাদ্বিতীয়ম্।

এ কথা তুমি কী করে বলতে পার? কোনও প্রমাণ আছে?
প্রমাণ অনেক আছে। উপস্থিত একটা দিলেই যথেষ্ট হবে। শোনো-
এমন অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ করবার শক্তি পাঁচজন লোকের সমান মাত্রায় থাকতে পারে কি?

প্রত্যেকটি পিন অব্যর্থভাবে হৃৎপিণ্ডের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে - একটু এদিক ওদিক হয়নি! আশুবাবুর কথাই ধর-

বুকপকেটে ঘড়ি না থাকলে ঐ পিন কোথায় গিয়ে পৌঁছত বল তো? এমন টিপ কি পাঁচজনের হয়?

মহাভারত পড়েছ? দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর মনে আছে তো?
মনে আছে।

চক্রছিদ্র পথে মৎস্যচক্ষু বিদ্ধ করা? এও তাই।
?

ভেবে দেখ, অত যোদ্ধাদের মধ্যে

একমাত্র অর্জুনই তা পেরেছিল। অর্থাৎ —

অর্থাৎ ?
অর্থাৎ মহাভারতের যুগেও এমন অমোঘ নিশানা একজন বৈ দুজনের ছিল না।

আশুবাবুর ঘড়িটা নিয়ে চললে কোথায় ?
খাওয়া-দাওয়ার পর এটার তত্ত্ব আহরণ করা যাবে। আপাতত স্নানের বেলা হয়ে গেছে।
বসার ঘরের পাশে আরেকটি ঘর ছিল। সেটি ব্যোমকেশের নিজস্ব। সেই ঘরটি ব্যোমকেশের লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরি, মিউজিয়াম ও গ্রীনরুম।

বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ ব্যোমকেশ বেরিয়েছিল। সন্ধ্যের মুখে ফিরে এল।
আমাকেও সে সবসময় সেই ঘরে ঢুকতে দিত না। আশুবাবুর ঘড়িটি নিয়ে ব্যোমকেশ সেই ঘরে ঢুকে পড়ল।
চা খেয়েছ ?
ওই কাজটি তোমাকে ছাড়া করি কোনও দিন ?
পুঁটিরাম ! চা দাও।

এই যে দাদাবাবু। চা-জলখাবার সব তৈরী আছে।

জলযোগের পর।
আশুবাবু কে তোমার কেমন মনে হয়?

কেন? আমার তো বেশ ভাল লোক বলেই মনে হয় — নিরীহ ভালমানুষ গোছের —
আর নৈতিক চরিত্র?

মাতাল ভাইপোর ওপর যে রকম চটা, তাতে তো চরিত্র ভাল বলেই —
তাছাড়া বিয়ে করেননি, যৌবনে যদি কিছু করেও থাকেন অন্য কথা, এখন সে সবের বয়স নেই।
বয়স না থাকতে পারে, কিন্তু একটি স্ত্রীলোক আছে।
তাই নাকি?

তাই নাকি?
হুঁ। জোড়াসাঁকোর যে গানের মজলিশে আশুবাবু নিত্য গানবাজনা করে থাকেন সেটি ঐ স্ত্রীলোকের বাড়ি।
বাড়ির ভাড়া আশুবাবুই দেন। এবং ঐ দুজন প্রাণী ব্যতীত সে মজলিশে আর কারও প্রবেশাধিকার নেই।
!?

বল কি হে! বুড়োর প্রাণে তো রস আছে দেখছি।
শুধু তাই নয়। গত বারো তের বছর ধরে আশুবাবু এই নাগরিকাটির ভরণ-পোষণ করে আসছেন।

আশুবাবু ছাড়া অন্য কোনও সঙ্গীত-পিপাসুর সেখানে প্রবেশাধিকার নেই। দরজায় কড়া পাহারা।

সঙ্গীত পিপাসু সেজে ঢোকার মতলব করেছিলে বুঝি? দর্শন পেলে? তা কিরকম দেখতে?
এক ঝলক দেখা পেয়েছিলাম। কিন্তু রূপবর্ণনা করে —
তোমার মত কুমার-ব্রহ্মচারীর চিত্তচাঞ্চল্য ঘটাতে চাই না। এক কথায়, অপূর্ব রূপসী।

বয়স ছাব্বিশ, সাতাশ, কিন্তু দেখে মনে হয়, বড়জোর উনিশ-কুড়ি। আশুবাবুর রুচির প্রশংসা না করে থাকা যায় না।
তা তো দেখতেই পাচ্ছি কিন্তু তুমি —
হঠাৎ আশুবাবুর গুপ্ত জীবন সম্বন্ধে এত কৌতুহলী হয়ে উঠলে কেন?
অপরিমিত কৌতুহল, আমার একটা দুর্বলতা। আর তা ছাড়া --

আশুবাবুর উইলের ওয়ারিশ সম্বন্ধে মনে একটা খট্‌কা লেগেছিল -
?

ইনিই তাহলে সেই উত্তরাধিকারিণী ?
সেই রকমই অনুমান হচ্ছে।

পঁয়ত্রিশ - ছত্রিশ।
!?

হঠাৎ এসে দারোয়ানের হাতে একখানা চিঠি গুঁজে দিয়ে দ্রুতবেগে চলে গেলেন।
ও কথা থাক। বিষয়টা মুখরোচক, কিন্তু লাভজনক নয়।
অবান্তর আলোচনায় মন আসল পথ থেকে সরে যায়। আশুবাবুর জীবনের গোপন ইতিহাসের থেকে তার বর্তমান বিপদ ও সমস্যা বেশি বড়।

ঘড়িটা থেকে কিছু পেলে ?

তিনটি তথ্য। এক - গ্রামোফোন পিনটি সাবিরন এডিসন মার্কা,

দুই - তার ওজন দু'রতি, তিন - আশুবাবুর ঘড়িটি একেবারে গেছে। আর - সারানো যাবে না।
তার মানে, দরকারী তথ্য কিছুই পাওনি।

তা বলতে পারি না। সেটা বুঝতে পেরেছি যে পিন ছোঁড়ার সময় হত্যাকারী আর হত ব্যক্তির মধ্যে দূরত্ব সাত-আট গজের বেশি ছিল না।
তার মানে?

গ্রামোফোন পিন এতই হালকা যে এর বেশি দূর থেকে ছুঁড়লে লক্ষ্য স্থির থাকবে না।

!?

সাত-আট গজ দূর থেকে মেরেছে, তবু কেউ ধরতে পারল না?

সেইটাই হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রধান প্রহেলিকা। কী করে সে এমনভাবে আত্মগোপন করলে?

আচ্ছা, এমন তো হতে পারে যে, হত্যাকারী পকেটের ভিতর এমন একটা যন্ত্র নিয়ে বেড়ায় - যা থেকে পিন ছোঁড়া যায়!

তারপর শিকারের সামনে এসে পকেট থেকেই ফায়ার করে। পকেটে হাত দিয়ে অনেকেই রাস্তায় চলে, সুতরাং —
সে যদি হত, তাহলে ফুটপাথের ওপরেই তো কাজ সারতে পারত।

রাস্তায় নামতে হয় কেন?
তাছাড়া তেমন কোন ও যন্ত্র আছে বলে আমার জানা নেই।

যা নিঃশব্দে ছোঁড়া যায়, অথচ তার গুলি একটা মানুষের হৃদপিণ্ডে গিয়ে পৌঁছতে পারে।

তাতে কতখানি শক্তির দরকার ভেবে দেখেছ? বুঝতে পারছি এর একটা সহজ সমাধান হাতের কাছেই রয়েছে।

কিন্তু, ধরতে পারছি না।
!

রাতে আর কোনও কথা হল না। পরদিন খুব সকালে —
বেরোচ্ছ না কি?
হুম!

হা—ঃ!
যাও - তুমি শুয়ে পড়ো।

ফিরল ঘন্টাতিনেক পর।
সাতসকালে উঠে কোথায় গিয়েছিলে?
উকিলের বাড়ি।
সমস্ত দুপুর দরজা বন্ধ করে কাজ করল। কার সঙ্গে একবার ফোনে কথা বলল।
সাড়ে চারটের সময়।
এর বেশি কিছু বলবে না। ঘাঁটিয়ে লাভ নেই।
ওহে, কাল কী ঠিক হয়েছিল, ভুলে গেলে?

ভুলে গেলে? পথের কাঁটার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেবার সময় যে হয়ে এল।
এই রে! একদম ভুলে গেছিলাম।

এস, এস, তোমাকে একটু সাজিয়ে দিই। এমনি গেলে তো চলবে না।
কেন? চলবে না কেন?

!
অজিত বন্দ্যো যে ব্যোমকেশ বক্সীর বন্ধু, এ খবর অনেক মহাত্মাই জানেন কিনা,
তাই একটু মত কর্তা আর কি!

মিনিট পনের পর।
!

কী সর্বনাশ! এ যে অন্য লোক!

এই বেশে রাস্তায় বেরুতে হবে! যদি পুলিসে ধরে?
মা ভৈঃ!
পুলিসের বাবার সাধ্যি নেই তোমাকে চেনে। বিশ্বাস না হয় নীচের তলায় কোন ও চেনা লোক কে জিজ্ঞাসা কর – অজিতবাবু কোথায় থাকেন? কি হয় দেখ!

না না, তার দরকার নেই, আমি এমনই যাচ্ছি।
কি করতে হবে, তোমার তো জানাই আছে – শুধু ফেরবার সময় একটু সাবধানে এস, পেছু নিতে পারে।
ও বাবা! সেরকম সম্ভাবনা ও আছে না কি?
অসম্ভব নয়।
আমি বাড়িতেই রইলুম, যত শীগ্‌গির পার, ফিরে এস।
!

পাঁচটা বেজে গিয়েছিল।
প্যাঁপ - প্যাঁপ - !
এসপ্ল্যানেডে নেমে বেড়াতে বেড়াতে ঠিক সঙ্কেতস্থানে পৌছলাম।
কতক্ষণ দাঁড়াতে হবে কে জানে। লোকের ধাক্কা খেতে খেতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে গেল।
ওঃ!
চা - না -! বাদাম ভোলে - এ!

হোয়াইট ওয়ে লেডল –
ওঃ! কি সুন্দর সব বিলাতি জিনিসে সাজানো!

এমন ভাবে চেয়ে আছি দেখলে কেউ আবার চোর না ভাবে!

কিন্তু – আর কতক্ষণ?
হুম! ঘড়িতে পাঁচটা পঞ্চাশ। আর কোনওরকমে দশটা মিনিট –।
পকেটটা একবার দেখি তো - যদি - ?
নাঃ! ফাঁকা!

দু - পকেটেই কিছু আসেনি!
যাক্! ব্যোমকেশেরও ভুল হয় তাহলে! এইবার ফিরে বেশ খোঁচা দেওয়া যাবে।

ভাবতে ভাবতে ফিরে চললাম।

ট্রাম ডিপোতে এসে পৌঁছলাম।

ছবি লিবেন, বাবু?
অ্যাঁ!

ছবি লিবেন, বাবু?

ছবি!?

ইস্‌স্‌! কী কুৎসিত ছবি!

না, না, এসব চাই না।
আরে—! কোথায় চলে গেল?

খুক্! খুক্!
ঐ বুড়ো ফিরিঙ্গি টা যেন হাসল মনে হল।

!
চিঠি তো পেয়ে গেছ, এবার বাড়ি যাও। একটু ঘুরে যেও।

প্রথমে ট্রামে বৌবাজারের মোড়, সেখান থেকে বাসে হাওড়া,
হাওড়া থেকে ট্যাক্সি ধরে বাড়ি।

আমি আসছি।
ব্যোমকেশ! এখানেও? কিন্তু? নাঃ।

সমস্ত শহর ঘুরে বাড়ি ফিরলাম
সাহেব কখন এলে?
মিনিট কুড়ি।

আমার পিছু নিয়েছিলে কেন?
যে কারণে নিয়েছিলুম তা সফল হল না। তুমি যখন ল্যাম্পপোস্ট ধরে দাঁড়িয়েছিলে,
আমি তখন লেড্‌লর দোকানের ভেতর থেকে লক্ষ রাখছিলুম।

তুমি যে রকম ছটফট করছিলে আর বারবার পকেটে হাত দিচ্ছিলে তাতে সন্দেহ হবারই কথা। তাই
পথের কাঁটার ব্যাপারী তখন চিঠিখানা দিল না। তারপর তুমি ফিরে চললে, আমার দু-তিন মিনিট দেরি হয়েছিল – ব্যস।
তারি মধ্যে লোকটা কাজ হাসিল করে বেরিয়ে গেল।
আমি যখন পৌঁছলাম, তুমি খাম হাতে করে - হয়ের মত দাঁড়িয়ে আছ।
!
লোকটাকে ভাল করে দেখেছিলে? কিছু মনে আছে?

না। শুধু মনে হচ্ছে তার নাকের পাশে একটা আঁচিল ছিল।

সেটা নকল। তোমার গোঁফ দাড়ির মত। যাক! খামটা দাও।
!?

তুমি মুখ ধুয়ে এস।

আমি চিঠি টা দেখি, তুমি যাও, দাড়ি-গোঁফ ধুয়ে এস গে।
!?

কি আবার জোড়া লাগল?
আঃ - হা! জোড়া লেগে গেছে!

হাওড়ার ব্রিজ কখনও খোলা অবস্থায় দেখেছ?
দুদিক থেকে পথ এসেছে, মাঝে একটুখানি ফাঁক! আমার মনের অবস্থা ছিল তাই -

আজ সেই ফাঁকটুকু জোড়া লেগে গেছে।

কি করে জোড়া লাগল শুনি ?
তুমিই পড়ে দেখ।

!!
আপনার পথের কাঁটা কে ? তার নাম ও ঠিকানা কি ? সব লিখুন। নিজের নাম লিখবেন না।

চিঠি খামে ভরে আগামী রবিবার রাত বারোটায় খিদিরপুর রেসকোর্সের পাশের রাস্তা ধরে

পশ্চিম দিকে যাবেন। একজন সাইকেল চড়ে আপনার সামনে আসবে। চোখে মোটর-গগল্ থাকবে।
চিঠি তার দিকে বাড়িয়ে দেবেন। তারপর ঠিক সময়ে সংবাদ পাবেন। হেঁটে একা আসবেন। সঙ্গী থাকলে দেখা পাবেন না।
!

কী ব্যাপার ? আমি তো এমন কিছু দেখছি না !
হায় অন্ধ ! অতবড় জিনিসটা দেখতে পেলে না ?

খট্ - খট্ খট্ - খট্
থামো ! কেউ আসছে !
!?

আশুবাবু !

এসব কথা ওঁকে বলার দরকার নেই।
অ্যা ! ও আচ্ছা !

আসুন।
একটা দুঃসংবাদ আছে। আমার উকিল বিলাস মল্লিক পালিয়েছে।
!

জানতুম। সেই সঙ্গে আপনার জোড়াসাঁকোর বান্ধবীটি ও গেছেন, তাই তো?
!
আপনি — আপনি সব জানেন?
সব। কাল আমি সেখানে গিয়েছিলুম। মল্লিককে ও দেখেছি।

আপনি দুঃখ পাবেন না। অসৎ স্ত্রীলোক এবং কপট বন্ধুর ষড়যন্ত্র থেকে আপনি মুক্তি পেলেন।
এখন আপনি নির্ভয়ে রাস্তার মাঝখান দিয়ে হেঁটে যেতে পারবেন।
তার মানে?

তার মানে, আপনি যা সন্দেহ করছেন অথচ বিশ্বাস করতে পারছেন না, সেটাই ঠিক।
?
আপনার উকিল আর বান্ধবী মিলে আপনাকে খুন করবার প্ল্যান করেছিল।
তবে নিজের হাতে নয়। এই কলকাতা শহরেই এমন একজন লোক আছে - যাকে কেউ চেনে না, দেখেনি।
অথচ তার অস্ত্র পাঁচ-পাঁচজন মানুষকে নিঃশব্দে শেষ করে দিল।
আপনাকেও তাই দিত। শুধু পরমায়ু ছিল বলে আপনি বেঁচে গেলেন।
ওফ্!

আটত্রিশ বছর কোন পদস্খলন হয়নি - সেও ঘরে তপোবন দেখতে গিয়ে ওকে প্রথম দেখি - ।
দেখেই কি যে হল, ওকে বিয়ে করবার জন্য পাগল হয়ে উঠলাম।
পরে জানলাম - ও বেশ্যার মেয়ে। বিয়ে হল না, কিন্তু ছাড়তেও পারলাম না। নিয়ে এলাম কলকাতায়।
সেই থেকে এই বারো তেরো বছর ওকে স্ত্রীর মতই দেখে এসেছি।
সব সম্পত্তি লিখে দিয়েছিলুম। কোনদিন সন্দেহ করিনি - !

ভাবতাম সেও আমাকে স্বামীর মত ভালবাসে। কিন্তু - !
পাপের রক্তে যার জন্ম, সে কখনও সাধ্বী হতে পারে না।
ওরা কোথায় গেছে আপনি জানেন কি?
না। আর জেনেও কোনও লাভ নেই। ওরা যে পথে যাচ্ছে আপনি সে পথে যেতে পারবেন না।

সমাজ হয়তো আপনার নিন্দে করবে কিন্তু আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি। মনের দিক থেকে আপনি খাঁটি,
!
কাদা ঘেঁটেও আপনি নির্মল থাকতে পেরেছেন, এটাই সবচেয়ে বড় কথা।

!
ব্যোমকেশবাবু, আপনি আমার চেয়ে অনেক ছোট, কিন্তু আজ যে সান্ত্বনা আপনার কাছে পেলাম তা আমি কোথাও প্রত্যাশা করিনি। আর কি বলব -

চিরদিনের জন্য আপনার কাছে ঋণী হয়ে রইলাম।

ভদ্রলোক খুব আঘাত পেয়েছেন।
এরকম বিশ্বাসঘাতকতায় কে না পায় বলো? কিন্তু এটাই ওনার পক্ষে সবদিক থেকে ভাল হল অজিত।
রাতে শোবার আগে
ঐ বিলাস উকিল আর স্ত্রীলোকটি মিলে যে আশুবাবুকে মারার চেষ্টা করছিল একথা তুমি কখন জানলে?
কাল বিকেলে।

তবে পালাবার আগে ধরলে না কেন?
ধরলে কোনও লাভ হত না। তাদের অপরাধ কোনও আদালতে প্রমাণ হত না।
কিন্তু তাদের কাছ থেকে আসল হত্যাকারীর সন্ধান তো পাওয়া যেত।
তা যদি সম্ভব হত, তাহলে আমি নিজে তাদের তাড়াবার চেষ্টা করতুম না।
তুমি তাদের তাড়িয়েছ?!
হ্যাঁ।

হ্যাঁ।
আশুবাবু বেঁচে যাওয়াতে তারা এমনিতেই উড়ু উড়ু করছিল। আমি আজ সকালে বিলাস উকিলের বাড়ি গিয়ে বুঝিয়ে দিলাম যে আমি অনেক কথাই জানি।
বিলাস বুদ্ধিমান, সন্ধ্যের গাড়িতেই মালপত্র সমেত হাওয়া।

কিন্তু ওদের তাড়িয়ে তোমার লাভ কি হল?
একটু দুষ্টের দমন করা গেল। খালি হাতে যাবার লোক সে নয়। মক্কেলের টাকা পয়সা যা তার কাছে ছিল সমস্তই নিয়েছিলেন —

বর্ধমান পুলিস কে খবর দেওয়াই ছিল। এতক্ষণে সে হাজতে। তার দু-বছর সাজা কেউ ঠেকাতে পারবে না।
যদিও তার পক্ষে এ সাজা যথেষ্ট নয়। কিন্তু উপস্থিত এর বেশি যখন দেওয়া যাচ্ছে না —।
মন্দ কী?
!

এই। আর একটা কথা।
আর কথা নয়। ঘুমোও।
ঘুঃ ঘুঃ

পরদিন সকালে
খট্-খট্-খট্-
কে? ভেতরে আসুন।
কিছু মনে করবেন না। সকালবেলাই বিরক্ত করতে এলাম। আমার নাম প্রফুল্ল রায়। জীবনবীমার এজেন্ট।
!?

ও-। আমাদের জীবনবীমা করবার মতো পয়সা নেই। (সু-প্)
হাঃ. হাঃ! হাঃ! হাঃ!
না না। ভয় নেই। বীমা করাতে আমি আসিনি। আমি
ব্যোমকেশবাবুর কাছে একটু প্রাইভেট পরামর্শ নিতে এসেছি।

আপনি তো বিখ্যাত ডিটেকটিভ। যদি আপত্তি না থাকে —

পরামর্শ নিতে হলে অগ্রিম কিছু দর্শনী দিতে হয়।
ও - হ্যাঁ, নিশ্চই!

আমার কথা অবশ্য গোপনীয় কিছু নয়। তবু —
!

আমি তাহলে বরং পাশের ঘরে গিয়ে —
না! অজিত আমার সহকারী এবং বন্ধু, যা বলবেন, ওঁর সামনেই বলুন।
ওঃ হো! সহকারী! আপনি ভাগ্যবান লোক মশায়।

আপনার জীবনের একটা মুহূর্তও বোধ হয় dull নয়!
এতবড় একজন ডিটেকটিভের সঙ্গে থাকা! আহা:! আমি যদি পারতাম!

আপনার পরামর্শের কথাটা এবার বললে সব দিক দিয়েই সুবিধে হয়।
ও! এই যে বলি।

আমার এক আপদ জুটেছে বুঝলেন। আমার বড় বড় খদ্দের, ভাল ভাল লাইফ সে দুর্নাম করে ভাঙিয়ে নিচ্ছে।

আমি যেখানে যাই সেখানেই সে গিয়ে হাজির হয়। এখন কোম্পানী থেকে তাগাদা আসতে শুরু করেছে।

কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না কি করে তার হাত থেকে ব্যবসা বাঁচাব। হঠাৎ সেদিন কাগজে -
!
এই বিজ্ঞাপনটা চোখে পড়ল। আপনারা মনে হয় দেখেন নি।
এই -। এই যে, দেখুন।
পড়েই প্রাণটা লাফিয়ে উঠল। পথের কাঁটা তো বটেই -!
হুম্। সেই পথের কাঁটার বিজ্ঞাপনের কাটিং।
পড়লেন তো? বেশ মজার নয়? যা হোক, আমি
গত শনিবারের আগের শনিবার বদমতলায় কেষ্টঠাকুর হয়ে ল্যাম্পপোস্ট ধরে গিয়ে দাঁড়ালাম। কিন্তু কোথায় কি? তারপর -
যখন ডিস্‌গাস্‌টেড হয়ে ফিরে আসছি, হঠাৎ দেখি পকেটে একখানা চিঠি!
এই দেখুন, সেই চিঠি।
!
ঠিক আমাদের চিঠির মতই। শুধু তারিখ আলাদা।
আমার ভেতরটা আতঙ্কে কেঁপে উঠল মশায়। আমি মিস্ট্রি ভালবাসি, কিন্তু এ যেন অন্যরকম। একটা ভয়ঙ্কর কিছু!

লোকটা কে, কিরকম কিছুই জানি না।
অথচ –
রাত দুপুরে একটা নির্জন রাস্তা দিয়ে একলা যেতে বলছে!
ভয়ঙ্কর সন্দেহের কথা নয় কি? আপনিই বলুন তো অজিতবাবু? কি মনে হয়?
?
হুম্। সেই–

উনি কী মনে করেন সে কথা ছেড়ে দিন। আপনি কী পরামর্শ চান তাই বলুন।

সেই কথাই বলছি। এ রকম অবস্থায় অত রাতে আমার যাওয়া ঠিক হবে কি?

হাতে আর মাত্র একটা দিন বাকি। আমি কিছু ভেবে উঠতে না পেরে আপনার কাছে এলাম।

দেখুন, এ বিষয়ে আমি আপনাকে এখনি কিছু বলতে পারছি না। আপনি কাল সকালে আসুন।

কাল সকালে? কিন্তু কাল সকালে তো আসতে পারব না। আজ রাতে হয় না?
ধরুন, আটটা কি নটার সময় যদি আমি আসি?
না, আজ রাতে আমার একটা আপনি ব্যস্ত হবেন না। কাল বিকাল বেলায় এলেও হাতে অনেকটাই সময় পাবেন আপনি।
বেশ, তাই আসব। একটা পান খাবেন নাকি? ভাল পান।
না। ধন্যবাদ!

আপনারা পান খান না! আমার আবার ওটি ছাড়া একদম চলে না।
হুম!

আচ্ছা, বলছিলাম যে এ বিষয়ে পুলিসে খবর দিলে কেমন হয়? তারা যদি তদন্ত করে লোকটাকে বার করতে পারে!

কি? পুলিস?
পুলিসের সাহায্য যদি নেন, তবে আমার সাহায্য পাবেন না!

!
নিয়ে যান আপনার টাকা।

আমি পুলিসের সাথে কাজ করি না, করবো না।
!?
না, না, ঠিক আছে, আমি শুধু মতামত - আচ্ছা, আমি তাহলে কাল আসব —!

আচ্ছা, এলাম।

আমি আমার ঘরে গেলাম।
!
কেউ যেন আমাকে এখন না ডাকে। বিরক্ত না করে। এখুনি কয়েকটা ফোন করতে হবে।

রাতে খাওয়ার পর।
প্রফুল্ল সম্বন্ধে কিছু ভাবলে নাকি?
উঁ? ও - প্রফুল্ল রায়? যিনি সকালে এসেছিলেন? না, এখনও কিছু ভাবিনি।

এমন সময় —
ঢং

ওঠ বীরজায়া বাঁধ কুন্তল - এবার সাজসজ্জা আরম্ভ করা যাক।

হুম! খুব চটে গেছে প্রফুল্লর ওপর।
দড়াম
মাঝে মাঝে ব্যোমকেশের মেজাজ এমন হয়ে ওঠে তখন কথা বলাই দায়। যাক্। আমি বরং কাগজ খানাই পড়ি।
নমস্কার। আমি সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সী - চিনতে পেরেছেন? হ্যাঁ - হ্যাঁ -! একটা - - - না, না - - নাম হল -
ফোনে কথা বলছে, বেশ উত্তেজিত মনে হচ্ছে।

এক ঘন্টা পর।
কাল এসপ্ল্যানেড থেকে ফেরার সময় একজন তোমার পিছু নিয়েছিল।

অ্যাঁ! নিয়েছিল নাকি? কই - আমি তো —
বুঝতে পারো নি। আমি শুধু ভাবছি

লোকটার কী অসীম দুঃসাহস!
পিছু নেবার মধ্যে এত দুঃসাহসের কী আছে রে বাবা!?

নইলে আবার অভিসারিকাদের কাছে যেতে অনেক দেরি হয়ে যাবে।
অ্যাঁ, সে আবার কি?

বা: পথের কাঁটার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে হবে, মনে নেই?
মাফ কর, এই রাতে একলা আমি সেখানে যেতে পারব না। যেতে হয়, তুমি যাও।

আমি তো যাবই, তোমারও যাওয়া চাই।

কিন্তু চিঠিতে যে মাত্র একজনকে যেতে বলেছে?

তার ব্যবস্থা আমি করেছি।
!?

এ ঘরে এসো। সময় হাতে কম।
!

দু টো প্লেট কেন? কী হবে এ দিয়ে!
সময়ে সব বুঝবে। আগে তোমাকে তৈরী করে দিই। এসো।

একটু পরেই
ব্যস! তুমি তৈরী। এবার এটা পরে নাও।
সাহেবি পোশাক!

তোমার ঐ জুতো চলবে না। এই রবার সোল পায়ে পরে নাও।
কিন্তু এত সব কেন বলো তো?
বুঝবে। আরে, আসল কাজটাই তো বাকি!

আর শুধু একটি পোশাক পরা বাকি।
প্লেট আর ন্যাকড়ার থলি!

সাবধান! খসে না যায়।
আরে! বুকে প্লেট বাঁধছো কেন? এসব কি হচ্ছে?

অভিসারে যাবে, কঞ্চুকী না পরলে চলবে কেন? ভয় নেই, আমিও পরছি।

ওয়েস্ট কোটের বোতাম লাগিয়ে দিলেই ঠিকঠাক থাকবে।
কিন্তু একজনের বেশি গেলে সে আসবে কি?

একজন কেই সে দেখবে। আয়নার পাঁচ-ছ হাত দূরে গিয়ে দাঁড়াও।
অ্যাঁ! আ-আচ্ছা।

আয়নায় আমাকে দেখতে পাচ্ছ?
না!

এবার বুঝেছ ? আমি তোমার ঠিক পিছনেই থাকবো।
কিন্তু যে সামনে থেকে আসবে সে শুধু তোমাকেই দেখতে পাবে।
ও ! তাই এই কালো পোশাক আর এই জুতো ?
এই তো। ঠিক বুঝেছ। এবার চলো।
আবার কি ?
শুধু দু একটা টুকিটাকি জিনিস নেবার আছে, আরে— !
চিঠি নিয়েছ ? কী সর্বনাশ, নাও, নাও।
!

একটা সাদা খামে ভরে নাও।
এবার চলো।
শিয়ালদহের মোড়ের ওপর
ট্যাক্সি—!

খিদিরপুর।
জী সাব !

খিদিরপুরের মোড়ে—

প্যাঁ- প্যাঁ- প- প- !

ব্যোমকেশ ছায়ার মত আমার পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেল।
যা যা বলেছি মনে আছে তো?
আছে।

মাত্র ছ'ইঞ্চি পেছনে সে আছে, তবু মনে হচ্ছে আমি একা!

এমন সময় কোথাও
টং-টং-টং-টং-

টং- টং-টং-টং
বারোটা!
এইবার চিঠিখানা হাতে নাও।

টং -টং -টং-টং-
অ্যাঁ!! ও আচ্ছা। তুমি যে আছ ভুলেই গেছিলাম।

হঠাৎ দূরে –
আসছে — তৈরি থাকো।
একটা আলো!

কড়াং-কড়াং-

কড়াং-কড়াং-

ফ্যাক্
ও-ও-ফ্!
!?
অজিত!

!!

আহহহহ!
দাম
ধড়াস্!

প্লেটটা টুকরো হয়ে গেছে!

আহ্হহ্!

!?

অজিত, ঠিক আছো?
হ্যাঁ!
আমার পকেটে সিল্কের দড়ি আছে।
এর হাত দুটো ভাল করে বাঁধো। খুব জোরে।

ব্যস্ হয়েছে। ভদ্রলোককে চিনতে পারছ?
!?

চিনতে পারছ?
আমাদের সকালবেলার বন্ধু, প্রফুল্ল রায়!
!
আঃ!
আরও ঘনিষ্ঠ পরিচয় যদি চাও, ইনিই গ্রামোফোন পিন রহস্যের মেঘনাদ!
ব্যোমকেশবাবু, এবার আমার বুকের ওপর থেকে নামতে পারেন, পালাব না।

অজিত, এর পকেটগুলো ভাল করে দেখে নাও তো। অস্ত্রশস্ত্র আছে কি না।

নাঃ! শুধু এই পানের ডিবেটা।

গোটা চারেক পান আছে দেখছি।

ব্যোমকেশবাবু! আপনি আমার থেকে অনেক বেশি বুদ্ধিমান। আমি আপনার বুদ্ধি কে ছোট করে দেখেছিলাম, কিন্তু আপনি তা করেননি। তাই জিতে গেলেন।
শত্রুকে ছোট ভাবতে নেই, এ কথা ভুলে গিয়েছিলাম।
অজিত। ওর ওপর নজর রেখ।
পিঁ-ই-ই-ই-ই-প্‌

সাবধান অজিত!
?!
!
সাইকেলের ঘন্টিতে হাত দিও না! ওটা সাংঘাতিক জিনিস।
অসাধারন! আপনি সবই জানেন দেখছি! তাই আপনাকেই ভয় ছিল। ভেবেছিলাম আপনি একা আসবেন –
কিন্তু –! আঃ! গলাটা শুকিয়ে গেছে। একটু – জল দেবেন?
এখানে জল নেই। থানায় গিয়ে খাবেন।
ওঃ! হ্যাঁ, তাই তো। এখানে জল কোথায়?

গলাটা কাঠ হয়ে গেছে। জল না হোক, যদি ওখান থেকে দু-একটা পান দিতেন তাহলে ও তৃষ্ণাটা কমত।
?
অজিত। ওর মুখে দুটো পান দিয়ে দাও তো।
হ্যাঁ, দিচ্ছি।

এই নিন, পান –।

আমরা পান খাই না।
ধন্যবাদ। অন্য পান দুটো আপনারা খেতে পারেন।
এমন সময় দূরে
ফট্ - ফট্ - ফট্ - ফট্ -
অবশ্যই দেব।
!!
ওই পুলিস আসছে...। আমাকে তাহলে পুলিসে দেবেনই, ছাড়বেন না?

ব্যোমকেশবাবু, বুদ্ধিমান লোকেরও ভুল হয়। আপনি -
আ - আমাকে - ইক্‌ক্ -! পুলিসে দিতে পা - র - বে - ন - না -! আ - আ - ক্ - ক্!

পান-টা - খে-লে ভাল কর-তেন। একসঙ্গে যাওয়া যে - ত। ইক্ -!

WHAT'S UP? DEAD?
ক্রা-চ্ - -
আ - হাঃ! এ যে খোদ ক-র্তা! টু - লেট - সাহে - ব। আমায় - ধরতে - পারলে - না -।

ব্যোমকেশবাবু, আ-প-না-র মত লোককে ফেলে যেতে স-ত্যি ই কষ্ট হচ্ছে।
!?

হাতকড়ার দরকার নেই। আসামী পালিয়েছে।

পরের দিন সকালে
কী অদ্ভুত লোকটার মাথা! এরকম একটা যন্ত্র যে তৈরি করা যায়, তা এর আগে কেরুর মাথায় আসেনি। এই যে দেখানো স্প্রিং, এটি হচ্ছে এই বন্দুকের বারুদ, — কি দারুন শক্তি এর!

এই ছোট্ট ফুটোটি হচ্ছে এর নল, যে পথ দিয়ে গুলি বেরোয়। আর এই ঘোড়া টিপলে দু'কাজ একসঙ্গে হয়, ঘন্টিও বাজে, গুলিও বেরিয়ে যায়।
ঘন্টি
স্প্রিং
পিস্টন
গুলি
ঘোড়া
পিন
ফুটো
নল
আচ্ছা, পথের কাঁটা আর গ্রামোফোন পিন যে একই লোক তা বুঝলে কী করে?
!?
প্রথমটা পারিনি। পরে আমার অজান্তে ও দুটো এক হয়ে মিলে গেল।

পথের কাঁটা খুব পরিষ্কার ভাবেই বলছে তোমার সুখের পথে কোনও কাঁটা থাকলে তা সে সরিয়ে দেবে —
!
অবশ্য কাঞ্চন বিনিময়ে। বিজ্ঞাপনে টাকার উল্লেখ না থাকলেও এটা যে তার ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো নয়, তা বোঝা যায়।
তারপর দেখ, যাঁরা খুন হয়েছেন, তাঁরা সকলেই কারো না কারো সুখের পথে কাঁটা হয়ে বেঁচেছিলেন।
?

মৃত ব্যক্তিরা সকলেই অপুত্রক ছিলেন। তাঁদের উত্তরাধিকারী ভাগ্নে, ভাইপো, কোনও ক্ষেত্রে বা জামাই।
আশুবাবু এবং তাঁর রক্ষিতার ঘটনা থেকে এই উত্তরাধিকারীদের মনোভাব বোঝা যায় না কি?
তবেই দেখ, পথের কাঁটা আর গ্রামোফোন পিন আসলে ভাঙা পাথরবাটির দুটো অংশ। আর একটা জিনিস, একটার নামের সঙ্গে অন্যটার কাজের সাদৃশ্য।
একদিকে পথের কাঁটা নাম দিয়ে বিজ্ঞাপন বেরোচ্ছে, আর ওদিকে
পথের ওপর কাঁটার মত একটা জিনিস দিয়ে খুন করা হচ্ছে: মিলটা খুব সহজেই চোখে পড়ে।

হয়তো পড়ে, কিন্তু আমার পড়েনি!
এ তো খুব সহজ অনুমানের বিষয়। আশুবাবুর কেসটা পাবার সঙ্গে সঙ্গে এগুলো আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছিল।
!
আসল সমস্যা দাঁড়িয়েছিল — লোকটা কে?
এখানেই প্রফুল্ল রায়ের অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

তাকে যারা খুন করার জন্য টাকা দিয়েছে, তারাও জানতে পারেনি সে কে, এবং কিভাবে সে খুন করে।

আমিও তাকে কখনও ধরতে পারতুম কি না জানিনা, যদি না আমার মন বোঝার জন্য সেদিন সে নিজে এসে হাজির হত।
মানে? কথাটা একটু বুঝিয়ে বল।

তুমি যেদিন পথের কাঁটার জন্য ল্যাম্পপোস্ট ধরে দাঁড়িয়েছিলে, সেদিন তোমার হাবভাব দেখে তার সন্দেহ হয়। তবু সে তোমাকে চিঠি গছিয়ে গেল এবং অলক্ষ্যে তোমার পিছু নিল।
!

তুমি যখন এই বাড়িতে এসে উঠলে তখন তার আর সন্দেহ রইল না যে, তুমি আমারই দূত।

আশুবাবুর কেস আমার হাতে এসেছে সে জানত।
!

কাজেই তার দৃঢ় বিশ্বাস হল যে, আমি অনেক কিছু জানতে পেরেছি।

তখন সে আমার মন বুঝতে এল। এবং একটি ভুল করে বসল।

কী ভুল?
আমি যে তারই পথ চেয়ে বসেছিলাম, এটা সে বুঝতে পারেনি।
সে যে খোঁজখবর নিতে আসবেই, এ আমি জানতুম।

তুমি জানতে! তবে তাকে গ্রেপ্তার করলে না কেন?
কথাটা নেহাৎ ইয়ের মত বললে অজিত। তখন গ্রেপ্তার করলে মানহানির মোকদ্দমায় খেসারত দেওয়া ছাড়া কোনও লাভ হত না।
তাকে ধরার একমাত্র উপায় ছিল যাকে বলে IN THE ACT, রক্তাক্ত হস্তে! আর সেটাই আমি করেছিলুম। বুকে প্লেট বেঁধে দুজনে যে গিয়েছিলুম, সে কি মিছিমিছি?

মনে আছে, প্রথম যেদিন আশুবাবু আসেন, সেদিন জিজ্ঞাসা করেছিলুম, বুকে ধাক্কা লাগার সময় কোনও শব্দ শুনেছিলেন?
তিনি বলেছিলেন সাইকেলের ঘন্টির আওয়াজ। তখন সেটা গ্রাহ্য করিনি।
আমার হাওড়া ব্রিজের ঐখানটাই জোড়া লাগছিল না। তারপর যখন পথের কাঁটার চিঠি পড়লাম, এক নিমেষে সব পরিষ্কার হয়ে গেল।
তোমার প্রশ্নের উত্তরে আমি বলেছিলুম — চিঠিতে একটি কথা পেয়েছি। সে কথাটা কি জানো?

কী?
সাইকেল!
সত্যি, ভেবে দেখ- সাইকেল ছাড়া আর কিছু হতেই পারে না। এত সহজ অনাড়ম্বর ভাবে খুন করার আর দ্বিতীয় উপায় নেই।
তুমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছ, সামনে একটা সাইকেল এসে পড়ল। সাইকেল ঘন্টি বাজিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে গেল, তুমিও মাটিতে পড়ে পটল তুললে।

সাইকেল আরোহীকে কেউ সন্দেহ করবে না। করতে পারে না। কারণ, সে দুহাতে হ্যান্ডেল ধরে আছে — অস্ত্র ছুঁড়বে কি করে?
তার দিকে কেউ ফিরে ও তাকাবে না। এবার বুঝলে?
বুঝলাম। পুলিশ কমিশনার কী বললেন?

সে অনেক কথা। চিঠিতে পুলিস এবং সরকারের পক্ষ থেকে আমাকে ধন্যবাদ দিয়েছেন।
প্রফুল্ল রায় নামটা তার ছদ্মনাম, জুয়েল ইনসিওরেন্সের প্রফুল্ল রায় অন্য লোক, তিনি এখন কাজের জন্য যশোহর এ আছেন।
কিন্তু আমার কাছে ও চিরকাল প্রফুল্ল রায় হয়েই থাকবে।
তবে চিঠির শেষে কমিশনার সাহেব একটা নিদারুণ কথা লিখেছেন — !
কী কথা?

এই ঘড়িটা ফেরৎ দিতে হবে। এটা নাকি এখন সরকারের সম্পত্তি।

ওটার ওপর তোমার ভারি মায়া পড়ে গেছে না? কিছুতেই ছাড়তে পারছ না?
হাঃ! হাঃ! সত্যি, পুরস্কারের টাকার বদলে সরকার বাহাদুর যদি আমাকে এই ঘড়িটা বকশিশ করেন, আমি মোটেই দুঃখিত হব না।
তবে প্রফুল্ল রায়ের একটা স্মৃতিচিহ্ন আমার কাছে রইল। সেটাকে ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখবো ভাবছি।

সেটা আবার কোনটা ?
ভুলে গেলে ? তার দেওয়া সেই নোটখানা। সেটা খরচ করিনি।

তার দাম আমার কাছে এখন অনেক।
!

আচ্ছা ব্যোমকেশ, পানের মধ্যে বিষ ছিল এটা তুমি জানতে ? সত্যি বল ?

জানা আর না জানার মাঝখানে একটা স্থান আছে অজিত। সেটা সম্ভাবনার রাজ্য।
?

প্রফুল্ল রায় যদি আর পাঁচটা খুনীর মত ফাঁসি যেত তাহলে কি ভাল হত ?
আমার তা মনে হয় না। বরং এইভাবে যাওয়াই তার ঠিক হয়েছে।

!
এইভাবে যাওয়াই তার ঠিক হয়েছে। সে যে কতবড় আর্টিস্ট, ধরা পড়ে ও হাত পা বাঁধা অবস্থায় সে তা দেখিয়ে দিয়ে গেছে।

শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি যে কোথা দিয়ে কোথায় গিয়ে পৌঁছতে পারে - !! না:, ব্যোমকেশের পক্ষেই এভাবে ভাবতে পারা সম্ভব। আশ্চর্য !

খট্‌ খট্‌
কে?
আমি দেখছি।

চিঠি হুজুর।

!

সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সীর সচিত্র রহস্য উপন্যাস
অর্থমনর্থম্
গল্প : শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
ছবি : ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

ব্যোমকেশ বক্সী • অর্থমনর্থম্ • গল্প শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় • ছবি ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

আমি ব্যোমকেশ বক্সী, বিধুবাবু ডেকেছেন।
যান, উনি ভেতরে আছেন।
অ-! আপনারা এসেছেন। বিশেষ কিছু নয় একটা খুন হয়েছে। কে আসামী, তাও বোঝা গেছে। কর্তার হুকুম, তাই -

নইলে আপনার আমার দরকার ছিল না। আপনিও দেখুন, যদিও দেখবার কিছুই নেই।

আপনি স্বয়ং যেখানে আছেন, সে কাজে আমার থাকা না থাকা সমান। তবু কমিশনার সাহেব যখন হুকুম দিয়েছেন, সহকারী হিসাবেই নয় থাকব।
হেঃ-হেঃ-! আপনারা বসুন। এ্যাই-! চেয়ার লাও।
ব্যাপারটা কি একটু বুঝিয়ে বলুন তো।

এ বাড়ির কর্তা করালীবাবু, কাল রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় খুন হয়েছেন। খুনের ধরনটা একটু নতুন।

গোড়া থেকে সব খুলে না বললে, আমার মত লোকে কী বুঝতে পারে?
করালিবাবুর এক ভাগনে- মতিলাল। সে-ই করেছে। করে ফেরার।

একটু বসুন। এই রাঁধুনীর এজেহারটা সেরে নিই, তারপর আপনাকে বলছি।
বেশ তো।

সব সত্যি বলবে। একটা মিথ্যে কথা বললে -
সত্যি বলছি হুজুর।

কাল রাতে তুমি মতিলালকে কখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেছিলে? ঠিক করে ভেবে বল।
আজ্ঞে, ঘড়ি তো দেখিনি, তা —

বোধহয় একটা দুটো হবে।
ঠিক করে বল, একটা না দুটো?
অ্যাঁ - তাইলে বারোটা একটা হবে হুজুর।
আবার পাঁচরকম কথা! ঠিক বল, বারোটা না একটা, না কি দু টো?
ওরে বাবা! তাইলে বারোটা।

হুম্! বারোটা। তারপর মতিলাল চোরের মত পা টিপে টিপে বেরিয়ে গেল? তাই তো?
আজ্ঞে হুজুর। তিনি প্রায় রোজ রাত্তিরেই বাড়ি থাকেন না।

আবার বাজে কথা! যা জিজ্ঞাসা করছি তার উত্তর দাও।
মতিলালবাবুকে তুমি ওপর থেকে নেমে আসতে দেখেছিলে? বলো?

আজ্ঞে না হুজুর!
তিনি যখন সদর দিয়ে বেরিয়ে যান তখন দেখিছিলুম।
অ - নামতে দেখোনি? তা তুমি তখন কোথায় ছিলে?

আ - আজ্ঞে - আমি - আমি -

কী আমি - আমি করছো? ঠিক করে বল তখন তুমি কোথায় ছিলে?

আজ্ঞে হুজুর, আমার দেশের লোকেরা ঐ বাড়ির সামনে মেছ্ করে থাকে। তাই —
কাজকম্ম শেষ হলে ওদের আড্ডায় গিয়ে একটু বসি।
হুম্ম্ম্।
তার মানে তুমি তখন আড্ডায় বসে গাঁজায় দম দিচ্ছিলে, তাই তো?

আজ্ঞে!

(ঢোক গিলে) আজ্ঞে হ্যাঁ-!

আজ্ঞে, আর কেউ বাড়ি থেকে বেরোননি হুজুর!

সদর দরজা তাহলে খোলা ছিল?

হুমমম — তার মানে বাড়িতে কারা আসা যাওয়া করেছিল তুমি সব দেখেছ?

হুমম্। তুমি কখন বাড়ি ফিরলে?

আজ্ঞে মতিবাবু চলে যাবার আধঘন্টা পরেই আমি এসে দরজা বন্ধ করেছিলুম।
সুকুমারবাবু তার আগেই ফিরে এয়েছিলেন।
অ্যাঁঃ! তিনি আবার কোত্থেকে ফিরে এলেন?

তা জানি না, হুজুর।
তুমি এখন যেতে পার। দরকার হলে আবার ডাক পড়বে।

রাঁধুনী পালিয়ে বাঁচল
এবার আপনাকে সব বলছি।

তুমি একটু বাইরে যাও, এনাদের সাথে আমার আলাদা কথা আছে।
যো হুকুম।

দেখলেন তো? একজনকে জেরা করেই সব কথা বার করে নিলুম! হ্যাঃ-হ্যাঃ-হ্যাঃ! যাকগে- এবার বলি?
বলুন!

যিনি খুন হয়েছেন, মানে করালীবাবু, এই বাড়ির কর্তা। বিপত্নীক ও নিঃসন্তান। কলকাতায় চার পাঁচখানা বাড়ি আর বেশ কয়েকলাখ টাকার মালিক। স্ত্রী-পুত্র না থাকলেও বেশ কয়েকটি পুষ্যি আছে।

মতিলাল, মাখনলাল ও ফণিভূষন - তিন ভাগনে ও শালীর ছুটি ছেলেমেয়ে। সবাই এ বাড়িতেই থাকে।
বেশ, তারপর?

ব্যোমকেশ বক্সী • অর্থমনর্থম্ • গল্প শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় • ছবি ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

করালীবাবুর ঘর দোতলায়। আপনাদের ওপরে যেতে হবে।
বেশ তো, চলুন।

সিঁড়ির নীচে এটা কার ঘর?
ওটা মতিলালের।

বিশেষ কারণে উনি নীচে থাকাই পছন্দ করেন।
রাত্তির বিত্তির বেরোতে ফিরতে— যাকগে আসুন।

আর মতিলালের ঘরের পাশে ঐ ঘরটা কার?
ওটায় মাখনলাল থাকে।
এরা সবাই ঘরেই আছে মনে হয়?

নিশ্চই। মতিলাল ছাড়া। সে পালিয়েছে। আমি হুকুম দিয়েছি, কেউ যেন বাড়ির বাইরে না যায়। দরজার বাইরে আমার কনস্টেবল মোতায়েন করা আছে। আসুন। এই যে—
এই হল— করালীবাবুর শোবার ঘর।

আসুন।

এটা কিসের দাগ?

দাগ? কই? ও সে- ও কিছু না-।

ও চায়ের দাগ। ঐ সত্যবতী মেয়েটি চা করে এনেছিল সকালে — তাই মনে হয় চলকে পেয়ালা থেকে পড়েছে। রোজ ওই চা এনে কর্তাকে ডাকত।
ও—!
সেই বুঝি প্রথম মৃত্যুর কথা জানতে পারে?
হ্যাঁ, আসুন।
??

ব্যোমকেশ চামচে করে একটু চা তুলে —
?

মুখে দিল
সুপ্

হুম্।
ঠক্

বডি নাড়াচাড়া করা হয়নি তো? যেমন ছিল, তেমনি আছে?
হ্যাঁ। শুধু চাদর চাপা দেওয়া হয়েছে। আর ছুঁচটা বার করে নেওয়া হয়েছে। ব্যস্।

ব্যোমকেশ চাদরটা ধীরে ধীরে তুলে নিল।
মনে হচ্ছে পাশ ফিরে যেন ঘুমুচ্ছে!

!

ব্যোমকেশ পরীক্ষা করতে শুরু করল। ঘাড়ের চুল সরিয়ে দেখল অনেকক্ষণ।
?
হুঁ—! দুটো ব্যাপার—? বুঝলেন।

দুটো বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই বিধুবাবু।
কি রকম শুনি?
ঘাড়ে তিনবার ছুঁচ ফোটানোর দাগ আছে।
আঁ্যা! তাই নাকি? ও হ্যাঁ-
কিন্তু ও তেমন কিছু নয়।
বোধহয় মেডালা আর মেরুদন্ডের ঠিক সন্ধিটা খুঁজে পায়নি, তাই বেশ কয়েক-বার ছুঁচ ফুটিয়েছে।
উঁ-? বলছেন? আপনি নিশ্চয়ই খুব ভাল করেই পরীক্ষা করেছেন।

নাকটা দেখেছেন কি?
নাক?
হ্যাঁ - নাক। নাকের ফুটোর চারিদিকে কয়েকটা ছোট ছোট কালো দাগ হয়ে রয়েছে।
ও বোধহয় সর্দি হয়েছিল। ঘন ঘন নাক মুছলে ও রকম দাগ হয়।
হুম! তাইতো। শীতকালে চামড়া ফেটে যেমন দাগ হয়, সেরকম!
তা - এ থেকে আপনি কি অনুমান করলেন? খুক্‌ - খুক্‌! (হাসি)
কিছু না - কিছু না। চলুন এবার পাশের ঘরে যাওয়া যাক। ও - সেই ছুঁচটা একবার -

সুতো। দেখছেন না, ছুঁচে সুতো পরানো রয়েছে! কালো রেশমের সুতো।
তা তো দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু ছুঁচে সুতো পরানো থাকাতে আশ্চর্য কি?
!?

অ্যাঁ—? হ্যাঁ—। তা ও তো বটে। এতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে। এ তো হয়েই থাকে, তাই না?
তাই তো!

সুতো পরানোর জন্যেই তো ছুঁচের সৃষ্টি! এই নিন। চলুন, এবার সুকুমারবাবুকে দেখা যাক।

বারান্দার বাঁ দিকের মোড় ঘুরে
ঐ কোনের ঘরটা সুকুমারবাবুর।

চলে আসুন। দরজা ভেতর থেকে খোলাই রয়েছে।
এই যে, সুকুমারবাবু।

সুকুমার ঘরেই ছিল।
সুকুমারবাবু, ইনি ব্যোমকেশ বক্সী। আপনার সাথে কথা বলতে চান।

অ্যাঁ! কে? ও আচ্ছা।

বলুন, কি জানতে চান?
কাল রাত বারোটায় আপনি কোথা থেকে ফিরে এসেছিলেন?
!?

আ - আমি, সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম। সেখান থেকেই ফিরে এসছিলাম —
তাই? কোন সিনেমায়?
চি - চিত্রায়!

এ কথা আমাকে বলা উচিত ছিল। বলেননি কেন?
ইয়ে ম - মানে ঠিক বলা দরকার বলে - মনে হয়নি! তাই —!?

?
GREYS
ANATOMY

দরকারী কি অদরকারী সেটা আমরা বিচার করব। আপনি যে কাল সিনেমায় গিয়েছিলেন, তার কোনও প্রমান আছে?

প্রমান!

হ্যাঁ!

সুকুমার আলনায় টাঙানো পাঞ্জাবীর পকেট থেকে —

এই যে। ভাগ্যিস ফেলে দিইনি। কালকের শো এর টিকিট। দেখুন!
ওটা আমাকে দিন। এদিকে চলে আসুন।

বেশি রাতে বাইরে থাকা করালিবাবু পছন্দ করতেন না, সেটা নিশ্চয় আপনার জানা ছিল?

ইয়ে - হ্যাঁ, বাড়ির সবাই সেটা জানতো। কেন?

তবু সন্ধ্যের শো তে না গিয়ে সাড়ে ন টার শো তে গিয়েছিলেন কেন? কোনও বিশেষ কারন ছিল কি?
করালিবাবুর সঙ্গে আপনার শেষ দেখা কখন হয়েছিল?

আপনি তার ঘরে গিয়েছিলেন?
হ্যাঁ।
কেন?
সন্ধ্যে সাতটার সময়।
মেসোমশাইকে উইল সম্বন্ধে কিছু বলতে গিয়েছিলুম। তিনি মতিদাদাকে বঞ্চিত করে আমার নামে সমস্ত সম্পত্তি উইল করেছিলেন এই নিয়ে মতিদার সঙ্গে দুপুরবেলা তাঁর বচসা হয়। আমি মেসোমশাইকে বলতে গিয়েছিলুম, আমি একা তাঁর সম্পত্তি চাই না, তিনি যেন তাঁর সম্পত্তি দুভাইকে সমান ভাগ করে দেন।
তারপর?

আমার কথা শুনে তিনি আমাকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বললেন।

আপনিও বোধহয় বেরিয়ে গেলেন?

হ্যাঁ। সেখান থেকে আমি ফণীর ঘরে গিয়ে বসলুম। ফণীর সঙ্গে কথা কইতে কইতে রাত হয়ে গেল। মনটা খারাপ হয়ে গেছিল। ভাবলাম একটা বায়স্কোপ দেখে আসি। ফণীও যেতে বলল। তাই —

আপনার মনের কথা কি বলুন তো? আপনি কি সুকুমারবাবুকে খুনি বলে সন্দেহ করছেন?
না, না, সেকি কথা!
চলুন, এবার এর বোনের কাছে —
!?

চলুন। কিন্তু অযথা একটি মেয়েকে উত্ত্যক্ত করবার কোনও দরকার ছিল না। সে কিছুই জানে না। তাকে আমার জিজ্ঞাসা করা হয়ে গেছে।
সে তো নিশ্চয়। তবু একবার —

আসুন, আমার সঙ্গে। যত্তোসব — হুঃ — !
আপনি ও আসুন সুকুমারবাবু।

বারান্দার কোণের একটি ঘরের দরজায় বিধুবাবু গিয়ে টোকা মারলেন।
টক্ টক্

একটু অপেক্ষা করতে হল। আধ মিনিট পর দরজা খুলে গেল।

বলুন?
আপনাকে আর একবার একটু কষ্ট দেবো।

আসুন।
ওনাকে বেশিক্ষন ধরে রাখবেন না, খুবই শোক পেয়েছেন।
না, না, দু একটা প্রশ্ন করেই ছেড়ে দেব।

নমস্কার, আপনাকে দু একটা কথা প্রশ্ন করবো। কিছু মনে করবেন না।

এ রকম ভয়ানক দুর্ঘটনা যখন ঘটে তখন পুলিসের উৎপাত একটু সহ্য করতে হয়, তাই —
পুলিসের নামে বদনাম দেবেন না। আপনি পুলিস নন!

সুকুমার গিয়ে বিছানায় বসে পড়ল।
ওফ্!

ঘরে একটিমাত্র চেয়ার ছিল
আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন।
না। আমি ঠিক আছি।

আপনি কি জানতে চান, বলুন। আমি দাঁড়িয়েই জবাব দিচ্ছি।

ও - বসবেন না? আচ্ছা, আমি তাহলে বসি।

আপনিই রোজ সকালে চা নিয়ে করালীবাবুকে ডাকতে যেতেন?
হ্যাঁ।

তার আগে কি হয়েছে আপনি কিছুই জানতেন না?

বাজে প্রশ্ন, বাজে প্রশ্ন, একেবারে foolish

রাত্রে ওনার ঘরের দরজা খোলা থাকত?
হ্যাঁ। এ বাড়িতে রাতে দরজা বন্ধ করে শোবার হুকুম ছিল না। কারোরই না।

বটে! তাহলে—
ঢের হয়েছে! এবার উঠুন।

যত সব বাজে প্রশ্ন করে মেয়েটাকে বিরক্ত করার কোন ও দরকার নেই। আপনি ক্রস এগজামিন করতে পারেন না।
!?
এক মিনিট বিধুবাবু।

শুনুন বিধুবাবু, যদি বারবার বিরক্ত করেন, তাহলে কমিশনার সাহেবকে জানাতে বাধ্য হব – ।

আপনি আমার অনুসন্ধানে বাধা দিচ্ছেন। এভাবে আমার কাজ করা সম্ভব নয়। বুঝলেন ?

আপনি জানেন – এটা সাধারণ পুলিশ কেস নয়, সি-আই-ডি'র কেস ?

গালে চড় খেলেও বিধুবাবু এতটা স্তম্ভিত হতেন না! কটমট করে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন।

তারপর –
হুঃ! ঠিক আছে। আপনার কাজ শেষ হলে খবর দেবেন। চললাম!

তাহলে – ? আপনি করালীবাবুর মৃত্যুর কথা জানতেন না ? ভাল করে ভেবে দেখুন ?
ভেবে দেখেছি। জানতুম না।

যাক্। আর একটা কথা বলুন তো, করালীবাবু চায়ে ক-চামচ চিনি খেতেন ?

চিনি –! আ – হ্যাঁ- মেসোমশাই চিনি একটু বেশিই খেতেন। তা- এই তিন-চার চামচ দিতে হত!!
তবে আজ দেননি কেন ?

বো-বো-বোধহয় মনে ছিল না, ক-কাল থেকে আমার শরীরটা ভাল নেই—!?
ও—! কাল কলেজ গিয়েছিলেন?
হ্যাঁ। ক-কেন?

সব কথা খুলে বললে আমাদের অনেক সুবিধা হয়, আপনাদেরও হয়তো সুবিধা হতে পারে।
বলবেন কি?

আমি আর কিছু জানি না—!
?

এই সেলাই এর বাক্সটা বোধহয় আপনার?
ও—হ্যাঁ!

হুম্-টেবিল ক্লথ, এখনও শেষ হয়নি—রেশমী সুতোর গোলা—লাল-বেগুনী-নীল-কালো — কিন্তু—?

কিন্তু কি?
?!

ছুঁচ কই?
অ্যাঁ? ছুঁচ!?

হ্যাঁ – ছুঁচ। ছুঁচ দিয়েই সেলাই করেন নিশ্চয়। সে ছুঁচ কোথায়?

দাদা!

মেয়েটি হঠাৎ সুকুমারের দিকে ফিরে তাকাল। তারপর কেঁদে ফেলল।

সত্য! না –! কাঁদিস না!
কি হবে দাদা?

উঃ হুঁ-হুঁ-! এখন কি হবে? (কান্না) দাদা রে –!
চুপ কর, চুপ কর, বোন।

ভাল করলেন না। আমাকে বললে পারতেন। আমি পুলিস নই –। হয়তো আপনাদের সুবিধা হত।
উঃ হুঁ-হুঁ-হুঁ-! (কান্না)

বেশ। চল অজিত।

ব্যোমকেশ বাইরে এসে সন্তর্পনে দরজা ভেজিয়ে দিল; তারপর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

একটু পরে হঠাৎ –
এবার –? হ্যাঁ, ফণীবাবুর কাছে। চল, মনে হচ্ছে ওই ওদিকের ঘরটা তার।

করালীবাবুর ঘর পার হয়ে বারান্দার মোড় ঘুরে একটা দরজা। ব্যোমকেশ তাতে টোকা দিল।
টক্-টক্

আপনিই ফণীবাবু?
হ্যাঁ - আসুন।

ফণীর শরীরে কোথাও একটা গন্ডগোল —? আরে - হ্যাঁ! বাঁ পা টা ছোট, সরু মত —! খুঁড়িয়ে হাঁটে!

পুলিস আপনার দাদা মতিলাল কে সন্দেহ করছে, জানেন কি?
জানি। কিন্তু -

পুলিস দাদাকে সন্দেহ করছে বটে, কিন্তু আমি ও জোর করে বলতে পারি যে, দাদা নির্দোষ। সে খুব রাগী, ঝগড়াটে, কিন্তু মামাকে খুন করবে, এ আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।

বিষয় সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবার রাগে তিনি এ কাজ করতে পারেন, না কি?
সে অজুহাত তো আমাদের তিন ভায়েরই আছে। তবে শুধু দাদাকে সন্দেহ করছেন কেন? তাই না?

হুমম। আপনি পুলিসকে সবই বলেছেন বোধহয়, তবু দু একটা কথা জানতে চাই।
আপনি কি পুলিসের লোক নন? আমি ভেবেছি আপনারা সি আই ডি -

না, না। আমি একজন সামান্য সত্যান্বেষী। আমার নাম - ব্যোমকেশ বক্সী।
অ্যাঁ!? সত্যান্বেষী, ব্যোমকেশ বক্সী —!! আপনি?

হ্যাঁ। এখন বলুন তো, বাড়ির লোকের ভেতর কর্তা কাকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসতেন?
ব্যোমকেশের নামটা ফণীবাবুর জানা মনে হচ্ছে!?

দেখুন, আমি খোঁড়া মানুষ - ভগবান মেরে রেখেছেন। ছোটবেলা থেকে এই ঘর আর বইগুলো আমার সঙ্গী। মামা যে ঠিক কাকে বেশী ভালবাসতেন, তা সঠিক ভাবে বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, খুব খিটখিটে মেজাজ ছিল, তবে —!

তবে যতদূর বোঝা যায়, মামা ঐ সত্যবতী কেই যা একটু ভালবাসতেন।
আর আপনাকে?
আমাকে—
আমি খোঁড়া অকর্মন্য বলে হয়তো একটু দয়া করতেন — কিন্তু — তার বেশি কিছু —। আমি ওনার অসম্মান করছি না, কিন্তু —
কি, বলুন?

সত্যি বলতে কি মামার শরীরে প্রকৃত ভালবাসা বোধহয় ছিল না। কারো জন্যেই না।
!?

তিনি সুকুমারবাবুকে সব সম্পত্তি দিয়ে গেছেন, জানেন কি?
শুনেছি।
সুকুমারদা সব দিক থেকেই যোগ্য লোক। কিন্তু ও থেকে মামার মনের ভাব কিছু বোঝা যায় না। যখনই কারো ওপর রাগ হত, তখনই টপাটপ উইল বদলে ফেলতেন।
এ বাড়িতে এমন কেউ নেই - যার নামে মামা একবারও উইল করেননি।

শেষ উইল যখন সুকুমারবাবুর নামে, তখন তো সম্পত্তি তিনিই পাবেন।
আইনে কি তাই বলে? জানি না।
আইনে তাই বলে।

সুকুমারবাবু সব সম্পত্তি পেলে, সে অবস্থায় আপনি কি করবেন কিছু ভেবেছেন কি?
আমি-?

কি করব, কোথায় যাব জানি না। লেখাপড়া তেমন জানি না, উপার্জন করার যোগ্যতা নেই। তার ওপর একটা পা অকেজো।

সুকুমারদা যদি আশ্রয় দেয় তবে থাকব, নাহলে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে।
সুকুমারবাবু কাল রাত্রি বারোটায় বাড়ি ফিরেছেন।

করালীবাবু কটার সময় খুন হয়েছেন আন্দাজ করতে পারেন? কোনও শব্দ-টব্দ শুনতে পেয়েছিলেন কি?
না তো। মনে হয় শেষ রাত্রে।
বারোটায়-? ও:- হ্যাঁ। উনি সিনেমা গিয়েছিলেন।

না। তিনি রাত বারোটায় খুন হয়েছেন। চল হে অজিত। অনেক বেলা হয়ে গেছে।
!

সেই সময় নীচে একটা গন্ডগোল শুরু হল। পরক্ষণেই —
ফনী, ফনী!
!

ফনী, তুই এখানে! ওরা দাদাকে অ্যারেস্ট করে এনেছে — !?
ও — আপনিই বুঝি মাখনবাবু?

না-না, আ-আমি কিছু জানি না। কিছু জানি না।

চলো তো অজিত, নীচে গিয়ে ব্যাপারটা দেখা যাক। মতিলাল কে একবার দেখা দরকার।

নীচে নেমে দেখলাম, হুলস্থুল কান্ড চলছে।
কী ব্যাপার? বিধুবাবু কোথায় গেলেন?
বিধুবাবু আমাকে চার্জ দিয়ে বাড়ি গেছেন। একে যদি কিছু প্রশ্ন করতে চান, করতে পারেন।
এগাই, চোপ্!
মাইরি বলছি, আমি কিছু জানি না স্যর!

দোহাই মশাই, যে দিব্যি গালতে বলেন গালছি – আমাকে ছেড়ে দিন। আমি মাতাল লোক — ডালিমের বাড়ি ঘুমুচ্ছিলুম —!!

একে কোথায় গ্রেপ্তার করা হল?
হাড়কাটা গলির এক স্ত্রীলোকের বাড়িতে –
ডালিমের কাছে —! ঘুমুচ্ছিলুম। কোন্ শালা মিছে কথা বলে —

আপনি তো ভোর না হলেই রোজ বাড়ি ফিরে আসেন, তবে —
আজ ফেরেননি কেন?
অ্যাঁ–! কেন? কেন? মানে –

আমি মদ খেয়েছিলুম! দু-বোতল হুইস্কি টেনেছিলুম। তাই ঘুম ভাঙেনি। মাইরি বলছি।

হুমম্। আমার আর কিছু জানবার নেই।
এই- একে নিয়ে যাও, হাজতে রাখো –।
আমরাও এবার চলি থাকে মারে।

মতিলালের ঘর থেকে কিছু পাওয়া গেছে কি?
নাঃ! কিছু না।
বেশ। কাল আসব। চলো অজিত।

উইলগুলো দেখা হল না। তিনুবাবু মনে হয় সীল করে রেখে গেছেন। কাল দেখতে হবে ওগুলো।
তাড়াতাড়ি পা চালাও। বেশ খিদে পেয়ে গেছে।

সেদিন রাতে
আজ ত, এদিকে এস তো।

বলো, কি বলছ?
করালীবাবুর বাড়ির একটা নক্সা তৈরী করেছি। বুঝলে?
নক্সা! কেন?

কর্তার ঘরের নীচে মতিলালের ঘর। মাখনের ঘর তার পাশে। ফনীর ঘরের নীচে বৈঠকখানা। সেখানেই পুলিস আড্ডা গেড়েছে।
বেশ, বুঝলুম, আর?

সত্যবতীর ঘরের নীচে রান্নাঘর, আর সুকুমারের ঘরের নীচে চাকর, বামুনদের ঘর।
তাতে কী হল?
কিছু না।

তোমার কি মনে হচ্ছে বলতো? মতিলাল বোধহয় খুন করেনি — তাই না?
না। এ বিষয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।

তবে কে?
সেইটা বলাই শক্ত।
মতিলালকে বাদ দিলে চারজন বাকী থাকে।

ফনী — মাখনলাল — সুকুমার — আর — সুকুমারের বোন, সত্যবতী!

সেকী!
তুমি কি সত্যবতীকেও সন্দেহ করছ নাকি?
কেন, করব না?

না - মানে সে তো মেয়েমানুষ। এসব খুন-টুন -
হাঃ -! মেয়েমানুষ যাকে ভালবাসে তার জন্য করতে পারে না, এমন কাজ নেই।

কিন্তু সে কেন খুন করবে? শেষ উইল-এ সব সম্পত্তি তো তার ভাইকেই দেওয়া হয়েছে?

মতিলালের ঘর থেকে কিছু পাওয়া গেছে কি?
নাঃ! কিছু না।
বেশ। কাল আসব। চলো অজিত।

উইলগুলো দেখা হল না। চিনুবাবু মনে হয় সীল করে রেখে গেছেন। কাল দেখতে হবে ওগুলো।
তাড়াতাড়ি পা চালাও। বেশ খিদে পেয়ে গেছে।

সেদিন রাতে
অজিত, এদিকে এস তো।

কিন্তু তিনবার ছুঁচ ফোটানোর মানেটা কী?
মনে রেখ, হত্যাকারী ওর ঘাড়ে তিনবার ছুঁচ ফুটিয়েছিল। ক্লোরোফর্ম না করলে তিনি একবার ছুঁচ ফুটলেই জেগে উঠতেন।

প্রথম দু বার মর্মস্থানটা খুঁজে পায় নি। কিন্তু সেটা জরুরী কথা নয়, জরুরী কথা হচ্ছে এই যে,
ছুঁচটা রেখে দিয়ে গেল কেন? বার করে নিয়ে চলে গেলে আর কোনও প্রমাণ থাকত না।
হয়তো তাড়াহুড়ো। কিন্তু রাত বারোটায় খুন হয়েছে বুঝলে কী করে?
ওটা আমার অনুমান। কিন্তু সত্যবতী যদি কখনও সত্যি বলে তাহলে দেখবে, আমার কথাই ঠিক। ডাক্তারের রিপোর্ট থেকেও জানা যাবে।
!?

সুকুমারের টেবিলে, গ্রের অ্যানাটমির বইতে শুধু একটা পাতায় মাত্র কয়েকটা লাইন লাল পেনসিল এর দাগ দেওয়া ছিল। শুধু কয়েকটা লাইন। বস.
কী লেখা ছিল সেই লাইনগুলোতে?
লেখা ছিল – মেডালা এবং প্রথম কশেরুর সন্ধিস্থলে যদি ছুঁচ বিঁধিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হবে!
বল কি? তাহলে – ?
কিন্তু আশ্চর্য! সুকুমারের টেবিলে কোনও লাল পেনসিল দেখলুম না!?

আচ্ছা অজিত, তুমি তো সাহিত্যিক। বলো তো THIMBLE এর বাংলা কি হবে?

THIMBLE? যা আঙুলে পরে দর্জিরা সেলাই করে?
হ্যাঁ, ওটাই।

অঙ্গুলিত্রাণ হতে পারে, কিম্বা — সূচীবর্ম —!
না-না। ওসব চালাকি চলবে না।
খাঁটি বাংলা প্রতিশব্দ বল।
জানি না। তুমি জান?
উঁহু। জানলে আর জিজ্ঞাসা করব কেন?

পরদিন খুব সকালে ব্যোমকেশ বেরিয়ে গেল। ফিরল যখন, প্রায় বেলা এগারোটা। এসেই পাখা চালিয়ে বসে সিগারেট ধরাল।
ব্যাপার কি? সাতসকালে বেরিয়ে গেলে যে বড়?
ফু-উ উ-উঃ!

উইলগুলো দেখে এলাম। উইলের সাক্ষী বাড়ির বামুন আর চাকর। তাদের টিপসই রয়েছে।
আর – এছাড়া?

বাড়ির অন্য ঘরগুলো ভাল করে খানাতল্লাশ করতে বললাম। বিধুবাবু গাঁইগুঁই করছিলেন, তাকে কমিশনার এর ভয় দেখিয়ে রাজী করিয়ে এসেছি।

সত্যবতী মেয়েটা ভয়ানক শক্ত, এমন মুখ টিপে রইল, কিছুতেই মুখ খুলল না। অথচ এ রহস্যের চাবিকাঠি তার কাছে।
!

দুপুর বেলাটা ব্যোমকেশ আরাম কেদারায় শুয়ে কাটিয়ে দিল।
মনে হল সে যেন কিছুর প্রতীক্ষা করছে।
পুঁটিরাম চা দিয়ে গেল। নিঃশব্দে পান করে মড়ার মত আবার পড়ে রইল।

সাড়ে চারটের পর টেলিফোন বেজে উঠল।
ক্রিরিরিং

ব্যোমকেশ বলছি। কে? ও - ইন্সপেক্টার দত্ত, কি খবর?

সুকুমারের ঘর সার্চ হয়েছে! বেশ, বেশ, বিধুবাবু তাহলে শেষ পর্যন্ত — অ্যাঁ, কী পাওয়া গেল?
ক্লোরোফর্মের শিশি — আলমারির বইয়ের পেছনে — আর? আর ও একখানা উইল! বলেন কি? কোন তারিখের? যে রাতে করালীবাবু খুন হন, সেদিনই তৈরী!
এ উইলে ওয়ারিশ কে রয়েছে? অ্যাঁ -? কে? ফণীবাবু!

পরপর হিসাবমত এবার তারই পালা ছিল বটে। সুকুমারবাবুর বোনকেও কি গ্রেপ্তার করা হয়েছে? না, ও বুঝেছি। ঘর সার্চ করে আর কিছু পান নি? মানে এই ধরুন — একটা লাল পেনসিল? বা মেলাই এর কোন ও উপকরণ? পান নি? আশ্চর্য!

কি বলছেন? বিধুবাবু সার্চ করার দরকার মনে করেননি? উনি তো কিছুই দরকার মনে করেন না। তা - আমার আজ যাবার দরকার আছে কি?
নতুন উইলখানা দেখতুম·· ও বিধুবাবু নিয়ে গেছেন · আচ্ছা - কাল সকালেই যাব। লাল পেনসিল আর মেলাই এর উপকরণটা যতক্ষণ না পাওয়া যাচ্ছে — ততক্ষণ —।
ও - একটা কথা, ডাক্তারের রিপোর্টে মৃত্যুর সময় কি লিখেছে?

আহারের তিন ঘণ্টা পর -- তার মানে আন্দাজ --- রাত বারোটা ! আচ্ছা, কাল যাচ্ছি।

সুকুমারই তাহলে ? তুমি তো গোড়া থেকেই সন্দেহ করেছিলে - না ?
খটাং

এ ব্যাপারে যত কিছু প্রমাণ, সব সুকুমারের দিকেই নির্দেশ করছে। খুনের ধরনটা বলছে এ ডাক্তারের কাজ। ডাক্তারি কিছু না জানলে ও ভাবে খুন করা যায় না।
যে ছুঁচটা ব্যবহার করা হয়েছে, তা ও তার বোনের সেলাই বাক্স থেকে নেওয়া, সুতোটা পর্যন্ত এক। তারপর দেখ -

সুকুমার বারোটার সময় বাড়ি ফিরল -- আর ঠিক সেই সময় করালীবাবু ও মারা গেলেন - মানে, খুন হলেন !

সুকুমারের ঘর সার্চ করে পাওয়া গেছে একটা ক্লোরোফর্মের শিশি আর উইল। করালীবাবুর শেষ উইল। যাতে তিনি

সুকুমারকে বঞ্চিত করে সব সম্পত্তি ফণীবাবুকে দিয়ে গেছেন ! সুকুমার নিজেই স্বীকার করেছে যে, সেদিন সন্ধেবেলা করালীবাবুর সঙ্গে তার ঝগড়া হয়েছিল -- সুতরাং তিনি যে আবার উইল বদলাবেন এটা সে বুঝতে পেরেছিল।
অতএব, খুনের মোটিভ ও পরিষ্কার !

তাহলে সুকুমারই যে আসামী, তাতে আর সন্দেহ নেই বলছ ?
সন্দেহের অবকাশ কোথায় ?

আচ্ছা, সুকুমারকে দেখে তোমার কি খুব নির্বোধ বলে মনে হয় ?
কই না। বরঞ্চ বেশ বুদ্ধি আছে বলেই তো মনে হল।

কেন বলো তো ?
তবে চালাক লোক বোকার মত কাজ করল কেন ?

হ্যালো! দরজার কাছে কেউ এসেছে মনে হচ্ছে। পায়ের শব্দ পেলাম!
কে?
!?

?
দরজা খোলা আছে। ভেতরে আসতে পারেন।
!!

সত্যবতী!
ভেতরে এসে সত্যবতী দরজা ভেজিয়ে দিল। তারপর —

?
?!

ব্যোমকেশবাবু —
— আমার —
দাদাকে,
আরে : !
!
ব্যোমকেশ এক লাফে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল

ব্যোমকেশ বক্সী • অর্থমনর্থম্ • গল্প শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় • ছবি ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

আপনি শান্ত হোন। এরকম করবেন না। সোফায় গিয়ে বসুন।
আপনি আগে বলুন, দাদাকে ছেড়ে দেবেন?

ভুল করছেন। ওঁমাকে ছেড়ে দেবার মালিক আমি নই – পুলিস। তবে আমি চেষ্টা করতে পারি।
তাহলে করছেন না কেন?

আপনি বুঝছেন না, চেষ্টা করতে গেলে আমার সব কথা জানা দরকার।
যতক্ষণ আপনি আমার কাছে কথা গোপন করবেন, আমি ততক্ষণ কিছু করতে পারব না। বুঝেছেন?

মেয়েটা সব ব্যোমকেশকে খুলে বলছে না কেন? দেরি হয়ে যাবে।

আ- আমি তো কোন ও কথাই গোপন করিনি।
করেছেন।

আপনি সেই রাত্রেই করালীবাবুর ঘরে গিয়ে তাঁর মৃত্যুর কথা জানতে পেরেছিলেন। কিন্তু আমাকে বলেননি।
ঠিক কি না? এখন সব কথা আমাকে বলবেন কি?
!?

কিন্তু সে কথা আমি কি করে বলব? তাতে যে সব দোষ দাদার ওপরেই পড়বে!

দেখুন, আপনার দাদা যদি নির্দোষ হন, তাহলে সত্যি কথা বললে তাঁর কোন ও ক্ষতি হবে না।
আপনি নির্ভয়ে সমস্ত খুলে বলুন। কিছু গোপন করবেন না। এবার বলুন।
আচ্ছা বলছি। আমার যে আর উপায় নেই।
সেদিন সন্ধ্যেবেলা, মেসোমশায়ের সাথে দাদার একটু বচসা হয়েছিল।

মেসোমশাই দাদাকে সব সম্পত্তি উইল করে দিয়েছিলেন। এই নিয়ে মতিদাদার সঙ্গে দুপুরবেলা তুমুল ঝগড়া হয়েছিল।
আমার সম্পত্তি আমি কাকে দেব তুই বলার কে?

সব সুকুমার পেলে আমার কী হবে?
তুই মাতাল, চরিত্রহীন। বেরিয়ে যা।

তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। বাহাত্তুরে বুড়ো।
এখুনি বেরো। নইলে চাকর দিয়ে জুতো পেটা করিয়ে তাড়াব।
আচ্ছা -। আমার নাম মতিলাল। দেখে নোব।
কলেজ থেকে ফিরে এই শুনে দাদা মেসোমশাইকে বলতে গিয়েছিলেন —

মেসোমশাই?

একজন তো যা মুখে এল বলে গেল। তুমি কি বলবে বলে ফেল।
আমি একা সব সম্পত্তি চাই না। আপনি সকলকে সম্পত্তি সমান ভাগ করে দিন মেসোমশাই।
তাই না কি? আমার কথার ওপর কথা। দু-পাতা ডাক্তারি পড়ে লায়েক হয়ে গেছ না?

আজ্ঞে না, সম্পত্তি নিয়ে এই ঝগড়া আমার ভাল লাগে না।

বেরো ও — এখান থেকে। তোমাকে এক পয়সা দেব না।

!

যতসব বেইমান, অকৃতজ্ঞ।

মেজোমশাই যে, এ কথায় রেগে যাবেন দাদা তা বুঝতে পারেনি।
দাদার মনটা খারাপ হয়ে গেছিল, রাত আন্দাজ আটটার সময় বললেন —

সত্য, আমি সিনেমা দেখতে যাচ্ছি। সাড়ে এগারোটায় ফিরব। সদর দরজা খুলে রাখিস।
আচ্ছা দাদা।
তারপর?
আমাদের বামুনঠাকুর খাওয়া-দাওয়া শেষ হবার পর বাইরে গিয়ে নিজের দেশের লোকের সাথে অনেক রাত অবধি গল্পগুজব করে।
তাই দাদাকে দরজা খুলে দেবার জন্য আমি আর জেগে রইলুম না। দশটা নাগাদ শুয়ে পড়লাম।

ঘুমিয়ে পড়েছিলুম — হঠাৎ একটা শব্দে ঘুম ভেঙে গেল।
ঘর-ঘর-ঘর
ঘর-ঘর-ঘর
মেঝের ওপর ভারী জিনিস সরানোর মত!

দাদা বোধহয় ফিরে এসেছে।
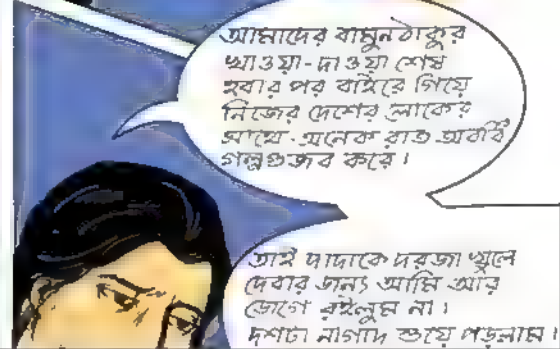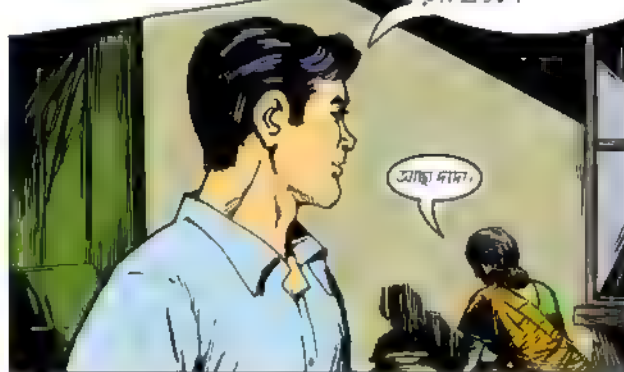
আর ঘুম এল না, শব্দটা ও আর হল না। চোখ চেয়েই শুয়ে রইলুম। মিনিট পনের পর -
বারান্দায় একটা খুব মৃদু শব্দ! যেন কে পা টিপে টিপে যাচ্ছে? দাদা তো অনেকক্ষণ শুয়ে পড়েছে, তবে কে বারান্দা দিয়ে যাচ্ছে?
আস্তে আস্তে উঠলুম।
দরজা একটু ফাঁক করে দেখলুম।
!

এ তো দাদা!
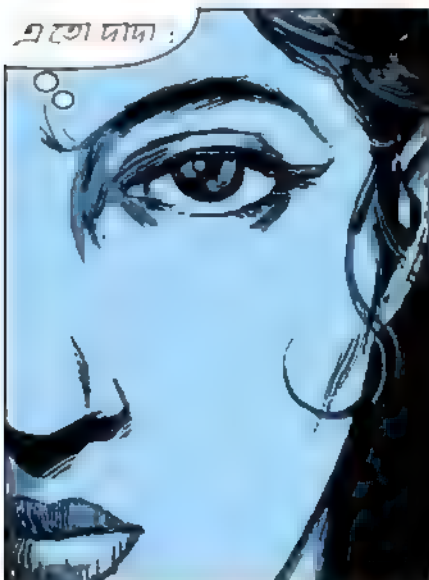
বারান্দায় চাঁদের আলো পড়েছিল। দাদাকে স্পষ্ট দেখতে পেলুম!
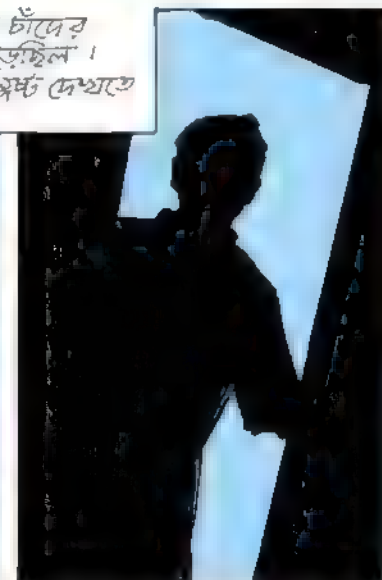
নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

একটা কথা, আপনার দাদার পায়ে জুতো ছিল?
হ্যাঁ।

আর হাতে? কোনও কাগজ বা শিশি?
না। কিছু না।

তখন কটা বেজেছিল দেখেছিলেন কি?
দেখার দরকার হয়নি। পাশের ঘরে ঘড়িতে ঠিক তখন দুটো বাজছিল।

তারপর?
বলে যান

আমি কিছু বুঝতে পারছিলাম না। দাদা ফিরে এসে আবার কোথায় গিয়েছিল?
তারপর মনে হল মেসোমশায়ের কথা। রাতে মাঝে মাঝে বাতের বেদনায় ওনার ঘুম আসত না। তখন দাদা গিয়ে ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়াত। তবে কি

তাঁর ঘরের দরজা খোলাই থাকত।
কি রকম একটা গন্ধ

কি রকম একটা গন্ধ!

মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ?
হ্যাঁ ঠিক বলেছেন, মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ।
হুঁ — ক্লোরোফর্ম। তারপর?

আলো জ্বেলে দেখলুম মেসোমশাই শুয়ে আছেন।
শুধু আমার কেমন বুক ধড়ফড় করতে লাগল।
ও ফফ্! গন্ধটা যেন দম বন্ধ করা!
খাটের পাশে গিয়ে ঝুঁকে দেখলুম —
এ কী! মেসোমশাই এর নিশ্বাস পড়ছে না কেন?

আমার মনে হল অজ্ঞান হয়ে যাব।
সামলাতে গিয়ে অসাবধানে আমার হাত তাঁর ঘাড়ে ঠেকল।
!?

উঃ! কী এটা? হাতে ফুটে গেল!

একী! ছুঁচ?

দেখলুম, একটা ছুঁচ তার ঘাড়ে আমূল বেঁধানো — তা থেকে সুতো ঝুলছে!!!
কোনও রকমে আলো নিবিয়ে নিজের ঘরে ফিরে এলুম। সারারাত ভয়ে কেঁপেছি আর কেঁদেছি।

মেয়েটার ওপর সাংঘাতিক মানসিক চাপ গেছে!

আপনার মত অসাধারণ মেয়ে আমি দেখিনি! অন্য কেউ হলে চেঁচামেচি করে, মূর্ছা-হিস্টিরিয়ার ঠেলায় বাড়ি মাথায় করত - আপনি-
শুধু দাদার জন্য ......
ঠিক আছে। আপনি এখন বাড়ি যান। কাল সকালে আমি ওখানে যাব।

কিন্তু, আপনি তো কিছু বললেন না?

এখন আপনাকে আশা দিয়ে শেষে যদি কিছু করতে না পারি?
কোনই কি আশা নেই?

এটুকুই বলতে পারি যে, আপনি যদি প্রথমেই এ সব কথা খুলে বলতেন তাহলে-
তাহলে?

তাহলে হয়তো কোনও গোলমাল হোত না।

আমি যা বললুম তাতে দাদার কোনও ক্ষতি হবে না? সত্যি বলছেন তো? আমার আর কেউ নেই ব্যোমকেশবাবু -

আপনি আর দেরি করবেন না — । রাত হয়ে গেছে। আমাদের এটা ব্যাচেলর এস্টাবলিশমেন্ট — বুঝলেন না —
ও - হ্যাঁ-হ্যাঁ - আ- আমি যাই।

একটা কথা বলে রাখি ?

বলুন।

ব্যোমকেশ নীচু গলায় কি যে বলল শোনা গেল না।
!?

আমি আছি। আসুন।

সাতটা বেজেছে। ঘুম - এখনও ঢের সময় আছে।
কি বুঝলে ? আমি তো তেমন কিছু -

এখনও সব বুঝিনি।
প্রমান যতই থাক, আমার বিশ্বাস সুকুমার খুন করেনি।

তবে কে করেছে ?
তা জানি না। তবে সুকুমার নয়।

সত্যবতীকে সুন্দরী বলা চলে কি? – বোধহয় না?
কেন? হঠাৎ এ প্রশ্ন?

না, অমনি জিজ্ঞাসা করছি। লোকে বোধহয় ভালোই বলবে।

বর্তমান প্রসঙ্গের সঙ্গে সত্যবতীর চেহারার কি সম্পর্ক আছে বুঝলাম না!

তা বলতে পারে, তবে কুৎসিত বলা যাবে না।
অর্থাৎ — 'কালো'? তা সে যতই কালো হোক, দেখেছ তার কালো হরিণ চোখ?

ভাল কথা, অজিত তোমার বয়স কত হল বল তো?
আমার বয়স — ?

হ্যাঁ, কত বছর, ক মাস, ক দিন, ঠিক হিসেব করে বলবে।

কে জানে বাবা! হয়তো আমার বয়সের হিসেবের মধ্যেই করালীবাবুর মৃত্যু-রহস্যটা চাপা পড়ে আছে!?

তা ধর — আমার বয়স হল — এই — উনত্রিশ বছর পাঁচ মাস, আর এগার দিন। কেন?
আঃ-হা! যাক! বাঁচা গেল। তুমি আমার থেকে তিন মাসের বড়।

মানে?
মানে কিছুই নেই। কথাটা কিন্তু মনে রেখো।

ওসব কথা থাক। এই কেসটা নিয়ে ভেবে ভেবে মাথা গরম হয়ে উঠেছে। চল, আজ নাইট-শো তে একটা বায়স্কোপ দেখে আসি।

বায়স্কোপ! তুমি? তোমার আজ হল কি?

একেবারে যে খেপলারয়াম মেরে গেলে?
হাঃ-হাঃ-হাঃ-। অসম্ভব নয়। আমার কুষ্ঠীতে আছে, এ কেলে ঘোর উন্মাদ হবে।

নাও, ওঠো। খেয়েদেয়ে বেরিয়ে পড়া যাক। চিত্রায় কদিন থেকে একটা খুব ভাল ছবি দেখাচ্ছে।

ছবিটা বেশ বড়। শেষ হতে পৌনে বারোটা বাজল।
চিত্রা

চলো, বাসে উঠি।

না, না, বাসে নয়। একটু হাঁটি।

অগত্যা।
কর্নওয়ালিস স্ট্রীট ছেড়ে ব্যোমকেশ একটা সরু রাস্তা ধরল।

আরে! এ তো করালীবাবুর বাড়ির রাস্তা!

করালীবাবুর বাড়ির সামনে আসামাত্রই —

ঢং-ঢং-
ঢং-ঢং-
ঢং-ঢং-
বারোটা।
ঢং-

হয়েছে। চল, এবার একটা ট্যাক্সি ধরা যাক।
কোনও মানে হয়। এতটা হেঁটে এসে এবার ট্যাক্সি ধর। পুরো পাগল।

পরদিন সাড়ে আটটার সময় করালীবাবুর বাড়িতে হাজির হলাম।

বিধুবাবু আগেই এসে পড়েছিলেন।
নমস্কার বিধুবাবু।
কে?

নমস্কার। শুনেছেন তো, সুকুমারকে অ্যারেস্ট করেছি।
আমি গোড়া থেকেই বুঝেছিলুম সুকুমারই আসল আসামী।
বলেন কি?

হ্যা - হ্যাঃ! আমি শুধু তাকে একটু ল্যাজে খেলাচ্ছিলুম।
ও মা -! তাই নাকি?
ব্যোমকেশটা মাঝে মাঝে এমন করে যে হাসি চাপা দায়!
তা আপনি আজ কি মনে করে?
কিছু না। শুনলাম আর একটা নতুন উইল বেরিয়েছে। সেটাই দেখতে এলাম।
অ - ঃ! এই যে। দেখবেন, ছিঁড়ে ফেলবেন না যেন। এটাই সেরা প্রমাণ।
করালীবাবুকে খুন করার পর এটা চুরি করে সুকুমার লুকিয়ে রেখেছিল।
ওরে বাবা! তাই না কি?
হুঁ্যা। তার নিজের ঘরে ট্রাঙ্কের তলায় রেখেছিল।
বাঃ! সবই যে মিলে যাচ্ছে দেখছি। কিন্তু একটা কথা বলুন তো —
কী কথা?
উইলটা সুকুমার ছিঁড়ে ফেলল না কেন?
হুঃ — ! সে বুদ্ধি থাকলে তো —। ভেবেছিল আমরা তার ঘর সার্চ করব না।
সুকুমার কিছু বলল?

সুকুমার কিছু বলল ?
কি আর বলবে ! সবাই যেমন বলে, সেও তাই। ভারি অবাক হয়ে বলল – আমি কিছু জানি না।

এবার উইলটা দেখি।
হুমম – টাইপ করা। সমস্তই ফনীবাবুকে দিয়ে গেছেন। আগের সমস্ত উইল নাকচ।

আরেঃ – একী ? বিধুবাবু, দেখেছেন ?

কই ? কি হয়েছে ? আমি তো কিছু

দেখছেন না ? এই যে – এখানে –
?

— ও – ঃ ! সাক্ষী –
চুপ্ – !

চুপ্ – !

!

আঁক্‌ক্‌-!

উঃ!

একে ধরে রাখুন। ছাড়বেন না। আর, কথা কইতে দেবেন না।

আমি -
আমি তো কিছু -

চুপ! ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে একটা গ্রেপ্তারি পরোয়ানা আনিয়ে নিন। আসামীর নাম এখন দেবেন না। ওটা পরে।
কি - কিন্তু - আমি যে কিছুই -

পরে বলছি। ততক্ষণ এই লোকটাকে ল্যাজে খেলান।

ওপরে কার কাছে যাচ্ছ বলোতো?
ফণীর কাছে। চলে এসো চটপট্ -।

টক্-টক্-টক্

!?
ব্যোমকেশবাবু! আপনারা?

আপনি শুনে সুখী হবেন, করালীবাবুর প্রকৃত হত্যাকারী কে — তা আমরা জানতে পেরেছি।

ও - হ্যাঁ। সুকুমারদা গ্রেপ্তার হয়েছেন জানি, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারছি না।
!?

বিশ্বাস না হবারই তো কথা। তার ঘর থেকে আর এ কটা উইল বেরিয়েছে। তাতে ওয়ারিস আপনি।

তা ও শুনেছি। সেই থেকে মনটা তেতো হয়ে গেছে। সামান্য টাকার জন্য মামার প্রাণটা —

এ জন্যই বলে — অর্থমনর্থম্!

সব পেয়েও তাই মনটা খুশী হতে পারছে না।

তা তো বটেই। এটা কি বই?

এটা কি বই? ফিজিওলজি। সুকুমারবাবুর নাম লেখা যে!

হ্যাঁ। ওনার কাছ থেকেই আনা। সুকুমারদার বই পড়েই আমার সময় কাটে।

আপনি সব বই দাগ দিয়ে পড়েন?
হ্যাঁ। পড়া ছাড়া আমার কোন ও অ্যামুজমেন্ট নেই — সঙ্গী ও নেই। শুধু ঐ সুকুমারদা।

রোজ সন্ধ্যেবেলা আমার কাছে এসে গল্পগুজব করতেন। আচ্ছা, উনি কি সত্যি এ কাজ করেছেন?

প্রমাণ তাই বলছে। বসুন, আপনাকে সব কথা বলছি।

দেখুন, খুন দুরকম হয় — এক রাগের মাথায়, আর দুই সঙ্কল্প করে খুন।

রাগের মাথায় যে খুন করে তাকে ধরা কঠিন নয়। অনেকসময় সে নিজে থেকেই ধরা দেয়।

কিন্তু যে লোক ভেবে চিন্তে নিজেকে যথাসম্ভব সন্দেহমুক্ত করে খুন করে, তাকে ধরাই কঠিন।

তখন আসামী কে চেনা কঠিন হয়ে পড়ে। অন্যান্য লোকজন কে সন্দেহ হয়। তখন আমাদের একমাত্র পথ হচ্ছে, হত্যার পদ্ধতি থেকে হত্যাকারীর প্রকৃতি বোঝার চেষ্টা করা।

বেশ। তা - এ ক্ষেত্রে আপনি কিভাবে
সেই কথাতেই আসছি।
বর্তমান ক্ষেত্রে একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখতে পাচ্ছি। হত্যাকারী - একাধারে বোকা এবং চতুর। বুঝলেন কিছু?
আজ্ঞে না!?

সে অত্যন্ত বুদ্ধিমানের মত খুন করেছে, অথচ নির্বোধের মত খুনের যা কিছু প্রমান নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে রেখে দিয়েছে।

?!
বলুন দেখি, অপ্রত্যক্ষ সেলাই এর ছুঁচ দিয়ে খুন করার কি দরকার ছিল? বাজারে কি ছুঁচ পাওয়া যায় না?

তারপর উইলখানা যত্ন করে লুকিয়ে রাখার দরকার ছিল কি?

উইলটা ছিঁড়ে ফেললেই তো সব ল্যাটা চুকে যেত। এ থেকে কি মনে হয়?
কি মনে-হয়?

বুদ্ধিমান বোকা সাজার ভান করছে
কিন্তু বুদ্ধিমানেরও ভুল হয়। এ ক্ষেত্রেও হয়েছে। কয়েকটা ছোট ছোট ভুল।
আর তাই আমি তাকে ধরতে পেরেছি

লাল পেনসিল!
আচ্ছা, নক্সা থাক।
মুখেই বলছি।
ব্যোমকেশ
পেনসিলটা পকেটে
রেখে দিল।
অপরাধী প্রধানত
তিনটি ভুল করেছিল।
প্রথমে সে 'গ্রের-
অ্যানাটমি'র এক
জায়গায় লাল পেনসিল
দিয়ে দাগ দিয়েছিল।
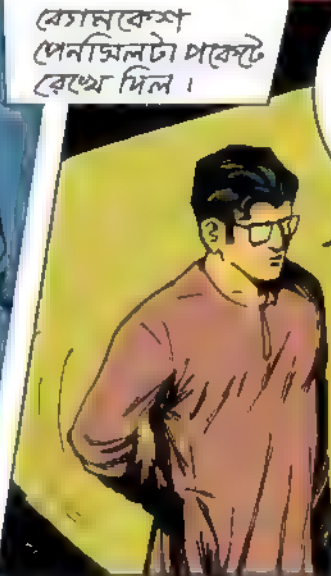
!?!

দ্বিতীয় — সে বাক্স টানবার
সময় একটু শব্দ করে
ফেলেছিল; আর তৃতীয় —

??
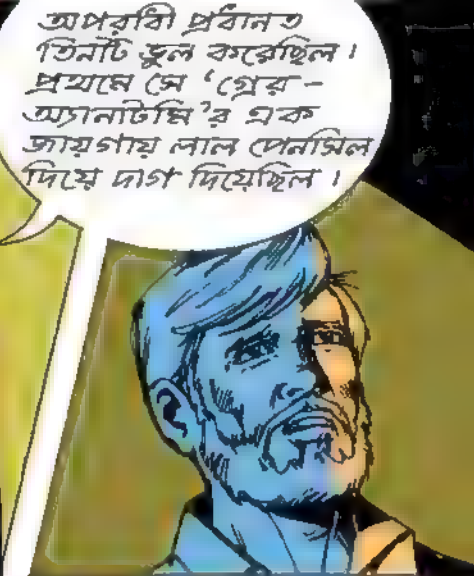
সে আইন
ভাল জানত
না।

আইন
জানত না?
না,
জানত না।

আর সেই জন্যেই
তার অতবড় অপরাধটা
ব্যর্থ হয়ে গেল।

আপনি কি বলছেন,
আমি ঠিক বুঝতে —
পা-পারছি না।

সুকুমারবাবুর ঘর থেকে যে উইলটা বেরিয়েছে - সেটার কোন ও দাম নেই।

কারণ তাতে কোনও সাক্ষীর দস্তখত নেই।

!

অনেকক্ষণ কেউ কোন ও কথা বলল না।

ও-হো-হো-ঃ! সব বৃথা - সব মিছে-!

আ- আমার- শরীরটা কেমন করছে! আমাকে একটু একা থাকতে দিন!

বেশ। আপনাকে আধ ঘন্টা সময় দিলাম। তৈরী হয়ে নিন। অজিত এসো।

পিস্তলটা বোধহয় ফেলে দিয়েছেন? সেটা কেন সুকুমারের ঘরে রেখে আসেননি বোঝা গেল না?
তাড়াতাড়িতে হাত থেকে খুলতে ভুলে গিয়েছিলেন?

যাই হোক, ক্লোরোফর্ম কাকে দিয়ে আনালেন? মাখন কে দিয়ে?

আধ ঘন্টা পরে আসুন।

বাইরে এসে
তুমি কবে ফনীকে ক্লোরোফর্ম এনে দিয়েছ?
!

আমি কিছু জানি না!

সত্যি বল, নাহলে ওয়ারেন্ট তোমার নাম লেখা হবে। বল?
ওরে বাবা! আমি সত্যি এসবের মধ্যে নেই।

ফনী বললে, রাতে ওর ঘুম আসে না, একফোঁটা করে খেলে নাকি ঘুম আসবে। — তা- তাই —।
বুঝেছি। একে এবার ছেড়ে দিতে পারেন।

ওয়ারেন্ট এসেছে?

করালীবাবুকে যে খুন করেছে, তার জন্য।
এই এল বলে। কিন্তু কার জন্য বলুন তো?

অ্যাঁঃ! এসব কি তামাশা হচ্ছে মশাই? এটা কি ঠাট্টার সময়?

তামাশা নয়। একেবারে নিরেট সত্যি, শুনুন তবে।
ব্যোমকেশ সংক্ষেপে বিধুবাবুকে সব বলল
ওরেঃ বাবা!? বলেন কি?

তা তাকে একলা ফেলে এলেন কি বলে? সে ব্যাটা যদি পালায়?
পালাবে না।

সে অপরাধ স্বীকার করবে। আধ ঘন্টা সময় চেয়েছে।

আর সেটাই আমাদের একমাত্র ভরসা, কারণ তার অপরাধ প্রমাণ করা বেশ কঠিন।
ওফ্‌ফ্‌ফ্‌-!! আমার মাথা ঘুরছে মশাই! বসে পড়ি।

চলুন। এবার যাওয়া দরকার।

বিধুবাবু ঘরে ঢুকেই –
যাঃ! দেরী হয়ে গেছে।

!?!

এটা আমি আশা করিনি।

!?!

হাতে ওটা কী?

চিঠি, আমাকে লেখা। পড়ছি, শুনুন।
ব্যোমকেশবাবু, চললাম। আমি জানি আইন আমাকে ফাঁসি দিতে পারবে না, কিন্তু আমার বেঁচেও কোনও লাভ নেই। যখন টাকাই পেলাম না, তখন কিসের সুখে বাঁচব?

মামাকে খুন করেছি বলে আমার কোনও অনুতাপ নেই; তিনি আমাকে খোঁড়া বলে বড্ড বিদ্রূপ করতেন। তবে সুকুমারদার কাছে ক্ষমা চাইছি।

!?

তিনি ছাড়া আর দোষ চাপানোর মত কেউ ছিল না। তাছাড়া আর একটা সুবিধাও হত কিন্তু সেকথা আর বলে নিজের লজ্জা বাড়াব না।

ক্লোরোফর্ম যে এনে দিয়েছিল তার কোনও দোষ নেই। সে আমার উদ্দেশ্য জানত না। আপনি আশ্চর্য লোক, থিম্বলের কথাটাও ভোলেননি। সেটা সত্যিই আঙুল থেকে খুলতে ভুলে গেছিলাম।

ঘরে ফিরে খেয়াল হয়েছিল। পিস্তলটা এই ঘরেই আছে, খুঁজে নেবেন।
সেদিন রাতে সত্যবতী যখন রান্নাঘরে ছিল তখন তার ঘর থেকে চেক আর পিস্তল চুরি করেছিলাম।
আপনি ছাড়া আর কেউ বোধহয় আমাকে ধরতে পারত না।
তবু আপনার ওপর বিদ্বেষ করতে পারছি না।
বিদায় —
ওফ্‌ফ্‌!

!

এই নিন। এবার সুকুমারবাবুকে ছেড়ে দিন। তাঁর বোনকেও খবর জানানো দরকার।
আ-হ্যাঁ-হ্যাঁ! নিশ্চই-নিশ্চই।

চল অজিত।
হুঁ।

সপ্তাহখানেক পর, বিকেল বেলায় —
আজও বেরুবে না কি?
হুঁ।

কোনও নতুন কেস হাতে এসেছে না?
কেস? কেন বলতো?
না, মানে কদিন ধরেই রোজ বিকেলে বেরিয়ে যাচ্ছ, তাই ভাবলাম

ও-হো! হ্যাঁ। কিন্তু কেসটা বড় গোপনীয়।
সুকুমারের কেসটা সব চুকে গেছে?
হ্যাঁ। সে প্রোবেটের জন্য দরখাস্ত করেছে।
সিগারেট নাও। সত্যবতীর সঙ্গে আর দেখা হয়েছিল? কিছু বলল?

হ্যাঁ-কেন?

বোসো, তৈরী হয়ে আসছি।
?

!?!

মিনিট পাঁচেক পর ব্যোমকেশ সাজ সজ্জা করে বেরিয়ে এল।
বা - বা! তোমার নতুন মক্কেল তো ভারী শৌখিন লোক দেখছি!

কেন? কেন?

এত সাজুগুজু করা ডিটেকটিভ না হলে কি তার মন ওঠে না?
আবার এসেন্স মেখেছ মনে হচ্ছে!?

হুমমম! সত্য অন্বেষন তো আর চাট্টিখানি কথা নয়, অনেক তোড়জোড় দরকার।

সত্য অন্বেষন তো অনেকদিন থেকেই করছ, কই এত সাজ সজ্জা তো কখনও দেখিনি!
উঁহু! সত্য অন্বেষন আমি অল্পদিন থেকেই আরম্ভ করেছি।

সত্য - অন্বেষন আমি অল্পদিন থেকেই আরম্ভ করেছি।
তার মানে?
তার মানে অতি গভীর। চললুম।

!?!

স - ত্য - ওঃ!
স - ত্য - বতী!!!

অ্যাঁ — !
ব্যোমকেশ? শেষে তোমার এই দশা!?!
এই কদিন ধরে ঐ মহাসত্যটি অন্বেষণ করা হচ্ছে বুঝি?
কবি তাহলে ঠিক বলেছেন — প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে!
খবরদার! তুমি আমার চেয়ে বয়সে বড়, অর্থাৎ সম্পর্কে তার ভাশুর।

ঠাট্টা-ইয়ার্কী চলবে না। এবার থেকে আমিও তোমাকে দাদা বলে ডাকব।
আমাকে এত ভয় কেন?

লেখক জাতটাকেই আমি ঘোর সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখি।

যাও ভাই, চারটে বাজে। জয়যাত্রায় বেরিয়ে পড়। আশীর্বাদ করি, সত্যের প্রতি যেন তোমার অবিচলিত ভক্তি থাকে।
বেশ, দাদাই হলুম তাহলে।

শেষ।

সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সীর সচিত্র রহস্য উপন্যাস
ব্যোমকেশ ও বরদা
গল্প : শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
ছবি : ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

ব্যোমকেশ ও বরদা

ব্যোমকেশের এক বাল্যবন্ধু মুঙ্গেরে ডি-এস-পি র কাজ করতেন।
তার নিয়মিত পত্রাঘাত সহ্য করতে না পেরে আমরা তাঁর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে মুঙ্গেরে হাজির হলাম।
মুংগের
MUNGER

ভদ্রলোকের নাম শশাঙ্কবাবু। তাঁর নিমন্ত্রণের অন্তরালে বোধহয় কোনও গরজ লুকিয়ে ছিল।

শশাঙ্কবাবুর বাসায় পৌঁছে চা ও প্রাতরাশের সহযোগে তাঁর সঙ্গে আলাপ হল।

আধঘন্টার মধ্যে তিনি কাজের কথা পেড়ে ফেললেন।

সম্প্রতি শহরে একটি রহস্যময় ভূতের আবির্ভাব হয়েছে। তাঁকে নিয়ে একটু বিব্রত আছি।

ভূতের পিছনে বিব্রত থাকাও কি তোমাদের একটা কর্তব্য নাকি?
আরে না না। কিন্তু ব্যাপারটা এমন দাঁড়িয়েছে —
মাস ছয়েক আগে — এখানেই এক ভদ্রলোকের ভারি রহস্যময়ভাবে মৃত্যু হয়। এখনো সে মৃত্যুর কিনারা হয়নি।

কিন্তু এরি মধ্যে তাঁর প্রেতাত্মা তাঁর পুরনো বাড়িতে হানা দিতে আরম্ভ করেছে।

ঘটনাটা কি, খুলে বল।

এমন কিছু ঘটনা নয়। ছ মাস আগের কথা —
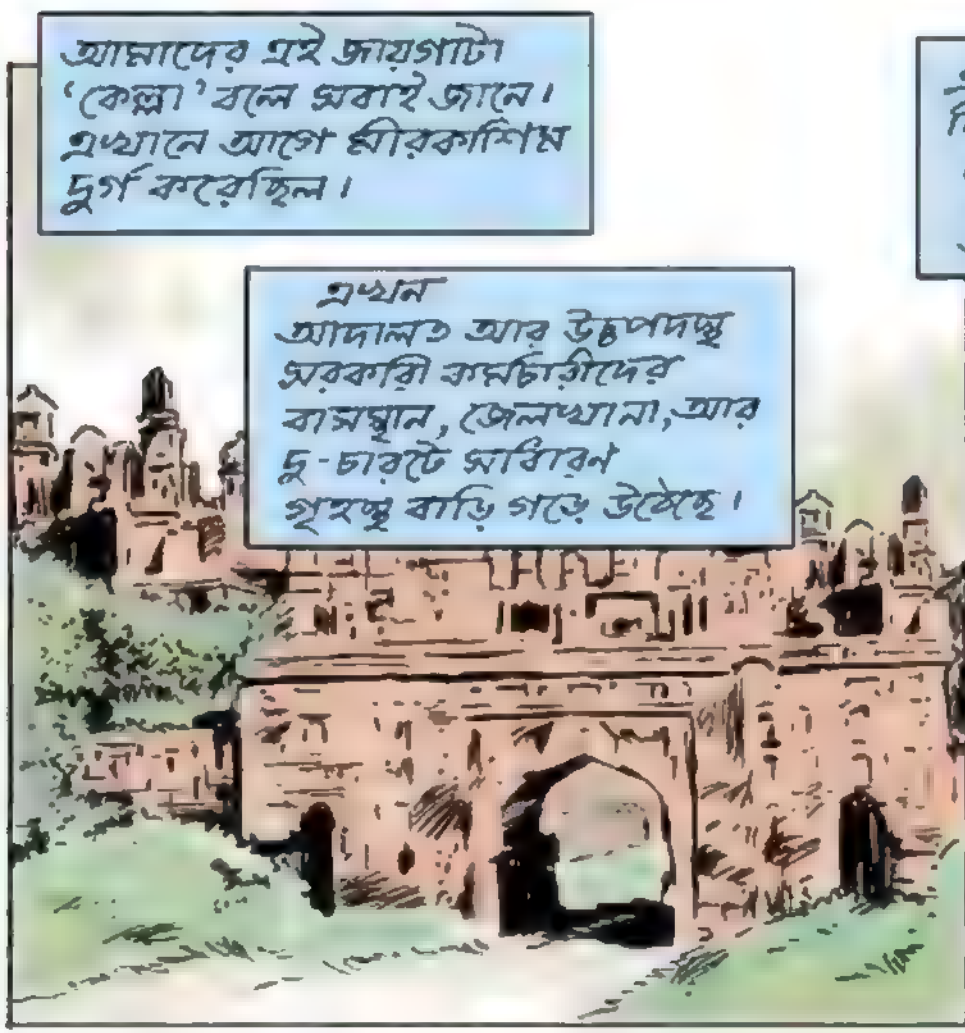
আমাদের এই জায়গাটা 'কেল্লা' বলে সবাই জানে। এখানে আগে মীরকাশিম দুর্গ করেছিল।
এখন আদালত আর উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীদের বাসস্থান, জেলখানা, আর দু-চারটে সাধারণ গৃহস্থ বাড়ি গড়ে উঠেছে।
এই কেল্লার দক্ষিণ ফটকের দিকে একটা বাড়ি আছে। ছোট দোতলা বাড়ি। চারদিকে একটু কম্পাউন্ড আছে।
এই বাড়ির মালিকের নাম — বৈকুণ্ঠ দাস।
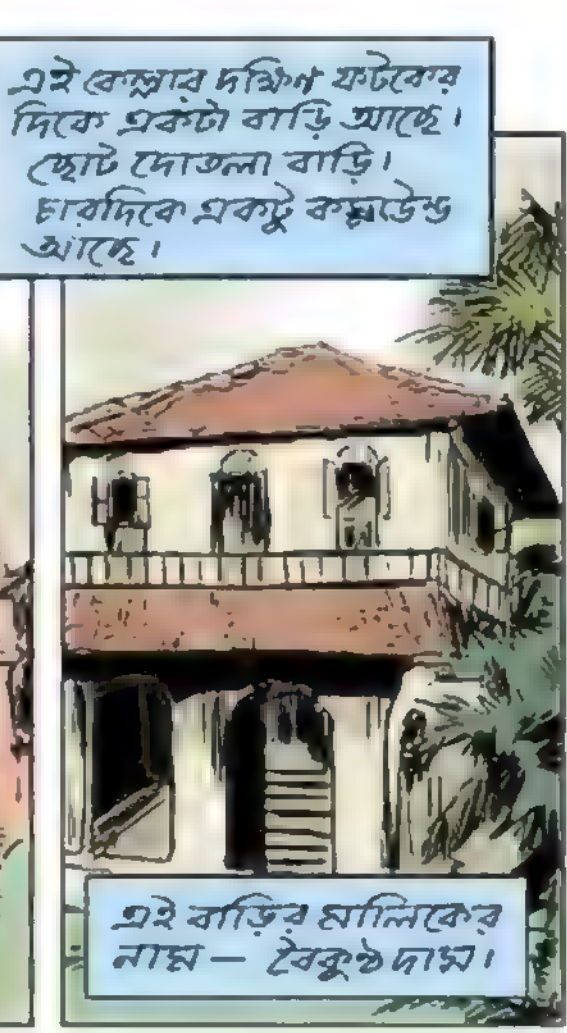
বয়স হয়েছিল।
বাজারে ওর একটা সোনারুপোর দোকান ছিল। তবে সেটা নামমাত্র।
তাঁর আসল কারবার ছিল — জহরতের।
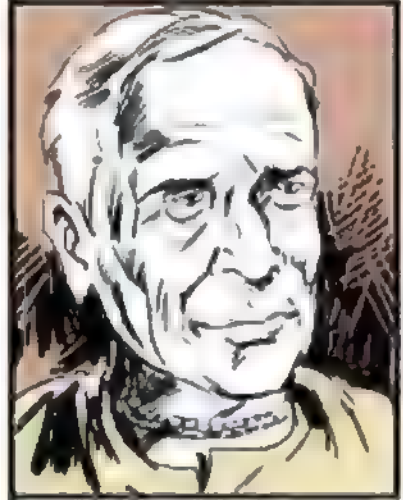
হিসাবের খাতাপত্র থেকে জানা গেছে, মৃত্যুকালে তাঁর কাছে একান্নখানা
হীরা - মুক্তা - চুনি - পান্না ছিল - যার দাম - প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা।

এই দামী মণি মুক্তা তিনি বাড়িতেই রাখতেন। দোকানে রাখতেন না। অথচ আশ্চর্য এই - যে তার বাড়িতে একটা লোহার সিন্দুক পর্যন্ত ছিল না!
!!

কোথায় তিনি এগুলো রাখতেন তা কেউ জানে না।

খদ্দের এলে তাকে বাইরের ঘরে বসিয়ে নিজে শোবার ঘর থেকে প্রয়োজন মত জিনিস এনে দেখাতেন।

তাকে দেখে কিন্তু তার টাকাপয়সার কথা বোঝার উপায় ছিল না।

নিতান্ত সাবিরন, নিরীহ গোছের, গলায় কন্ঠি, সদাই জোড়হস্ত।

অসাবিরন কৃপন লোক। শহরের সবাই তাকে এজন্য বৈকুণ্ঠ থেকে ব্যয়-কুণ্ঠ নাম দিয়েছিল।

একটি মেয়ে আর একটি হাবাকালা চাকর। এই ছিল তার সংসার।

গত ছাব্বিশে এপ্রিল, বাংলা ১২ই বৈশাখ, বৈকুণ্ঠবাবু আটটার সময় দোকান থেকে বাড়ি ফিরে এলেন।

খাওয়া দাওয়া করে রাত ন টার সময় দোতলার ঘরে শুতে গেলেন।

সকালবেলা খবর পেয়ে পুলিস দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে দেখল —
বৈকুণ্ঠবাবুর মৃতদেহ দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে।

গায়ের কোথাও আঘাত-চিহ্ন নেই, গলা টিপে খুন করা হয়েছে।

খুনী সমস্ত হীরা জহরত নিয়ে খোলা জানলা দিয়ে পালিয়েছে।

আততায়ী তাহলে জানলা দিয়েই ঘরে ঢুকেছিল ?

তাই তো মনে হয় ?

হীরা জহরত সবই চুরি গিয়েছিল?

সমস্ত। একেবারে লোপাট। এমনকি তার কাঠের হাতবাক্সে যে টাকাপয়সা ছিল তাও চোর ফেলে যায় নি।

কাঠের হাত-বাক্স। তাতেই কি বৈকুণ্ঠবাবু হীরা জহরত গুলো রাখতেন?
ঘরে আর কিছুই ছিল না। সিন্দুক, আলমারি কিছু না। সুতরাং —

ঘরে একটা মাদুর, একটা বালিশ, ঐ হাতবাক্সটা, পানের বাটা আর জলের কলসী ছাড়া কিছুই ছিল না।

পানের বাটা! সেটা ভাল করে দেখেছিলে তো?

ওহে, তোমরা আমাদের যতটা গাধা মনে কর, সত্যিই আমরা ততটা নই। পানের বাটার মধ্যে একদলা চুন, খানিকটা খয়ের সুপুরি - লবঙ্গ - আর পানের পাতা ছিল।
উনি নিজে পান সেজে খেতেন।

হুমম! জহরতগুলো বাজারে চালাবার চেষ্টা হচ্ছে কিনা সে খবর পেয়েছ?

এখনো বাজারে আসেনি। এলে আমরা খবর পেতুম। চারিদিকে গোয়েন্দা আছে।

বেশ। তারপর?

তারপর আর কি। ঐ পর্যন্ত। বৈকুণ্ঠবাবুর মেয়ে দোকানের সোনা রূপো বিক্রি করে সামান্য টাকা পেয়েছে এবং স্থানীয় একজন প্রবীণ উকিল - তারাশঙ্করবাবু - তাকে নিজের কাছে আশ্রয় দিয়ে রেখেছেন।

হুঁ। মেয়েটি কি বিধবা?

স্বামীটা মাতাল দুশ্চরিত্র — আগে থিয়েটার করে বেড়াত। তারপর হঠাৎ এক সার্কাস পার্টির সঙ্গে দেশ ছেড়ে চলে যায়।

মেয়েটির বয়স কত? চরিত্র কেমন?

তেইশ-চব্বিশ হবে। যতদূর জানি চরিত্র ভালই। মানে তার চেহারা যেমন তাতে চরিত্র ভাল থাকার পক্ষে অনুকূল - স্বামীকে নেহাৎ দোষ দেওয়া যায় না।

বুঝেছি। আর কোনও আত্মীয় স্বজন নেই?
না - থাকারই মধ্যে। মৃত্যুর খবর পেয়ে যারা এসেছিল, এক ফোঁটাও রস না পেয়ে কেটে গেছে।

ব্যাপারটা বেশ অভিনব হলেও অনেক দেরি হয়ে গেছে। আর কিছু করতে পারা যাবে বলে মনে হয় না। তাছাড়া দুদিনের জন্য এসে তোমার কাজে হস্তক্ষেপ করা সেটাও ঠিক হবে না।
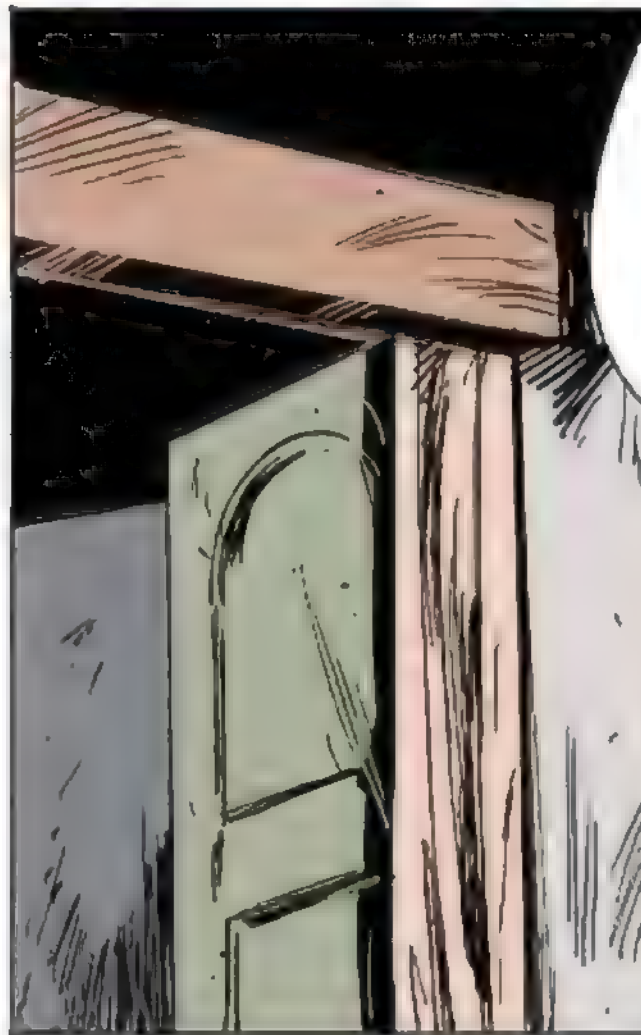
না-না, অফিসিয়ালি তোমাকে কিছু করতে তো বলছি না। সব দেখে শুনে যদি কোনও আইডিয়া —
বেশ, তাই হবে। এখন ভূতের কথাটা কি বলছিলে বল?
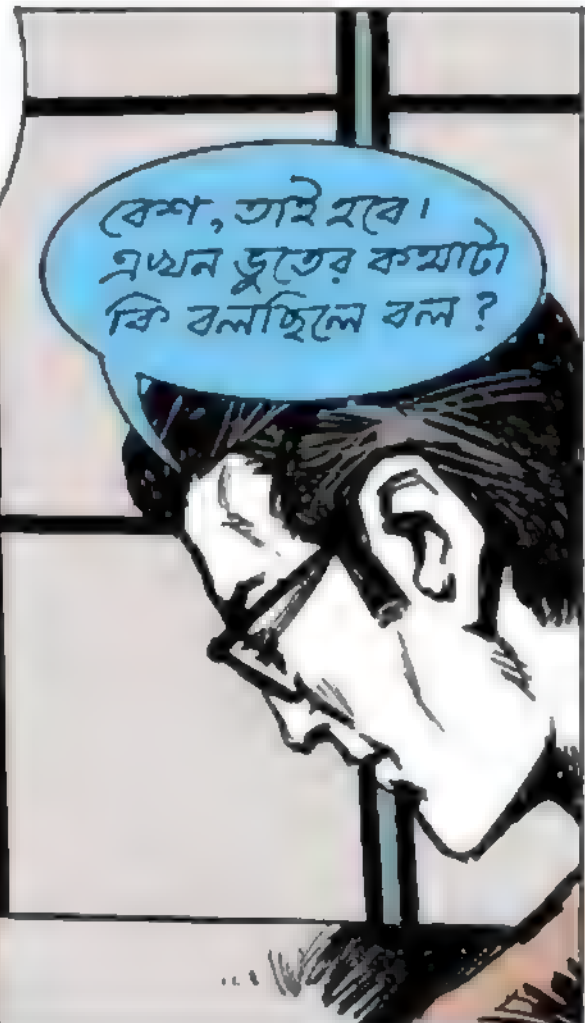
বৈকুণ্ঠবাবু মারা যাবার পর ঐ বাড়িতে একজন নতুন ভাড়াটে এসেছেন। তিনি আসার পর থেকেই বাড়িতে ভূতের উপদ্রব আরম্ভ হয়েছে।
??

পনেরো হাত লম্বা একটি প্রেতাত্মা রাতে ঘরের জানলা দিয়ে উঁকি মারে।

বল কি?
হ্যাঁ। বাড়ির লোক ছাড়াও আরো কেউ কেউ দেখেছে। এখানে বরদাবাবু বলে এক ভদ্রলোক আছেন —
আসতে পারি?

আরে! আসুন, আসুন! নাম করতে না করতেই এসে পড়েছেন যে! অনেকদিন বাঁচবেন। শৈলেনবাবুও আছেন - বেশ-বেশ। আসুন।
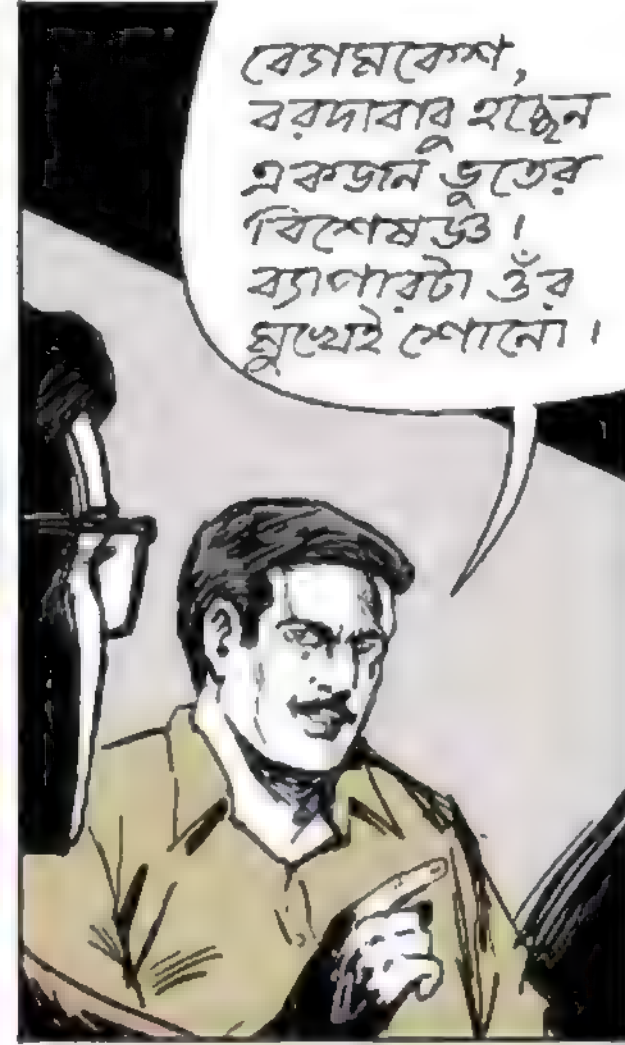
ব্যোমকেশ, বরদাবাবু হচ্ছেন একজন ভূতের বিশেষজ্ঞ। ব্যাপারটা ওঁর মুখেই শোনো।

প্রাথমিক আলাপপরিচয় শেষ হলে জানা গেল এরা কখনও আগে ব্যোমকেশের নাম শোনেনি। বরদাবাবু এখানকারই বাসিন্দা। আর্থিক অবস্থা ভাল। প্রেততত্ত্বের চর্চা করেন।

শৈলেনবাবু স্বাস্থ্যের জন্য মুঙ্গেরে এসেছিলেন। এখন এখানেই একটি বাড়ি কিনে থাকার ইচ্ছা।

ব্যোমকেশবাবু, আমার বিশ্বাস গয়ায় পিন্ডি না দিলে তাঁর আত্মার সদ্গতি হবে না। আপনি প্রেতযোনি বিশ্বাস করেন?
অবিশ্বাসও করি না। প্রেতযোনি আমার হিসেবের বাইরে।
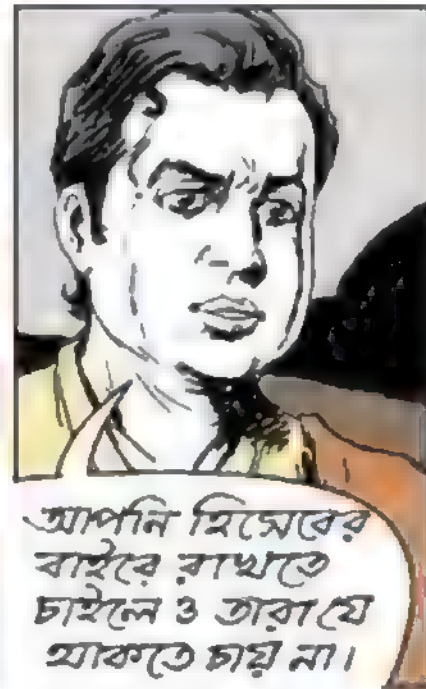
আপনি হিসেবের বাইরে রাখতে চাইলেও তারা যে থাকতে চায় না।
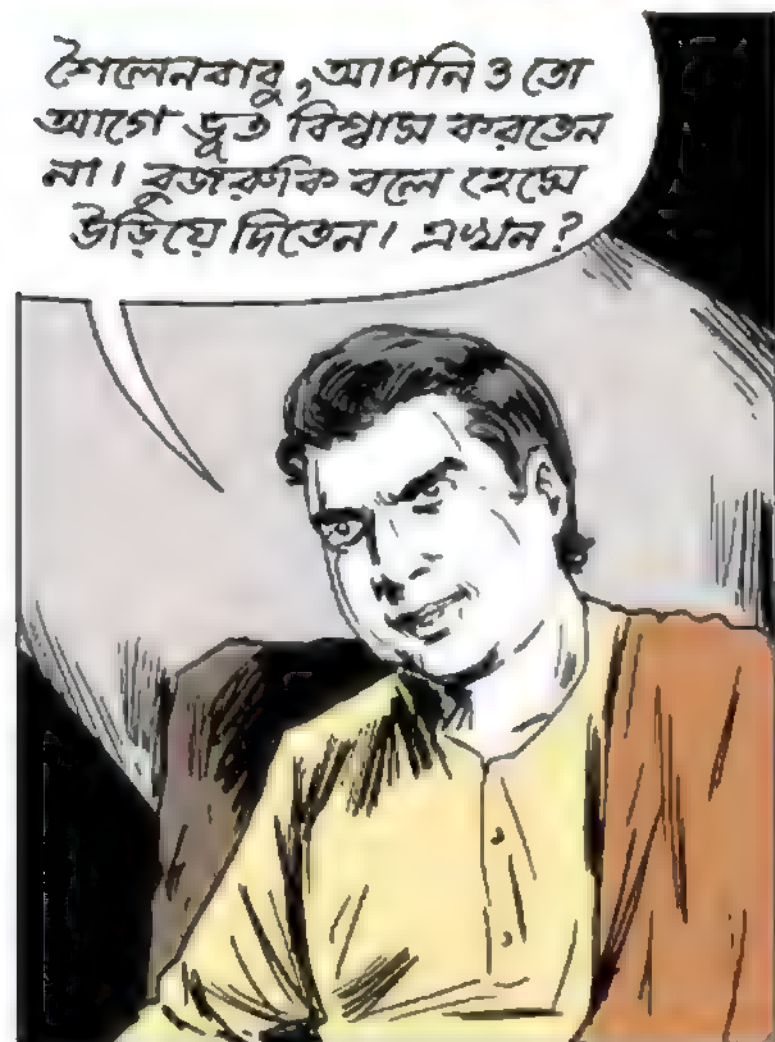
শৈলেনবাবু, আপনিও তো আগে ভূত বিশ্বাস করতেন না। বুজরুকি বলে হেসে উড়িয়ে দিতেন। এখন?

এখন গোঁড়া ভক্ত। সত্যি ব্যোমকেশবাবু, আগে এসব নিয়ে আমিও মাথা ঘামাতুম না!

কিন্তু এখানে এসে বরদাবাবুর সঙ্গে আলাপ হবার পরই বুঝতে পারছি ভূতকে বাদ দিয়ে চলা এ সংসারে অসম্ভব।
কি জানি! আমাদের তো এখন পর্যন্ত বেশ চলে যাচ্ছে।

ওসব যাক। বরদাবাবু, আপনি ব্যোমকেশকে বৈকুণ্ঠবাবুর ভুতুড়ে কাহিনীটা শুনিয়ে দিন।

হ্যাঁ। সেইভাল। তত্ত্ব আলোচনার চেয়ে গল্প শোনা ঢের বেশি আরামের।
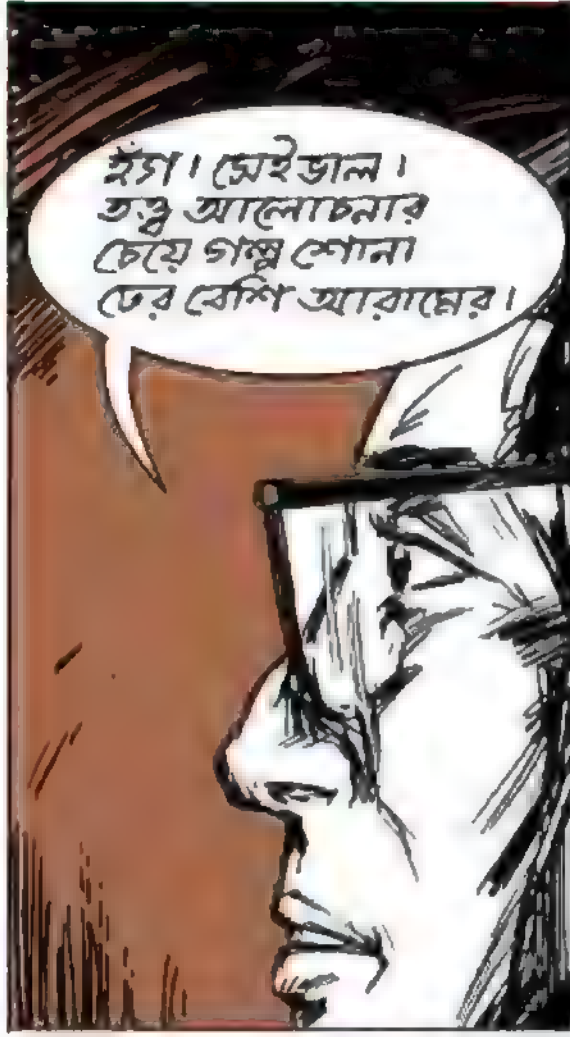
বৈকুণ্ঠবাবুর অপঘাত মৃত্যু। পরলোকের জন্য প্রস্তুত হবার অবকাশ তিনি পাননি।
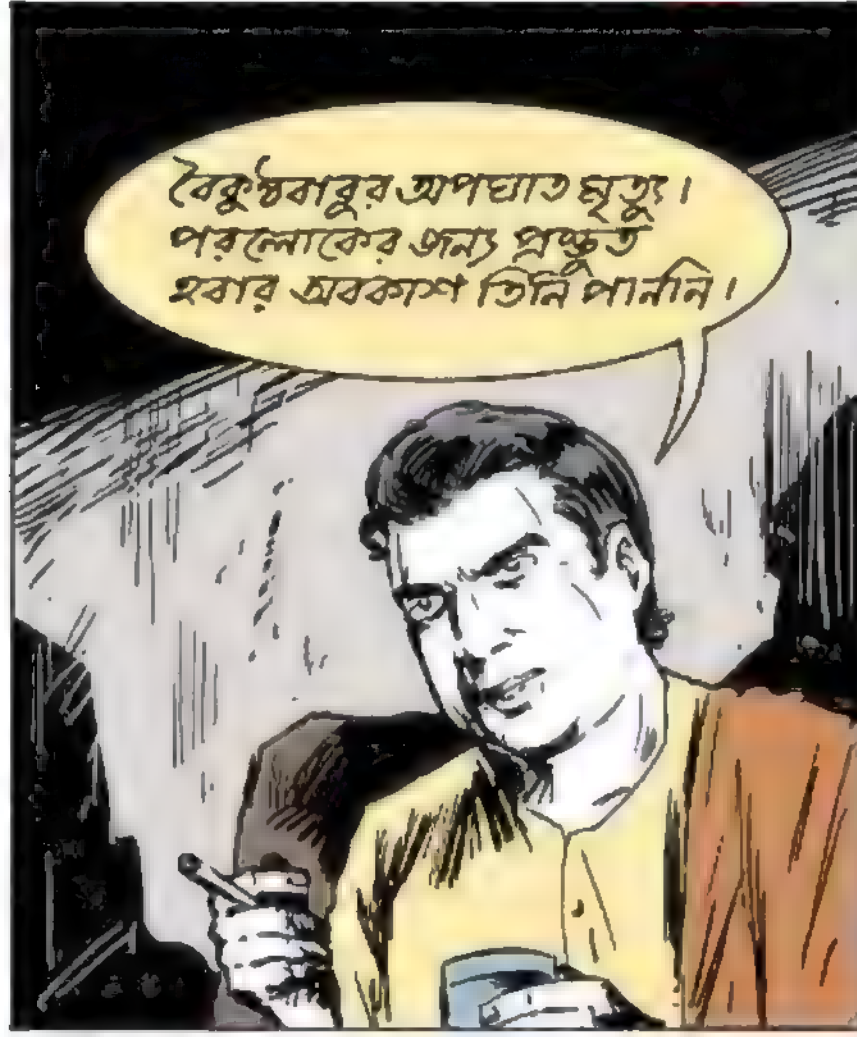
আমাদের মধ্যে একটা সংস্কার আছে যে, আত্মা সহসা, অতর্কিতভাবে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হলে সে বুঝতেই পারে না তার দেহ নেই।

আবার কখনো কখনো বুঝতে পারলেও সংসারের মোহ ভুলতে পারে না। বারবার ঘুরে ফিরে তার জীবিতকালের কর্মক্ষেত্রে আনাগোনা করতে থাকে।

!!!

বৈকুণ্ঠবাবু মারা যাবার পর বাড়িখানা পুলিসের কবলে রইল। ওনার মেয়েকে তারাশঙ্করবাবু আশ্রয় দিলেন।
পুলিস পাহারা তুলে নেবার পর এখানে নতুন ভাড়াটে এল।

কৈলাসচন্দ্র মল্লিক।
খোঁজখবর না নিয়েই তিনি বাড়িটি নিয়েছিলেন। বৈকুণ্ঠবাবুর শোবার ঘরেই তিনি শুতে লাগলেন।
কৈলাসবাবুর স্ত্রী নেই – তাই কেবল চাকর বামুন নির্ভর করেই তিনি বসবাস করছিলেন।
ছয় সাত দিন কেটে যাবার পর....

রাত্রি নটা।
কৈলাসবাবু ওষুধ খেয়ে নিদ্রার আয়োজন করছেন, এমন সময়...
আঁ-আঁ-আঁ-আঁ

কৈলাসবাবুর চিৎকারে চাকরবাকর নীচে থেকে ছুটে এল।
কিন্তু মুখখানা তখন অদৃশ্য হয়ে গেছে।

তারপর আরও দুই রাত্রি ওই ব্যাপার ঘটল।
প্রথমে সবাই মানসিক ভ্রান্তি বলে উড়িয়ে দিলেও এখন আর তা সম্ভব হল না।
খবরটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।
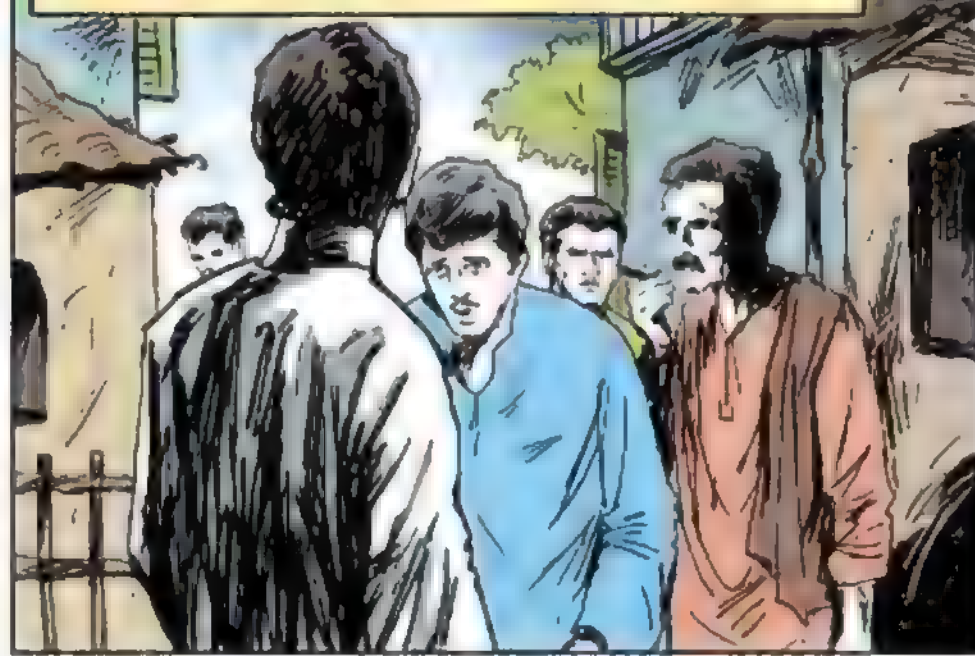
একদিন আমি আর কয়েকজন বন্ধু মিলে কৈলাসবাবুর সাথে দেখা করতে গেলুম।

তিনি বললেন... গত পনেরো দিনে চারবার প্রেতমূর্তির আবির্ভাব হয়েছে।
জানলায় এসে ঘরের মধ্যে উঁকি মেরেছে... তারপর মিলিয়ে গেছে।

তার আসার সময়ের কিছু ঠিক নেই; কখনো দুপুর রাত্রে, কখনো শেষ রাত্রে, আবার কখনো বা সন্ধের সময়।

মূর্তিটা সুশ্রী নয়, চোখে একটা লুব্ধ ক্ষুধিত ভাব।
যেন ঘরে ঢুকতে চায়, কিন্তু মানুষ আছে দেখে ফিরে চলে যাচ্ছে।

!?!
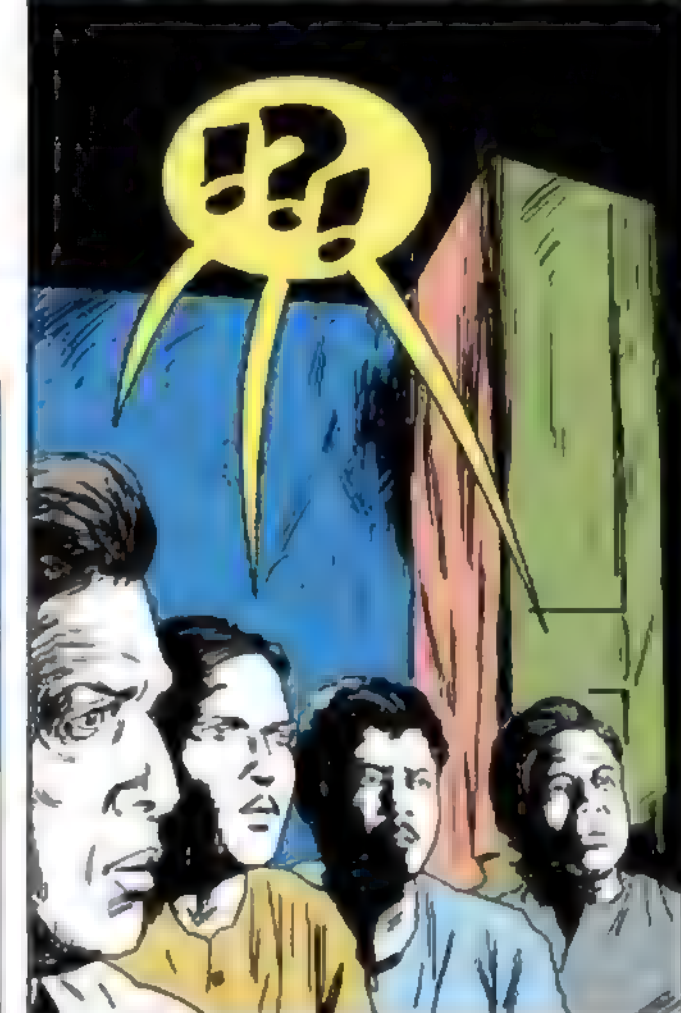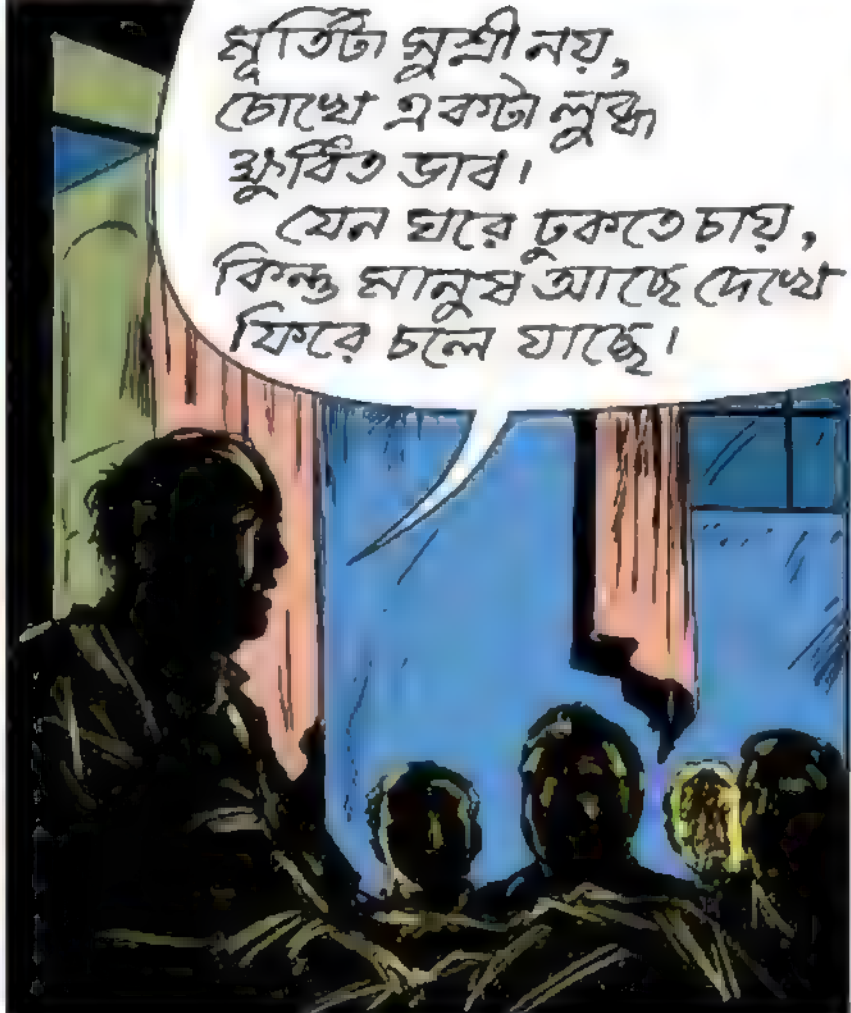
এই গল্প শুনে আমরা স্থির করলুম, স্বচক্ষে এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে হবে।
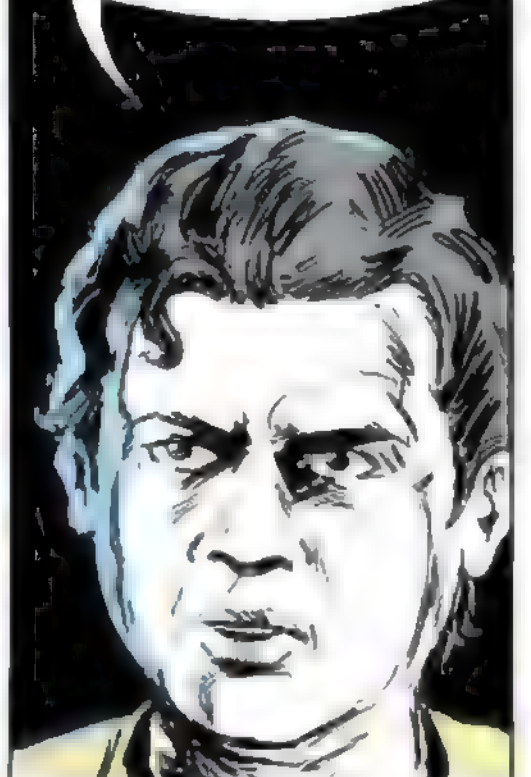
পরদিন থেকে আমরা রোজ তাঁর বাড়িতে পাহারা আরম্ভ করলুম। কিন্তু প্রেতযোনির দেখা নেই।

দিন দশেক পর সবাই একে একে খসে পড়তে লাগল। শৈলেনবাবুও যাওয়া ছেড়ে দিলেন।

আমি কেবল একলা লেগে রইলুম।

সন্ধের পর যাই; কৈলাসবাবুর সঙ্গে বসে গল্পগুজব করি, তারপর সাড়ে-দশটা এগারোটা নাগাদ ফিরে আসি।

এইভাবে আরো এক হপ্তা কেটে গেল। আমিও হতাশ হয়ে পড়তে লাগলুম।

এ কিরকম প্রেতাত্মা যে কৈলাসবাবু ছাড়া আর কেউ দেখতে পায় না!?

কৈলাসবাবুর ওপর সন্দেহ হতে লাগল। তারপর একদিন আমার সন্দেহ ঘুচে গেল।
আপনি দেখতে পেলেন তাকে?

হ্যাঁ... আমি দেখলুম।
তাই তো! বৈকুণ্ঠবাবু কে চিনতে পারলেন?

সেটা ঠিক বলতে পারি না। তবে একখানা মুখ, খুব স্পষ্ট নয়, তবু মানুষের বলে সন্দেহ নেই। কয়েক মুহূর্তের জন্য ছবির মত ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল!
আশ্চর্য! প্রত্যক্ষভাবে ভূত দেখা সকলের ভাগ্যে হয়ে ওঠে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয় শোনা কথা, নয় তো রজ্জুতে সর্পভ্রম।

শুধু বরদাবাবু নন, তারপর আরো অনেকে দেখেছেন।
আপনিও দেখেছেন নাকি?

হ্যাঁ... আমিও। বরদাবাবুর মত অত স্পষ্টভাবে নয়, তবে দেখেছি। এক নিমেষের জন্য।

বরদাবাবু দেখার পর আমরা কয়েকজন আবার যেতে আরম্ভ করেছিলুম। তখনই একদিন...
সেদিন শৈলেনবাবু উত্তেজিত হয়ে একটু চেঁচিয়ে ফেলেছিলেন, তাই মূর্তিটা বেশিক্ষণ থাকতে পারেনি।

কৈলাসবাবুও দেখতে পেয়েছিলেন, মনে নেই তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন?
হ্যাঁ, একে দুর্বল হার্ট, শচী ডাক্তার ইনজেকশন করতে আবার তাঁর জ্ঞান ফিরে এল।

তাহলে আপনাদের মতে বৈকুণ্ঠবাবুর প্রেতাত্মাই তাঁর শোবার ঘরের জানলায় দেখা দিচ্ছেন?

তাছাড়া আর কি হতে পারে?

বৈকুণ্ঠবাবুর খুনের একটা কিনারা হলে হয়তো তাঁর আত্মার সদগতি হত। মনে হয়... পরলোক যদি থাকে তবে প্রেতযোনির প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি অস্বাভাবিক নয়।
তা তো নয়ই। প্রেতযোনির কেবল দেহ নেই, আত্মা তো অটুট আছে।

বৈকুণ্ঠবাবুর মেয়ের সঙ্গে একবার দেখা করা যায়? তাঁকে দু-একটা প্রশ্ন করতুম।

চেষ্টা করতে পারি বলে। আপনি গোয়েন্দা শুনলে তারাশঙ্করবাবু আপত্তি করবেন না। আজ উঠি তা হলে?

আচ্ছা, আমরা ভূত দেখতে পাব না?
একদিনেই দেখতে পাবেন এ কথা বলব না; তবে লেগে থাকলে অবশ্যই পাবেন। আজই চেষ্টা করা যেতে পারে। যাবেন কৈলাসবাবুর বাড়ি?

বেশ তো, যাব। ওটা দেখার আমার বিশেষ আগ্রহ আছে। একটা নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা যাবে।

তাহলে ও বেলা পাঁচটা নাগাদ আসব।

বরদাবাবু ও শৈলেনবাবু চলে যাবার পর ....
কি মনে হল? আশ্চর্য নয়?
তোমার খুনের গল্প আর ওনার ভূতের গল্প, দুটোই সমান আজগুবি লাগল।

মানে! আমার খুনের গল্পে আজগুবি কি পেলে?

বরদাবাবুর গল্পে তবু একটা ভূত দেখা গেছে, তোমার তা ও নেই। অজিত, ওঠো- স্নান করে একটি নিদ্রা না দিলে শরীর ধাতস্থ হবে না।
!

বিকালবেলা বরদাবাবু এসে তারাশঙ্করবাবুর বাড়িতে নিয়ে গেলেন।

এস বরদা। এরাই বুঝি কলকাতার ডিটেক্টিভ?

আমি একজন সত্যান্বেষী।

সত্যান্বেষী? সেটা কি?

সত্য অন্বেষণ করাই আমার পেশা — আপনার যেমন ওকালতি।

ও - আজকাল ডিটেকটিভ কথাটার বুঝি আর ফ্যাশান নেই? তা, কোন্ ধরনের সত্য আপনি অন্বেষন করেন?

এই ধরুন, বৈকুণ্ঠবাবু আপনার কাছে কত টাকা জমা রেখে গেছেন ··· এই ধরনের সত্য জানতে পারলেও আপাতত আমার কাজ চলে যাবে।

!!?

বৈকুণ্ঠ আমার কাছে টাকা রেখে গেছে, একথা আপনি জানলেন কি করে?

ওই যে বললাম, আমি সত্যান্বেষী।
!

ভারি আশ্চর্য! এরকম ক্ষমতা আমি কারুর দেখিনি! —বলুন, বলুন!

ওহে বরদা, বলি ব্যোমকেশবাবুর ও তোমার মত পোষা ভূত-টুত আছে নাকি?

আন্দাজে ঢিল ফেলেছেন, এখন বুঝতে পারছি। কিন্তু আন্দাজটা পেলেন কোথায়?

বৈকুণ্ঠবাবুর ব্যাঙ্কে কোনও কোনও টাকা ছিল না। অথচ তার মত ধনী ব্যবসায়ী নগদ টাকা কিছু রেখে যাবেন না, এটা কি বিশ্বাস করা যায়?

তাহলে রাখবেন কোথায়? নিশ্চয় কোনও বিশ্বাসী বন্ধুর কাছে।

তিনি মারা যাবার পর তাঁর মেয়েকে আপনি আশ্রয় দিয়েছেন; সুতরাং ···

আপনি ঠিক ধরেছেন। বৈকুণ্ঠর ব্যাঙ্কের ওপর বিশ্বাস ছিল না। তার নগদ টাকা যা কিছু সব আমার কাছেই রাখত, এখনো আছে।

টাকাটা ও কম নয়, কিন্তু এ টাকার কথা আমি কারো কাছে প্রকাশ করিনি। আপনারা ও করবেন না অনুরোধ করি।

কথাটা গোপন রাখার কোন ও বিশেষ কারন আছে কি?
আছে। আপনারা ভাবতে পারেন আমি বন্ধুর টাকা আত্মসাৎ করার চেষ্টা করছি, কিন্তু কথাটা চেপে রাখার অন্য কারন আছে।

কারনটা কি আমাদের জানাতে অসুবিধা আছে?

একটু চিন্তা করে... গলা নামিয়ে বললেন
আপনারা হয়তো জানেন না, বৈকুণ্ঠের একটি বখাটে লক্ষীছাড়া জামাই আছে।

মেয়েটাকে নেয় না, সার্কাস পার্টির সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। এখন সে কোথায় আছে জানিনা, তবে কোন ও ভাবে যদি সে খবর পায় যে-

তার স্ত্রীর হাতে অনেক টাকা এসেছে তাহলে জোর করে মেয়েটাকে নিয়ে যাবে। তারপর টাকাগুলো উড়িয়ে আবার সরে পড়বে।

আমি তা হতে দিতে চাই না - বুঝলেন?
বুঝেছি।

মেয়েটার সারাজীবন এই কয়েক হাজার টাকাতেই চালাতে হবে। আমি তো আর চিরদিন বেঁচে থাকব না।

ঠিক কথা। তাঁকে গোটাকয়েক প্রশ্ন করতে চাই। যদি অসুবিধা না হয় —

কোন ও লাভ হবে না। তবু আপনি যখন চান, এখানেই তাকে আনছি।

পাঁচমিনিট পর তারাশঙ্করবাবু ফিরে এলেন। তাঁর পিছনে এলেন একজন যুবতী।

আপনার বাবা যে আপনাকে একেবারে নিঃস্ব রেখে যাননি তা জানেন কি?
হ্যাঁ।

তারাশঙ্করবাবুর কাছে তিনি কত টাকা রেখে গেছেন তাও জানেন?
হ্যাঁ, জানি।

আপনার স্বামী কতদিন নিরুদ্দেশ হয়েছেন?
আট বছর।
এই আট বছরে আপনি তাকে একবারও দেখেননি?
না।

তাঁর চিঠিপত্রও পাননি?
না।
তিনি এখন কোথায় আছেন জানেন না?

না।
আপনি পৈতৃক টাকা পেয়েছেন জানাজানি হলে তিনি এসে আপনাকে নিয়ে যেতে চাইবেন... এরকম হতে পারে?
হ্যাঁ।

আপনি তাঁর কাছে যেতে চান না?
না।
আপনার শ্বশুরবাড়ি কোথায়?
যশোরে।

শ্বশুরবাড়িতে কে কে আছে?
কেউ না।
আপনার বিয়ে হয়েছিল কোথা থেকে?
নবদ্বীপ থেকে।

নবদ্বীপে আপনার জাঠতুতো ভায়েরা আছে, সেখানে গিয়ে থাকেন না কেন?

তাদের আপনি বিশ্বাস করেন না?
না।

তারাশঙ্করবাবুকেই সবচেয়ে বড় বন্ধু মনে করেন?
হ্যাঁ।
এখন বলুন তো, যে রাতে আপনার বাবা মারা যান, সে রাতে আপনি কোনও শব্দ শুনেছিলেন?

না।
হীরা-জহরত তাঁর শোবার ঘরে থাকত?
হ্যাঁ।

কোথায় থাকত তা জানেন? বা, আন্দাজ করতে পারেন?
না।

রাতে আপনার শোবার ঘর কোথায় ছিল?
একতলায়। বাবার ঘরের নিচের ঘরে।

সে রাতে আপনার ঘুমের কোনও ব্যাঘাত হয়নি?
না।

আচ্ছা, আপনি এখন যেতে পারেন।

তারাশঙ্করবাবুর বাড়ি থেকে বিদায় নেবার সময় –
আপনি হুঁশিয়ার লোক, হয়তো এ খুনের কিনারা করতে পারবেন। কোনও সাহায্য দরকার হলে অবশ্যই আসবেন।
ধন্যবাদ

আর মনে রাখবেন, টাকার কথাটা যেন চার্ডর না হয়। তাহলে বাধ্য হয়ে আমাকে মিথ্যে বলতে হবে।
মনে রাখার চেষ্টা করব।

রাস্তায় বেরিয়ে
তারাশঙ্করবাবু কে কি রকম বুঝলে?
ভারি বুদ্ধিমান লোক।

কেল্লায় প্রবেশ করে বাঁহাতি যে রাস্তাটা গঙ্গার দিকে গেছে তার শেষ প্রান্তে কৈলাস বাবুর বাড়ি।
বরদাবাবু আমাদের একেবারে শোবার ঘরে নিয়ে গেলেন।

এনারা শশাঙ্কবাবুর বন্ধু। কলকাতা থেকে এসেছেন। ব্যোমকেশবাবু আর অজিতবাবু।
আসুন, আসুন।

পরিচয় হবার পর ব্যোমকেশ জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।
জানলাটা মাটি থেকে প্রায় পনের হাত উঁচু। আশ্চর্য বটে।

সবাই আমাকে এ বাড়ি ছেড়ে দিতে বলছে। আরে বাপু, বাড়ি ছাড়লে কি হবে—আমি যেখানে যাব, সেখানেই এই ব্যাপার হবে। আমি জানি এসব কেন ঘটছে। কোনও প্রেত ফেত নয়, এ অন্য ব্যাপার, আমি জানি ...
কি রকম?

এ হচ্ছে পিশাচ। আমার গুনধর পুত্রের কীর্তি।
সে কি!

হ্যাঁ, হতভাগা একেবারে উচ্ছন্নে গেছে। ভদ্রলোকের ছেলে পিশাচসিদ্ধ হতে চায়।

হতভাগাকে আমি ত্যাজ্যপুত্র করেছি, তাই আমার ওপর রাগ। তার একটা গুরুদেব জুটেছে। শ্মশানে বসে মড়ার খুলিতে মদ খায়।

চাবকে আমার বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছি দুটোকে। তাই ষড় করে আমার পেছনে পিশাচ লেলিয়ে দিয়েছে।
কিন্তু এতে তার লাভ?

বুঝতে পারছেন না? আমার বুকের ব্যামো আছে, পিশাচ দেখে যদি হার্টফেল করি— ব্যাস! সব বিষয়আশয় তার ভোগে—

সহসা জানলার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন
ওই—ওই

ব্যোমকেশ লাফিয়ে জানলার সামনে গিয়ে পড়ল —

!

ব্যোমকেশ একটা দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে বাইরে দেখতে লাগল —

নিচে মই জাতীয় কোনও জিনিস নেই, এমনকি কার্নিশ ও নেই।
দেখলেন?
দেখলুম।
কি রকম মনে হল?

কি আর মনে হবে! এ পিশাচ। আমাকে না নিয়ে ছাড়বে না।

ব্যোমকেশবাবু, আমার সময় ঘনিয়ে এসেছে। পিশাচের হাত থেকে কেউ বাঁচে না— উউউফ

দেখুন, ভয়টাই মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু। আমি বলি কি, বাড়িটা নাহয় ছেড়েই দিন না।

আমিও তাই বলি। আমার বিশ্বাস, এ বাড়িতে দোষ লেগেছে— পিশাচ-টিশাচ নয়। বৈকুণ্ঠ বাবুর অপঘাত মৃত্যুর পর থেকেই—

পিশাচ হোক বা বৈকুণ্ঠ বাবুই হোক— মোটকথা এনার শরীরের জন্য ভয় পাওয়াটা একেবারে ঠিক নয়— কাজেই বাড়ি ছেড়ে দেওয়াই উচিত।

আমি বাড়ি ছাড়ব না, কেন বাড়ি ছাড়ব? কী করেছি আমি যে অপরাধীর মত পালিয়ে বেড়াব?

আমার ছেলে যদি আমার মৃত্যু চায়, বেশ, আমি মরব।
পিতৃহত্যার পাপকে যে ছেলের ভয় নেই, তার বাবা হয়ে আমি বেঁচে থাকতে চাই না।

রাত হয়েছিল। পরদিন আবার আসব বলে আমরা ফিরে এলাম।

বাড়ি ফিরে দেখলাম শশাঙ্ক বাবু এসে গেছেন।
কি হে, কি হল?

প্রেতের আবির্ভাব হল। কিন্তু বরদাবাবুর প্রেত আর কৈলাস বাবুর পিশাচ মিলে ব্যাপারটা ক্রমেই বড় জটিল করে তুলছে।

পরদিন রবিবার ছিল। সকালে উঠেই ব্যোমকেশ—
চল, কৈলাস বাবুর বাড়িটা ঘুরে আসা যাক।

আবার ভূত দেখতে চাও নাকি? কিন্তু দিনের বেলা গিয়ে লাভ কি? রাত্রি ছাড়া তো অশরীরীর দর্শন পাওয়া যায় না।
কিন্তু যা অশরীরী নয়— তার দেখা তো পাওয়া যেতে পারে।

কৈলাস বাবুর বাড়ির দরজা জানলা সব বন্ধ। একজন চাকর ঝাঁট দিচ্ছে।
ততক্ষণ বাগানটা একটু ঘুরেফিরে দেখি এস।

পরিস্কার পরিচ্ছন্ন বাগান- একদিকে ছাইগাদা।

ব্যোমকেশ জুতো দিয়ে ছাই সরিয়ে কি দেখতে লাগল-

একটা পুরনো টিনের কৌটো- দেখে ফেলে দিলো।
কি হে, ছাইগাদায় কি খুঁজছ বলতো?

যেখানে দেখিবে ছাই- উড়াইয়া দেখ তাই- আরে – এটা কি ?

একটা চিড় খাওয়া ভাঙ্গা চিমনি- ভেতরে পাকান কাগজ

কি দেখছ হে? ওতে কী আছে?

একটা ছাপানো ইস্তাহারের কাগজ, জীবজন্তুর ছবি দেওয়া- ছাপার কালি ঝাপসা হয়ে গিয়েছে-

হাতের লেখা রয়েছে – দেখ তো পড়তে পার কি না ?
কালির চিহ্ন মাত্র নেই- আঁচড়ের দাগ দেখে দু একটা শব্দ অনুমান করা যায়।

বিপদে – হাতে টাক – বাবা – নচেৎ – মরীয়া – তোমার স্বাথী –
হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হচ্ছে। কাগজটা থাক।

লেখক বোধহয় বানান ভুল করেছে। সাথী না লিখে স্বাথী লিখেছে।
শব্দটা স্বাথী নাও হতে পারে।

চলো, চলো, জঞ্জাল ঘেঁটে লাভ নেই, এতক্ষনে বোধহয় কৈলাস বাবু উঠে পড়েছেন।

জানলা বন্ধ করে কোনও ফল পেয়েছেন?
হ্যাঁ, যদিও ডাক্তারের বারন। কিন্তু উপায় কি?

বিশেষ নয়। দেখা দিতে পারেন না বলে জানলায় সজোরে ঝাঁকুনি দিয়ে চলে যাচ্ছে।

একা শুতে পারি না, রাতে একজন চাকর মেঝেয় বিছানা পেতে আমার ঘরে শুচ্ছে।

এইবার আমি ঘরটা একবার ভাল করে দেখব। যদি কিছু বাদ পড়ে গিয়ে থাকে –
তা দ্যাখো, কিন্তু এতদিন পরে আর কিছু পাবে বলে মনে হয় না।

এতদিন পরে যদি বৈকুণ্ঠ বাবুর হত্যাকারীর কোনও চিহ্ন বার করতে পার তাহলে বুঝব তুমি জাদুকর।
তাই বুঝো। সে কথা যাক। বৈকুণ্ঠ বাবুর মৃত্যুর দিন এঘরে কোনও আসবাবই কি ছিল না?

বলেছি তো, মাটিতে পাতা বিছানা, জলের ঘড়া আর পানের বাটা। হ্যাঁ, একটা কানখুস্কিও পাওয়া গিয়েছিল বটে।

বেশ, আপনারা তাহলে গল্প করুন। আমি শুধু ঘরময় ঘুরে বেড়াব মাত্র।

এরপর ব্যোমকেশ ঘর পরীক্ষা করতে লাগল।
দক্ষিন দিকের দেয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে খুব কাছ থেকে দেখে নিজের মনে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

কি হল আবার ? হাসছ যে?
জাদু! দেখে যাও। এটা নিশ্চই তোমরা আগে দেখনি।

প্রথমে বুঝতে না পারলেও পরে দেখলাম দেয়ালে সাদা চুনের ওপর আঙুলের ছাপ রয়েছে।

একটা বুড়ো আঙুলের ছাপ দেখছি, এর মানে কী?
মানে– মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ। হত্যাকারীর এই পরিচয় চিহ্নটা তোমরা দেখতে পাওনি।

হত্যাকারীর!! এ আঙুলের দাগ যে হত্যাকারীর তা তুমি বুঝলে কি করে? যে রাজমিস্ত্রী চুনকাম করেছিল তারও তো হতে পারে?
হতে পারে, কিন্তু রাজমিস্ত্রী অকারন নিজের আঙুলের ছাপ ফেলতে যাবে কেন বল তো?

তা যদি বল, তবে হত্যাকারীই বা তার হাতের ছাপ রেখে যাবে কেন?
তাও তো বটে, তাহলে তোমার মতে ওটা কিছুই নয়?

আমি বলতে চাই, ওটা যে খুব দরকারি তার প্রমান পাওয়া যাচ্ছে না।
তা বটে। পকেটে ছুরি আছে? কিম্বা কানখুস্কি?

ছুরি আছে। কেন?
দাও তো।

ব্যোমকেশ ছুরি দিয়ে চিহ্নটার চারধারে দাগ কেটে একটু চাড় দিয়েই একটু প্লাস্টার বার করে আনল। পকেটে রেখে–

আচ্ছা, আজ চললুম। মাঝে মাঝে বিরক্ত করতে আসব। এই গর্ত টার কথা কাউকে বলার দরকার নেই।

আমি কিছুই দেখতে চাইনা। আমার মনে হয় তুমি ছেলেমানুষি করছ। তুমি ভাবছ বাংলাদেশে যে ভাবে গোয়েন্দাগিরি করেছ এখানেও সে ভাবে কাজ হবে। কিন্তু সেটা ভুল।

আঙুলের দাগ, ছেঁড়া কাগজ, দুটো অক্ষর, এসব দিয়ে গোয়েন্দা উপন্যাস লেখা চলে, পুলিসের কাজ চলে না। তাই বলছি –
থামো।

একটা গাড়ি আসছিল। সেটা দেখেই ব্যোমকেশ শশাঙ্ক বাবু কে চুপ করতে ইশারা করল।

তারাশঙ্করবাবু গঙ্গা থেকে চান করে ফিরছেন। গাড়িটা আমাদের সামনে এসে থেমে গেল।
কি ব্যোমকেশ বাবু? তারপর কদ্দুর?
কিসের কদ্দুর?

কিসের আবার – বৈকুণ্ঠর খুনের। কিছু পেলেন?
আমার কিছু জানবার কথা নয়। বরং শশাঙ্ককে জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

কিন্তু শুনেছিলাম যেন, আপনিই নতুন করে এ কেসের অনুসন্ধান করছেন। তা যাই হোক, শশাঙ্কবাবু কিছু নতুন আবিষ্কার হল?

হলেও তা পুলিসের গোপন কথা, সাধারনে প্রকাশ করার আমার অধিকার নেই। আর আপনি ওটা ভুল শুনেছেন। এঁরা আমার বন্ধু, এখানে বেড়াতে এসেছেন। কেসের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই।

বেশ, বেশ, তাহলে কিছুই পারেননি। আপনাদের দ্বারা যে এর বেশি হবে না তা আগেই আন্দাজ করেছিলুম। ড্রাইভার – চালাও।

গাড়ি চলে গেল। সকলেই খারাপ মেজাজে বাসায় ফিরলাম।

বিকালবেলা বরদাবাবু আসলেন।
এখানে আমাদের বাঙালিদের একটা ক্লাব আছে। চলুন, আজ আপনাদের সেখানে নিয়ে যাই।

কেল্লার বাইরে ক্লাব। পথে যেতে যেতে দেখলাম মাঠের মাঝখানে প্রকান্ড তাঁবু পড়েছে।
ওটা কি?
সার্কাস পার্টি এসেছে।

এখানে আবার সার্কাস ও আসে?
বিলক্ষণ আসে, বেশ দুপয়সা কামিয়ে নিয়ে যায়। গতবছর – না না, তার আগের বছর শেষ এসেছিল।

কাল শনিবার ছিল। কাল থেকে এরা খেলা দেখাচ্ছে।

কথা বলতে বলতে আমরা ক্লাবে এসে পৌঁছলাম।
খোলা জায়গার ওপর কয়েকখানি ঘর।

একটা ঘরে ব্রিজ খেলা চলছে। পাশের ঘরে বেশ উত্তেজিত গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল। বরদা বাবু আমাদের সেই ঘরে নিয়ে গেলেন।

কয়েকজন সেই ঘরে শশাঙ্ক বাবু কে ঘিরে ভূতযোনি নিয়ে আলোচনা করে চলেছে। আমাদের দেখেই –
আসুন আসুন বরদাবাবু, এই যে ব্যোমকেশ বাবুও এসেছেন। আসুন। এরা আমাকে একেবারে –

আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার পর
কী ব্যাপার? তোমরা এত উত্তেজিত কেন? কী হয়েছে?

ওরা আমার ভূত দেখার কথা বিশ্বাস করছে না। বলছে ওটা আমারই মনগড়া একটা মূর্তি।

আমরা বলতে চাই, বরদার আষাঢ়ে গল্প শুনে শুনে এমন হয়েছে উনি ঝোপে ঝোপে বাঘ দেখছেন।

হয়তো যেটাকে উনি ভূত মনে করছেন, সেটা আসলে একটা বাদুড় বা ওই জাতীয় কোনও কিছু।
আমি স্বীকার করছি আমি স্পষ্ট ভাবে কিছু দেখিনি। তবে ওটা যে বাদুড় নয় তা হলফ করে বলতে পারি।

এরা দুজন সবে কাল সকালেই এখানে এসেছেন। এঁদের ও আমি গল্প শুনিয়ে বশীভূত করে ফেলেছি বললে সন্দেহ হয় কি?

আপনারা সত্যি দেখেছেন না কি?

হ্যাঁ।

কী দেখেছেন?
একটা মুখ।

বেশ, তা না হয় মানা গেল যে অনেকেই দেখেছেন। কিন্তু কেন?
বৈকুণ্ঠ জহুরী ভূত হয়ে এসে কৈলাস বাবুকে বিরক্ত করছে কী উদ্দেশ্যে?
এইটা কি কেউ আমাকে বুঝিয়ে দিতে পার?

শোন অমূল্য, প্রেতযোনির উদ্দেশ্য সব সময় বোঝা যায় না। তবে আমার মনে হয়, বৈকুণ্ঠ বাবু কিছু বলতে চান।

বলতে চান তো বলছেন না কেন?
সুযোগ পাচ্ছেন না। তাঁকে দেখেই আমরা এত আতঙ্কিত হয়ে পড়ছি যে তাঁকে চলে যেতে হচ্ছে।

তাছাড়া প্রেতের মূর্তি ধারণ করার ক্ষমতা থাকলেও সবসময় কথা কইবার ক্ষমতা থাকে না। একটোপ্লাজম নামে যে বস্তুটা মূর্তি ধারণ করার আসল উপাদান –
জ্ঞান দিও না বরদা। স্পিরিচুয়ালিজম এর বইগুলো যে তোমার মাথা মুণ্ডু তা জানি।

তোমার প্রেত যদি কথাই না বলবে তবে নিরীহ একটি লোককে জ্বালাতন করছে কেন?
মুখে কথা না বললেও তাঁকে কথা বলাবার অন্য উপায় আছে।

কী উপায়? ও – সেই তেপায়া টেবিল? সে তো জোচ্চুরি।
কী করে জানলে? কখনো পরীক্ষা করে দেখেছ?

আমার দৃঢ় বিশ্বাস বৈকুণ্ঠ বাবুর কিছু বক্তব্য আছে।
আমাদের উচিত তাঁকে সাহায্য করা।
টেবিল চেলে ডাকলে তিনি তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করতে পারেন।
বেশ তো, করা হোক না। এখানেই করা হবে?

দোষ কি? এখানেই করা যাক। কি বল তোমরা? সবার সামনেই তবে প্রমাণ হয়ে যাবে।

বরদাবাবু বললেন বেশি লোক থাকলে অসুবিধে। আমরা পাঁচজন রইলাম। অন্যেরা পাশের ঘরে গেলেন। তেলের বাতির আলো কমিয়ে দেওয়া হল।

এবার একমনে সবাই বৈকুণ্ঠ বাবুকে ভাবতে থাকুন – শব্দ করবেন না। কোনও কথা বলবেন না।

কিছুক্ষন পর বরদাবাবু বললেন
বৈকুণ্ঠ বাবু এসেছেন কি? যদি এসে থাকেন একবার টোকা দিন।

কোনও সাড়াশব্দ নেই। কিছুক্ষন সব চুপচাপ। তারপর টিপাইয়ের একটা পায়া ধীরে ধীরে শুন্যে উঠে ঠক করে নিচে পড়ল।

আবির্ভাব হয়েছে! আমিই প্রশ্ন করি? কি বলেন?
আমরা মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম।

আপনি বারবার দেখা দিচ্ছেন কেন?
কোনও উত্তর পাওয়া গেল না।

আপনার কিছু বক্তব্য আছে কি?

এবার টেবিলের পায়া উঠতে পড়তে লাগল।
ঠক্
ঠক্

যদি হ্যাঁ বলতে চান, একবার টোকা দিন, না বলতে চাইলে দুবার। আপনি যা বলতে চান, অক্ষর গুনে গুনে টোকা দিন, তাহলে আমরা বুঝতে পারব।
টেলিগ্রাফে কথা আরম্ভ হল, এবং অনেকক্ষণ ধরে যে কথাগুলো বেরিয়ে এল তা হল –

বাড়ি – ছেড়ে – যাও – নচেৎ – অমঙ্গল –
আপনার বাড়ি যাতে ছেড়ে দেওয়া হয় – সে ব্যবস্থা আমরা করব। আর কিছু?
টেবিল স্থির হয়ে রইল।

হঠাৎ মনে হতেই ফিসফিস করে বললাম
হত্যাকারী কে জিজ্ঞাসা করুন।

আপনাকে কে খুন করেছে? খুনি কে?

বরদাবাবু জিজ্ঞাসা করাতে খানিকক্ষণ কোনও উত্তর এল না, তারপর পায়া ধীরে ধীরে উঠতে পড়তে লাগল। তারা – তারা – তারা – তা –রা কয়েকবার সজোরে নড়ে থেমে গেল।

ক – কী বললেন, বুঝতে পারলুম না। তারা – কী? কারো নাম?
কোনও সাড়া পাওয়া গেল না।

আপনি কি আছেন? –চলে গেছেন।

টেবিল জড়বস্তুতে পরিনত হয়েছে। ব্যোমকেশ আলোটা উজ্জ্বল করে দিল।
মাফ করবেন, এখন কেউ টেবিল থেকে হাত সরাবেন না। আপনাদের হাত আমি পরীক্ষা করে দেখতে চাই।

আমরা কেউ হাতে আঠা লাগিয়ে রেখেছি কিনা দেখতে চান? বেশ – দেখুন।
ব্যোমকেশ নির্লজ্জ ভাবে সবার হাত পরীক্ষা করতে লাগল। অজিত ও বাদ গেল না।
কিন্তু কারো হাতে কিছুই পাওয়া গেল না।

কিছু পেলেন না তো?
আশ্চর্য! এ যেন কল্পনাও করা যায় না!

শশাঙ্ক বাবু মনে মনে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। আমরা শহর ঘুরে সময় কাটিয়ে দিলাম। শুধু প্রত্যেক সন্ধেবেলায় কৈলাস বাবুর বাড়ী গিয়ে তাঁকে বাড়ি ছাড়ার জন্য বোঝান হতো। শেষে একটা ভাল বাড়ি পেয়ে তিনি আগামী রবিবার উঠে যাবেন ঠিক হল।

কিন্তু আমি তো তোমার বন্ধু। আমাকে ব্যক্তিগতভাবে বলতেই পারতে। সে যাক, এখন কি জানতে পেরেছ শুনি। কে খুন করেছে? তাকে আমরা চিনি? সত্যি বল ব্যোমকেশ, কে করেছে?

ভূত। ভূতে খুন করেছে।
ঠাট্টা করছ? ভূতে খুন করেছে?

না, ঠাট্টা নয়। আমি সত্যি কথাই বললাম।
যা বলতে চাও পরিষ্কার করে বল ভাই। আমার মাথায় ঢুকছে না।

সব কথা তোমাকে পরিষ্কার করে বোঝাতে গেলে আজ আমার কলকাতায় যাওয়া হবে না। আজ রাতটা থাকতে হবে। আসামী কে তোমার হাতে তুলে না দিলে তুমি বুঝবে না। আজ কৈলাস বাবু বাড়ি বদল করার কথা, সুতরাং আজ রাতেই আসামী ধরা পড়বে। তাহলে যা বলি তাই কর।

রাত নটায় কৈলাস বাবুর পরিত্যক্ত বাড়ির সামনে আমরা হাজির হলাম।

শশাঙ্কবাবু শিষ দিতেই অন্ধকার থেকে একটা লোক বেরিয়ে এল।

ব্যোমকেশ তাকে ফিসফিস করে কিছু বলতেই সে আবার অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমরা নিঃশব্দে বাড়ির ভেতর প্রবেশ করলাম।

খালি বাড়ি। দরজা জানলা সব খোলা। কৈলাস বাবু বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন। কোথাও কোনও আলো জ্বলছে না।

পা টিপে টিপে ওপরে উঠে কৈলাস বাবুর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ব্যোমকেশ টর্চ জ্বালল।

ঘর একদম খালি।
তোমরা বস। কতক্ষন অপেক্ষা করতে হবে জানিনা। অজিত, আমি টর্চ জ্বালালেই তুমি জানলা আগলে দাঁড়াবে। আর শশাঙ্ক তুমি প্রেত কে চেপে ধরবে।

অন্ধকার ঘরে তিনজনে
বসে পড়লাম।
এবার শুধু অপেক্ষা।

কতক্ষন কেটে গেছে জানি না।
প্রায় ঘন্টা দুয়েক হবে।
একটা হাই তুলতে যাচ্ছিলাম,
ব্যোমকেশের হাতটা সাঁড়াশির
মত আমার পায়ে চাপ দিল।

চোখে কিছুই দেখলাম না –
শুধু মেঝের ওপর পা ঘষে
চলার মত খস খস শব্দ
শুনতে পেলাম।

ক্ষীণ একটা আলো ঘরে
এসে পড়ছিল, তাতেই
দেখতে পেলাম একটা
লম্বা কালো মূর্তি –

মূর্তিটা আমাদের দিকে পিছন ফিরে
দাঁড়িয়ে আছে, আর তার হাতের
ছোট্ট টর্চের আলোয় দেয়ালের
গায়ে কি যেন খুঁজছে!

সে দেওয়ালের দিকে এগিয়ে যেতেই
ব্যোমকেশের হাতের জোরালো টর্চ
জ্বলে উঠল।
!

লাফ দিয়ে অজিত জানলা
আগলে দাঁড়াল –
মূর্তি টাও জানলার
দিকে লাফ দিল।

মূর্তিটা জানলা দিয়ে পালাবার
চেষ্টা করতেই অজিত তাকে
চেপে ধরল –
সে প্রানপনে নিজেকে
ছাড়াবার চেষ্টা করল –
তখনি শশাঙ্কবাবু পিছন থেকে
তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন।
লেগে গেল
তিনজনের
ধুন্ধুমার
এই সময় টর্চের আলোয়
তার বীভৎস মুখখানা
দেখতে পেলাম
ব্যোমকেশ মুখোশ টা
টেনে খুলে ফেলল।
পালাবার চেষ্টা করে
লাভ নেই শৈলেনবাবু।
জানলার কাছে আপনার
রন – পা নেই।
ওখানে পুলিসের লোক
অপেক্ষা করছে।

তাহলে প্রশ্ন – কোথায় রাখতেন? সেটা পরে বলছি। তার আগে বলি এই ভৌতিক উৎপাতের একমাত্র কারন হল যে হত্যাকারী সেগুলো নিয়ে যাবার সুযোগ পায় নি।
অথচ সে জানত সেগুলো কোথায় রাখা আছে।

তাই সে নতুন বাসিন্দাদের তাড়াতে চেষ্টা করেছে বারবার, যাতে সে নিরাপদে জিনিসগুলো সরাতে পারে। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে যে ভূতই বৈকুণ্ঠ বাবুর হত্যাকারী।

বৈকুণ্ঠ বাবুর মেয়েকে প্রশ্ন করেই আমার খটকা লেগেছিল। প্রথমত নীচের ঘরে শুয়েও তিনি কোনও শব্দ শুনতে পাননি, আর দ্বিতীয় কথা বাপের সম্পত্তির জন্য তিনি পিণ্ডি দিতে চাননি।

এবার দেখুন — প্রেত দোতলার জানলা দিয়ে উঁকি মারে — অথচ কোনও মই ব্যাবহার করে না। তাই রন — পা। বৈকুণ্ঠ বাবুর জামাই নিখোঁজ প্রায় আট বছর — সার্কাস দলের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায় — নিশ্চয়ই ভাল খেলোয়াড়।

জঙ্গল থেকে যে কাগজের টুকরো পেয়েছিলাম, সেটা একটা সার্কাসের ইসতাহার। যার পিছনে কয়েকটা বাংলা শব্দ লেখা ছিল।
অজিত ভুল করে যেটাকে সাথী ভেবেছিল সেটা আসলে স্বামী — স্বামী অর্থাভাবে পড়ে স্ত্রীর কাছে টাকা চাইছে।

কিছুদিন পর স্বামী মুঙ্গেরে এসে স্বাস্থ্যান্বেষী ভদ্রলোকের মত বাস করতে লাগলেন।
তার আসল পরিচয় কেউ জানত না।

সেই রাতে রন — পায়ে জানলা দিয়ে শ্বশুর মশাইএর ঘরে এসে তার গলা টিপে তাঁর কাছ থেকে হীরা জহরতের গুপ্তস্থান জেনে নিয়ে তাঁকে খুন করলেন। কিন্তু স্ত্রী এসে দরজায় ধাক্কা দিতে জিনিসগুলো নেওয়া হল না।
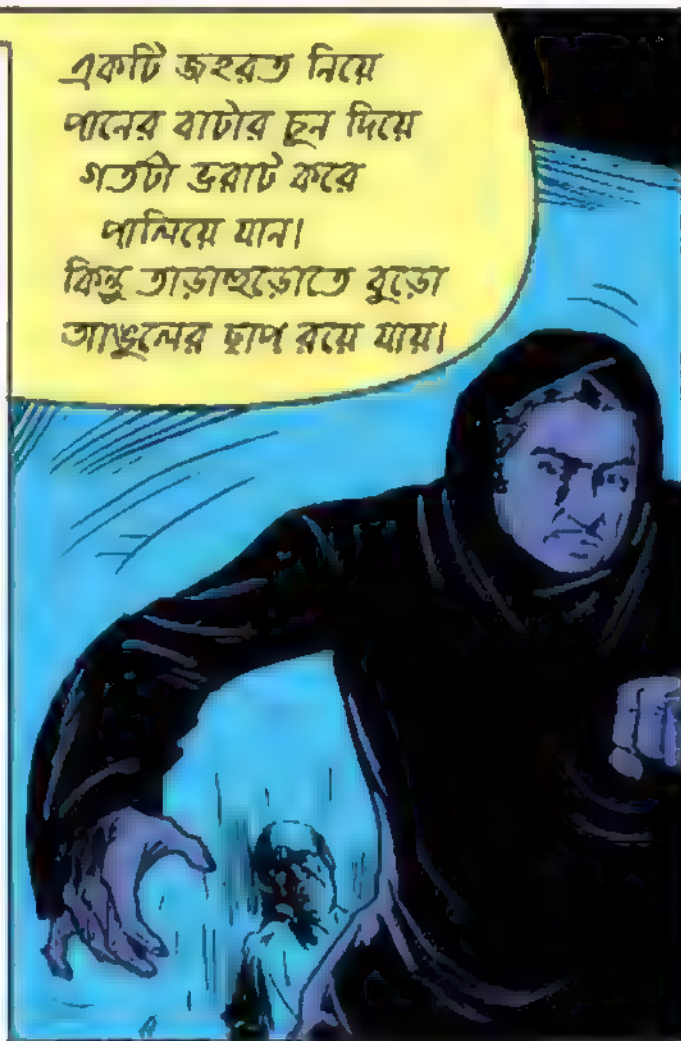
একটি জহরত নিয়ে পানের বাটার চুন দিয়ে গর্তটা ভরাট করে পালিয়ে যান। কিন্তু তাড়াহুড়োতে বুড়ো আঙুলের ছাপ রয়ে যায়।
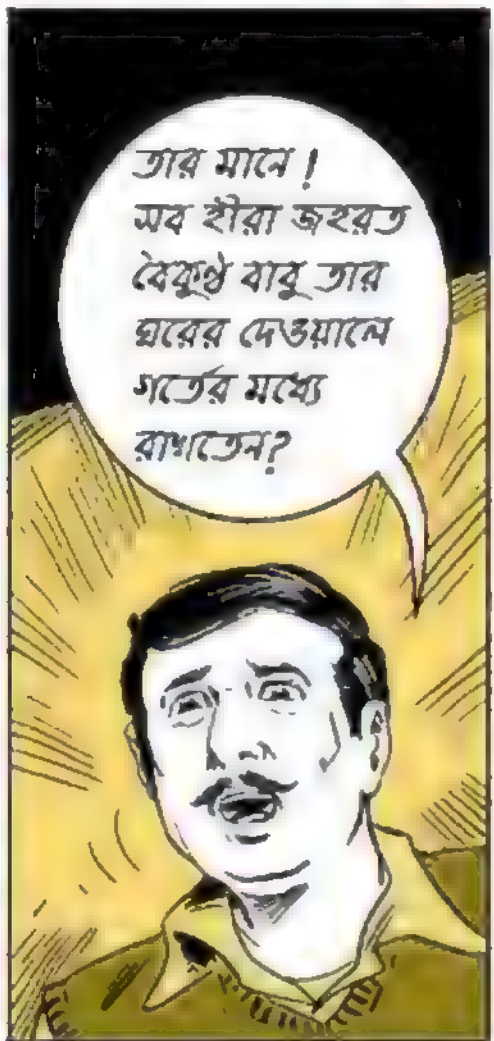
তার মানে! সব হীরা জহরত বৈকুণ্ঠ বাবু তার ঘরের দেওয়ালে গর্তের মধ্যে রাখতেন?

হ্যাঁ। তিনি পান খেতেন। তাই পানের বাটার চুন দিয়েই বারবার গর্ত ভরাট করে দিতেন। তাই কেউ ভাবতেও পারতনা একথা।
তা — তাহলে — এখন সেই হীরা জহরত?

ওটা তোমাকে একটু মেহনত করে বার করতে হবে ভাই। আমার সময় নেই, নাহলে আমিই বার করে দিতুম। তবে তোমার জন্য একটু সুবিধা করে রেখেছি, দেওয়ালে পেন্সিলের দাগ দিয়ে রেখেছি।

সেদিন প্ল্যানচেট টেবিলে আমার আরও সুবিধা হয়ে গেল। ভূতের আবির্ভাব হতেই বুঝলাম আমাদেরই মধ্যে একজন টেবিল নাড়ছেন, এবং তিনিই খুনি।
ভূতের কথাগুলোই তার প্রমান। হাত পরীক্ষা করেই শৈলেন বাবুর আঙুলের দাগ মিলে গেল।
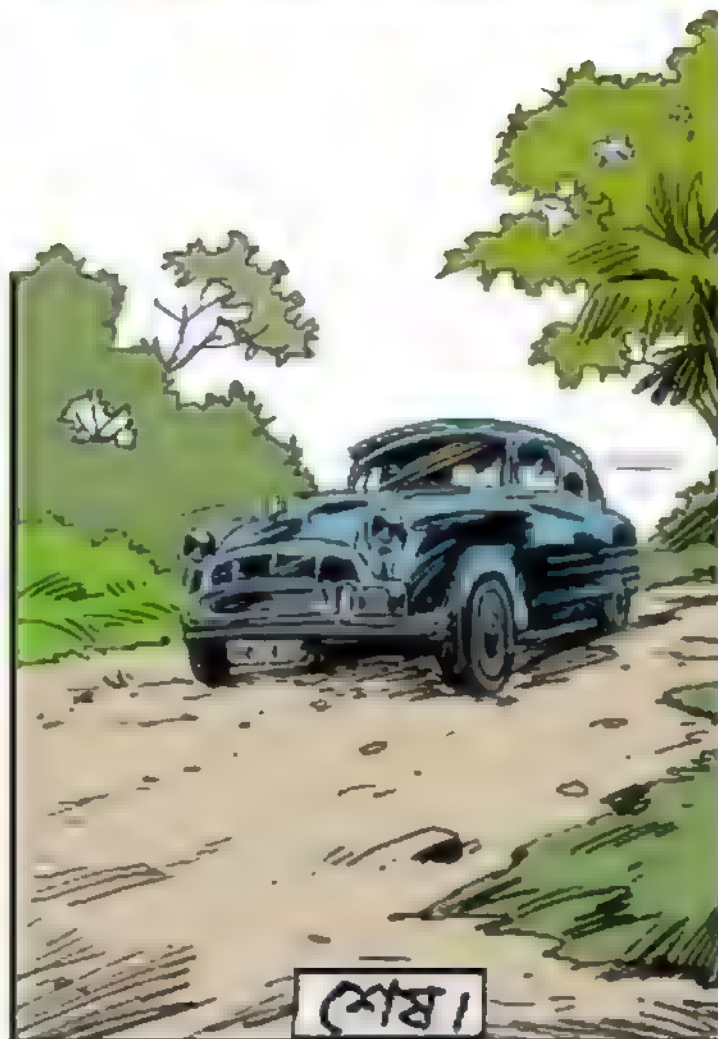
আঃ – বাঁচলুম। ব্যোমকেশ বাবু, আর কিছু না হোক বরদার ভূতের হাত থেকে আপনি আমাদের উদ্ধার করেছেন।

ও যেরকম করে তুলেছিল – আর একটু হলেই আমিও ভূতে বিশ্বাসী হয়ে পড়ছিলাম আর কি, আপনি বরদার ভূতের রোজা, অজস্র ধন্যবাদ।
সবাই হেসে ফেলল।

বরদাবাবু বিড়বিড় করে কী একটা বললেন –
ওটা আবার কী বললে? সংস্কৃত বুলি আওড়াচ্ছ মনে হল যেন?

মৌক্তিকং ন গজে গজে। একটা হাতির মাথায় গজমুক্তা পাওয়া গেল না বলে গজমুক্তা নেই, একথা সিদ্ধ হয় না।
গজের মাথায় কী আছে কখনো তলাশ করিনি, কিন্তু তোমার মাথায় কি আছে তা আমরা সবাই জানি।

আমার সময় শেষ। এবার তাহলে চললুম। তারাশঙ্কর বাবুর কাছে আগেই বিদায় নিয়ে এসেছি। – মহাপ্রাণ লোক।

তাঁকে আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার জানাবেন। এস অজিত।

শেষ।

সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সীর সচিত্র রহস্য উপন্যাস
চোরাবালি
গল্প : শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
ছবি : ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

চোরাবালি
কুমার ত্রিদিবের বারম্বার নিমন্ত্রন আর উপেক্ষা করতে না পেরে একদিন পৌষ এর সকালে আমি আর ব্যোমকেশ তার জমিদারীতে গিয়ে হাজির হলাম।
ইচ্ছা ছিল মাত আটদিন সেখানে কাটিয়ে শরীর চাঙ্গা করে নিয়ে কলকাতায় ফিরব। আদর যত্নের অবধি ছিল না। প্রথম দিনটা প্রচুর খাওয়াদাওয়া আর কুমার ত্রিদিবের সাথে গল্প করেই কেটে গেল। গল্পের মধ্যে অবশ্য খুড়ো মশাই, সুর দিগিন্দ্রই* বেশি স্থান জুড়ে রইলেন।
* (সীমন্ত হীরা দ্রষ্টব্য)
রাতে খাবার পর
কাল ভোরে শিকারের বন্দোবস্ত করেছি। যাবেন তো ?
এদিকে শিকার পাওয়া যায় নাকি ?

বাঘ-টাগ নয়। আমার জমিদারির সীমানায় একটা বড় জঙ্গল আছে। সেটা চোরাবালির জমিদার হিমাংশু রায়ের সম্পত্তি। হিমাংশু আমার বন্ধু। তার অনুমতি আনিয়ে নিয়েছি। আপত্তি নেই তো ?

আপত্তি ! তবে বাঘ নেই, এটাই যা দুঃখের কথা।
একেবারে যে নেই তা বলব না। প্রতি বছর এই সময় দু-একটা বাঘ ছিটকে এসে পড়ে।

তবে বাঘ এলেও তা আমাদের বরাতে জুটবে বলে ভরসা করবেন না। হিমাংশু নিজেই ব্যাগ করবে।
তার ভয়ঙ্কর শিকারের নেশা। জমিদারী দেখার সময় পায় না।
হাতের টিপ ও অসাধারন। মাটিতে দাঁড়িয়ে বাঘ মারে। চলুন, এবার ওঠা যাক।
কি নাম বললেন ওনার জমিদারির ?
চোরাবালি।

শুনেছি ওখানে নাকি কোথাও খানিকটা চোরাবালি আছে। কিন্তু কোথায় আছে, কেউ জানে না। সেই থেকে এই নাম।
(হা-ই) আচ্ছা, কাল সকালে তাহলে দেখা হচ্ছে। শুয়ে পড়ুন যান।
!!
চোরাবালি!? বেশ অদ্ভুত - কি বলো?
(হা-ই) তা-বটে!
!?
!!

এ - একী !?
উঠতে পারছি না!
আ-হ্-হ্-!!
সর্বনাশ!
চোরাবালি!!
আ্যা আ্যা আ্যাক্

ব্যোমকেশ!

হা হা হা হা হা হা

ওক্

ও:-! আহ:-
আ:-! শ্বাস-
বন্ধ হয়ে—

!

ইসসস! মুখে লেপ চাপা পড়ে
কী বিশ্রী স্বপ্নটাই দেখলুম!!
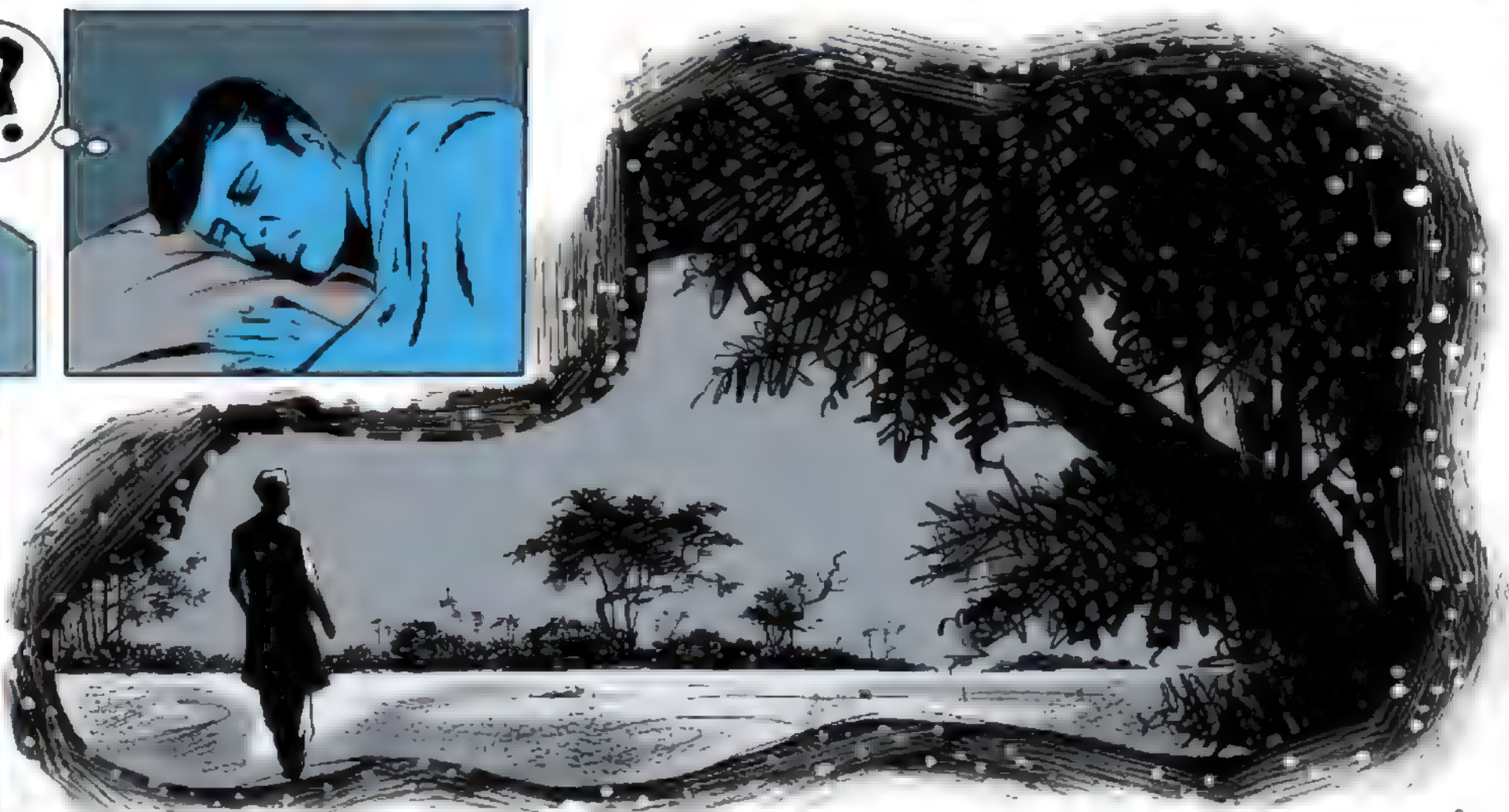
ভোর হতে না হতেই হুড়োহুড়ি পড়ে গেল।
অজিত, তোমার হোল? এখুনি কুমার ডাক পাঠাবেন।
আ-হ্যাঁ-হ্যাঁ। চা-টা শেষ করেই আমি আসছি।

বাইরে
যা যা বলেছি সব গাড়িতে তোলা হয়েছে?
আজ্ঞে। তিনটে শটগান, কার্তুজের বাক্স, আর এই যে খাবারের ঝুড়ি।

আমরা তৈরি কুমার বাহাদুর।
উঠে আসুন। সূর্যোদয়ের আগে পৌঁছুলে বনমোরগ পাওয়া সহজ হবে।

এই সময় তারা গাছের ডগায় বসে থাকে। — চমৎকার টার্গেট।
অস্পষ্ট ঊষালোকের ভেতর দিয়ে হু-হু করে ছুটে চললাম

ক্রমে দিনের আলো ফুটে উঠতে লাগল
ঐ যে। ঐ বনেই আমরা যাচ্ছি।
মিনিট কুড়ি পর আমাদের মোটর জঙ্গলের কিনারায় এসে থামল।
এসে গেছি। নেমে পড়ুন।

ত্রিদিববাবু একদিকে গেলেন, আমি আর ব্যোমকেশ অন্যদিকে।
নটার সময় বনের পূর্বসীমানায় সবার দেখা হবে। তখনই প্রাতরাশ করা যাবে।
বেশ তো, তাই হবে।

বন্দুক চালনায় এই প্রথম আমার হাতেখড়ি।
ও–। তাই একলা যেতে সাহস হল না?

সে কথা আবার বলতে?

কি হে? কি করব একটু বলে টলে দাও!
পাখির ঝাঁক দেখে গুলি চালাবে, একটা দুটো পড়বেই।
একটু পরেই
চালাও
দ্রামম্

পড়েছে!! পড়েছে!!
হুমম্। প্রথম বারের পক্ষে মন্দ নয়।
খস-খস-
?

দ্রাম
বিদ্যুৎবেগে ব্যোমকেশ গুলি চালাল

কী ছিল?
তেমন কিছু নয়। বুনো খরগোশ।

আমাদের থলি ক্রমে ভরে উঠতে লাগল। বেলাও বেড়ে চলল।
দ্রাম-দ্রাম-
আঃ - এবার তিনটে হরিয়াল পড়ল - দেখো!
বাঃ!

ব্যোমকেশ মাত্র দুবার বন্দুক চালিয়েই থেমে গেছিল।
কি ব্যাপার? বন্দুক যে আর তুলছোই না?
আর তুমি তো বন্দুক থামাচ্ছই না! কটা হোল?
সাতটা হরিয়াল। ভাবা যায়?

ব্যোমকেশ মনে হয় বড় শিকার খুঁজছে।

প্রায় নটা। চল হে, এবার ফেরা যাক।
চলো, বেশ খিদে পেয়ে গেছে না?

পূর্বসীমানা লঙ্ঘন করে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এলাম।
অজিত! সামনে দেখো।
সামনেই বালুকার একটা বিস্তীর্ণ বলয়। প্রায় সিকি মাইল চওড়া। বনের কোল ঘেঁষে পড়ে আছে।

আমরা বালুর কিনারায় বসে সিগারেট ধরালাম।
এই বালু-বলয় জঙ্গলকে আর পূর্বদিকে এগুতে দেয়নি। কোনো সময় এটা হয়তো নদী ছিল। শুকিয়ে গিয়ে বালু প্রান্তর হয়ে গেছে। কতদূর গেছে কে জানে।

একটু পরেই কুমার ত্রিদিব এসে পড়লেন।
উফ্‌ফ! দিব্যি খিদে পেয়ে গেছে।

ঐ যে দুর্যোধন এসে গেছে — আসুন।

খেতে খেতে কে কি পেয়েছে তার হিসাব হল। আমার এক কার্তুজে সাতটা হরিয়াল সত্ত্বেও, কুমার বাহাদুরই জিতে রইলেন।
চা পানের পর
এই যে লম্বা বালুর রাস্তা দেখছেন, এর থেকেই জমিদারির নাম হয়েছে চোরাবালি। এদিকটা সব হিমাংশুর।

এটা সমস্ত বনটাকেই ঘিরে আছে নাকি?
না। মাইল তিনেক হবে। তারপর আমার মাঠ আরম্ভ হয়েছে।
এরই মধ্যে কোথাও যেন খানিকটা চোরাবালি আছে। ঠিক জায়গাটা কেউ জানে না।
!
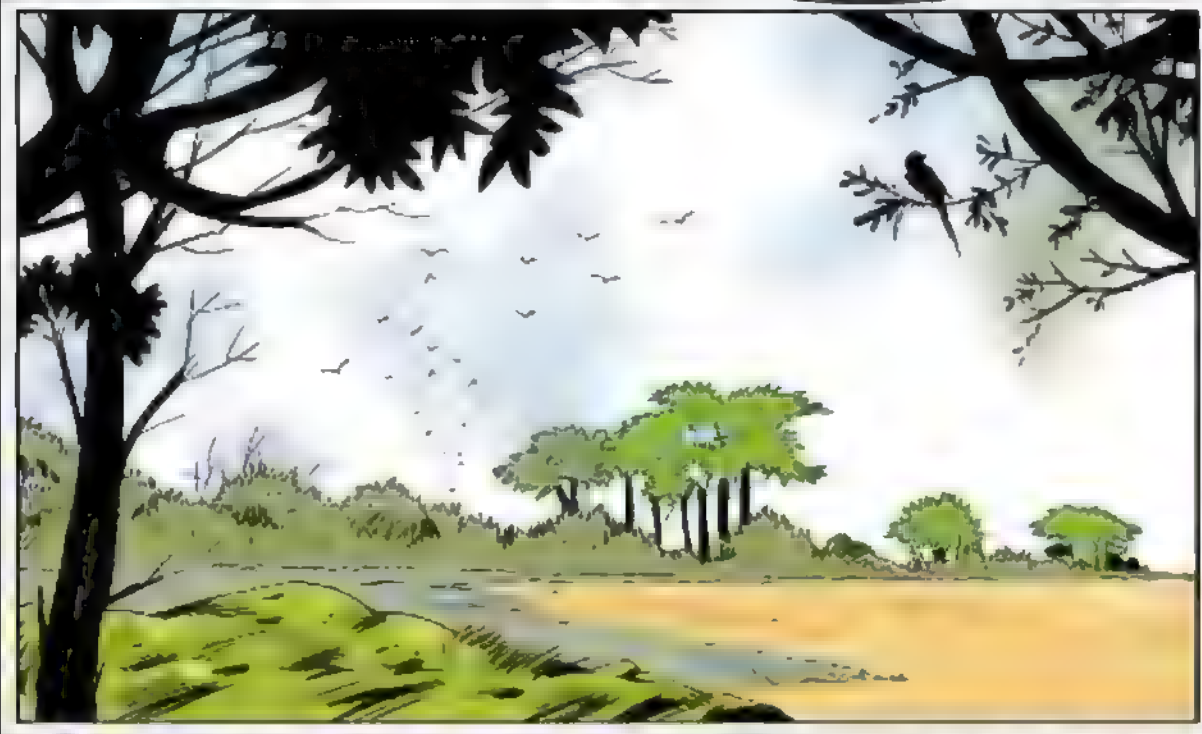
ভয়ে কোন ও মানুষ বালির ওপর দিয়ে হাঁটে না। গরু বাছুর শেয়াল কুকুর ও এড়িয়ে চলে।

এমন সময়
দ্রামমমম

আরে হিমাংশু, এস এস।
ব্যোমকেশবাবু, অজিতবাবু, এই আমার বন্ধু হিমাংশু রায়। এরই জমিদারীতে আমরা উপদ্রব করতে এসেছি।
হাঃ-হাঃ-হাঃ! অভ্যর্থনা — আমারই করা উচিত। বিশেষত এঁনাদের।

সে সুযোগ তুমি এখনও পাবে। ওনাদের চট্ করে আমি পালাতে দেব না। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ!

বাঃ! তবে তো আর কথাই নেই। অজিতবাবু - ব্যোমকেশবাবু, আমার বাড়িতে আসতে হচ্ছে তাহলে আপনাদের।
ধন্যবাদ। নিশ্চই যাবো।

তা - তুমি বুঝি আর শিকারের লোভ সামলাতে পারলে না?
আরে বল কেন? মহা ফ্যাসাদে পড়া গেছে।

আজ আমার ত্রিপুরা যাবার কথা, শিকারের নেমন্তন্ন। কিন্তু যাওয়া হল না। দেওয়ানজী আটকে দিলেন।
ধুপ্

বাবার আমলের লোক, একটু ছুতো পেলেই জোর জবরদস্তি করেন, কিছু বলতেও পারি না।

তাই রাগ করে সকাল বেলা বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। দুত্তোর! কিছু না হোক দুটো বনপায়রা তো জুটবে।
হায়! হায়! হায়!

কোথায় ত্রিপুরার জঙ্গলের বাঘ- ভাল্লুক আর কোথায় বুনো পায়রা?
তবে তুমিই বল? কার না রাগ হয়?

পেট চোঁ-চোঁ করছে। তোমাদের ঝুড়িতে কি আছে দেখি। এই তো। বাঃ!

তা দেওয়ানজী তোমাকে যেতে দিলেন না কেন? কি হয়েছে?
হয়েছে আমার মাথা। একদম বাজে কারন। তবে দেওয়ানজী খুব চিন্তিত। পুলিসে ও খবর দেওয়া হয়েছে।
তুমি তো জানো, বাবা মারা যাবার পর থেকেই গত পাঁচ বছর ধরে প্রজাদের সঙ্গে অনবরত মামলা চলছে। আদায় তসিল ও ভাল হচ্ছে না।
অষ্টপ্রহর অশান্তি লেগেই আছে। সে যাই হোক — এর ওপর আবার এক নতুন ফ্যাচাং —।

মাস কয়েক আগে বেবির জন্য একটা মাস্টার রেখেছিলুম, সে হঠাৎ পরশু থেকে নিরুদ্দেশ হয়েছে।
কি রকম?

বল কি?
হ্যাঁ। যাবার সময় নাকি খানকয়েক পুরনো হিসেবের খাতা নিয়ে গেছে।

লোকটা এখনো ধরা পড়েনি?

না। এবং যতক্ষণ না ধরা পড়ছে —— আরে! তাই তো!
এটা এতক্ষণ আমার মাথাতেই ঢোকেনি—!!!

কি?
কি হল?

আপনি তো একজন বিখ্যাত ডিটেকটিভ!
সত্যান্বেষী!

হ্যাঁ - হ্যাঁ। তাহলে মশাই, দয়া করে যদি লোকটাকে দু' একদিনের মধ্যে ধরে দেন, তবে –
তবে কি?

তবে আমার ত্রিপুরার শিকারটা ফস্কায় না। কাল পরশুর মধ্যে গিয়ে পড়তে পারলে –
হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ!
চোরের মন পুঁই আদাড়ে। তুমি বুঝি খালি শিকারের কথাই ভাবছো?

আমাকে কিছু করতে হবে না। পুলিসই পারবে। এসব জায়গা থেকে লোপাট হয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

পুলিসের কম্ম নয় মশাই। এই কদিনে তারা সব তোলপাড় করে ফেলেছে। সমস্ত স্টেশনে পাহারা বসিয়েছে। কোন ও লাভ হয়নি।

আপনি কেসটা হাতে নিন। সামান্য ব্যাপার। আপনার দু ঘন্টা ও লাগবে না। ও ত্রিদিব – তুমি একটু ওনাকে বল না ভাই?

আচ্ছা, বেশ। ঘটনাটা গোড়া থেকে আমাকে সব বলুন।

আমিই কি সব জানি ছাই! তার সাথে আমার সব মিলিয়ে পাঁচ দিনও দেখা হয়নি।

তবু যেটুকু জান, বলছি —

মাস দুয়েক আগে, একদিন সকালবেলা —
কী ব্যাপার? কী চাই আপনার?
আজ্ঞে, আ- আমার একটা চাকরির বড় প্রয়োজন।

আমি বি এস সি পাশ। যে কোনও কাজ করতে রাজী আছি। দয়া করে যদি —
!?

লোকটা শিক্ষিত! কিন্তু এখুনি একে কী কাজ দিই? ওহো: -! গিন্নী বলেছিল বটে -

আমার মেয়ে বেবির জন্য মাস্টার দরকার। তাকে পড়াতে পারবেন?
পারব বৈকি। আমি পড়াতে জানি।
বেশ। তবে আজ থেকে লেগে পড়ুন।

তার থাকা খাওয়া, মাইনের বন্দোবস্ত করে দিলুম। সে ও বেবিকে পড়াতে লাগল।
তারপর আর বেশি দেখা হয়নি আমার সাথে।
তারপর হঠাৎ শুনি সে উধাও হয়েছে। তাতে কিছু যায় আসে না, তবে গেল বাবার ঐ হিসাবের খাতাগুলো।
কেন যে সে ওগুলো নিয়ে যেতে গেল — আরেঃ —!

বনমোরগ
ফট্-ফট্-ফট্
দ্রামম্
চকিতের মধ্যে হিমাংশু বাবু ফায়ার করলেন —

ধপ্ —
বাপরে, কি টিপ আপনার!
অসাধারণ!

ও আর কি দেখলেন? ওর শব্দভেদী প্যাঁচ যদি দেখেন —
আরে না না, এখন ওসব থাক। চলো আর একবার বনে ঢোকা যাক।
না, না। সে হচ্ছে না। ওটা দেখাতেই হবে।

নাও — চোখে রুমাল বাঁধো দেখি।
কি যে ছেলেমানুষী করো না তুমি। ওসব বাজে ট্রিক। কত লোক দেখেছে।

তা হোক। আপনাকে দেখাতে হবে।
আচ্ছা দেখাচ্ছি। কিছুই নয়, চোখ বেঁধে শুধু শব্দ শুনে লক্ষ্যবেধ করা।

ব্যোমকেশবাবু, আপনি রুমাল দিয়ে আমার চোখ বেঁধে দিন - কিন্তু - দেখবেন কান দুটো চাপা না পড়ে।
হয়েছে। এবার —
বাকিটা এবার আমি করছি -

কুমার ত্রিদিব প্রায় পঁচিশ হাত দূরে গিয়ে -

একটা গাছের ডালে পেয়ালাটা বাঁধলেন।

হিমাংশু, এবার শোনো।
ঢুং
আর একবার বাজাও -

!!

দারুণ! দারুণ! আশ্চর্য!
হয়েছে?

ভাবা যায় না!!
কেমন? বলেছিলাম তো? হল?

সত্যি! এ অভূতপূর্ব!
যাক যাক! এত সুখ্যাতি শুনলে আমি বিলিতি বেগুনের মত লাল হয়ে যাব। এখন চলুন

কোথায়?

আর একবার বনে ঢোকা যাক।

বেলা দেড়টার সময় সবাই মোটরের কাছে ফিরে এলাম।
আপনার সেই মাস্টারের গল্প সবটা শোনা হল না।
যা জানি সবই বলেছি। আর কিছু শোনার আছে বলে মনে হয় না।

কি নাম ছিল লোকটার?
নাম? হ-হর-হরি-হরিনাথ। হরিনাথ চৌধুরী। কায়স্থ।

চলো হিমাংশু, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে যাই। তুমি বোধহয় হেঁটেই এসেছ?
হ্যাঁ। মাঠের ভেতর দিয়ে ঘুর পথে এসেছি। ওটা দিয়ে মাইলখানেক।

চল। তোমাকে পৌঁছে দেই। আর যদি নেমন্তন্ন কর তাহলে দুপুরের স্নানাহারটা তোমার ওখানেই –
নিশ্চই, সে আর বলতে। আমারই আগে বলা উচিত ছিল।
!?
হিমাংশুবাবু খুব একটা খুশি মনে কথাটা বলছেন না মনে হল!?

মিনিট দশেক পর আমাদের গাড়ি হিমাংশুবাবুর প্রাসাদের সামনে এসে দাঁড়াল।

দেওয়ানজী এসে গেছেন দেখছি! আপনারা আসুন।

!
বাবা হিমাংশু, যা ভেবেছিলাম তাই। হরিনাথ মাস্টার শুধু খাতাই চুরি করেনি, সঙ্গে সঙ্গে তহবিল থেকে –

আবার কি?
ছ-হাজার টাকাও গেছে!

হিমাংশুবাবুর মেয়ে বেবির সাথে ব্যোমকেশের বেশ ভাব হয়ে গেল।
খাওয়া দাওয়ার পর বৈঠকখানায় বসলাম।
এবার ভট্টাচার্যি মশায়ের মুখে ব্যাপারটা শোনা যাক।
আপনি ব্যাপারটা একটু খুলে বললে বুঝতে সুবিধা হয়।
হরিনাথ কে দেখলে এমনিতে ক্যাবলা মনে হোত - অথচ তার পেটে পেটে যে -

হিমাংশু বাবাজী তাকে আশ্রয় দিল, আমিও না করিনি। পুরনো খাতাপত্র রাখার ঘরে তার থাকার ব্যবস্থা করা হল। বেবি দুবেলা ঐ ঘরেই পড়ত।

প্রথমে ভেবেছিলাম সে সরকার বা আমলার বাড়ি গিয়ে দুবেলা সে খেয়ে আসবে, কিন্তু আমাদের মা লক্ষ্মী সে প্রস্তাবে মত দিলেন না।

মানে, বেবির মা?
হ্যঁ্যা, তিনি বলে পাঠালেন বেবির মাস্টার বাড়িতেই খাওয়া দাওয়া করবে। সুতরাং তাই হল।

তার পর?
তারপর সে বেবিকে রোজ পড়াতে লাগল। দেখলুম ভালই পড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে আমার কাছে এসে ও বসত - দু চার ধর্ম কথা শুনতে চাইত।

আমি একাই থাকি। স্ত্রীকে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছি। স্বপাকে খাই। সেদিন ছিল শনিবার। সকালে এসে শুনলুম মাস্টারকে পাওয়া যাচ্ছে না। ক্রমে বেলা বারোটা বেজে গেল, তখনও তার দেখা নেই।

আমার সন্দেহ হল, তার ঘরে গিয়ে বুঝলুম সে রাত্রে বিছানায় শোয়নি। তখন, যে আলমারিতে পুরনো হিসেবের খাতা থাকে সেটা খুললাম।

দেখলুম – গত চার বছরের হিসেবের খাতা নেই!
গত চারবছর ধরে অনেক বড় বড় প্রজাদের সঙ্গে মামলা চলছে। বুঝলুম এ তাদেরই কারসাজি।
তারপর?
হরিনাথ তাদেরই চর। মাস্টার সেজে দলিল চুরি করার জন্য ঢুকেছিল।

পুলিসে খবর দিলুম। তখনও জানতাম না যে সিন্দুক থেকে ছ-হাজার টাকাও লোপাট হয়েছে।
?

কিছুদিন থেকে তহবিলে টাকার টানাটানি পড়েছে। মামলার খরচ চালাবার জন্য মহাজনের থেকে টাকাটা হাওলাত নিয়ে সিন্দুকে রেখেছিলুম।

আজ টাকাটা সদরে পাঠাবো বলে বার করতে গিয়ে দেখি, টাকার পুঁটলিতে নোট নেই। কতকগুলো পুরনো খবরের কাগজ রয়েছে।
!?
তাহলে তালা ঠিকই ছিল? চাবি কার কাছে থাকে?

দুটো চাবি। একটা আমার কাছে থাকে, আর একটা—

দুটো চাবি। একটা আমার কাছে থাকে, আর একটা—

হিমাংশু বাবাজীর কাছে। আমারটা ঠিকই আছে। কিন্তু হিমাংশু বাবাজীর চাবিটা শুনছি—
!!?
কী?
কদিন থেকে পাওয়া যাচ্ছে না!

আমারই দোষ। চাবি আমার কোনও কালে ঠিক থাকে না। কোথায় রাখি ভুলে যাই। এবারও কয়েকদিন থেকে চাবিটা খুঁজে পাচ্ছিলুম না। ভেবেছিলুম কোথাও না কোথাও আছে।

হুঁ– মা লক্ষীর মাস্টারটি জুটেছিল ভাল। কিন্তু তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা এই আশ্চর্য। ভাল করে খোঁজ করা হচ্ছে তো?

যতদূর সাধ্যি ভাল করেই খোঁজ করানো হচ্ছে। পুলিস তো আছেই, আমিও লোক লাগিয়েছি। কিন্তু কোনো খবর নেই।

আমার মাস্টারমশাই কবে ফিরে আসবেন?
জানি না। বোধহয় আর আসবেন না।

তুমি মাস্টারমশাইকে খুব ভালবাসো – না?
হ্যাঁ – খুব ভালবাসি। তিনি আমাকে কত অঙ্ক শেখাতেন।

বলো তো, সাত - নাম কত হয়?
এইরে কত? চৌষট্টি?

চুঃ! তুমি কিছু জান না। সাত-নাম তেষট্টি!
আচ্ছা, তুমি মা কালীর স্তব জানো?

নাঃ! এসব ও কি তোমার মাস্টারমশাই শিখিয়েছিলেন নাকি?
হ্যাঁ – শুনবে?
নমস্তে কালিকা দেবী করাল বদনী –
বেবি, ওসব আমরা পরে শুনবো, এখন তুমি বাগানে গিয়ে খেলা কর গে যাও।

বেবি একটু ক্ষুণ্নভাবে পুতুল নিয়ে বাইরে চলে গেল।
লোকটা মাস্টার হিসেবে মন্দ ছিল না। বেশ যত্ন করে পড়াত — অথচ —

চলুন। মাস্টারের ঘরটা একবার দেখে আসা যাক।
চলুন।

আসুন, এইদিকে —

এই ঘরেই মাস্টার থাকত।

তক্তপোশের নীচে একজোড়া জুতো মনে হচ্ছে!

একেবারে নতুন যে! ও আপনারাই কিনে দিয়েছিলেন বুঝি?
হ্যাঁ।

আশ্চর্য! ভারি আশ্চর্য!

আশ্চর্য! ভারি আশ্চর্য!
কেন? কি হয়েছে?
কুলুঙ্গিতে ওটা কি?

মাস্টার কি চশমা পরত?

আ-হ্যাঁ। পরত বটে। ফেলে গেছে নাকি?
হ্যাঁ। আশ্চর্য নয়?

তা বটে। যার চোখ খারাপ সে চশমা ফেলে পালাবে এটা অস্বাভাবিক।
এর কি কারণ বলে আপনার মনে হয়?

অনেক কারণ থাকতে পারে। হয়তো সবাইকে ঠকাবার জন্য চশমা পরত।
হয়তো সত্যি তার চোখ তেমন খারাপ ছিল না। আলমারীটা দেখা যাক।

বেশ ভারী খাতা। সের চারেকের কম নয়।

হুমম্। এক একটায় বুঝি এক বছরের হিসেব আছে?
হ্যাঁ।

চলুন।

ঘরের বাইরে এসে —
কি হল ব্যোমকেশবাবু? এমন চুপ করে গেলেন যে?
আমি এ ব্যাপারে তদন্ত করি তা কি আপনি চান?

হয়ে- হ্যাঁ — চাই বই কি। এতগুলো টাকা — একটা কিনারা হওয়া তো দরকার।

তাহলে আমাকে আর অজিতকে এখানে থাকতে হয় —

কুমার ত্রিদিবের আমাদের ছাড়বার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু হিমাংশুবাবুর কথা ভেবে তিনি আপত্তি করতে পারলেন না।
আপনি যদি অনুমতি দেন তবেই আমরা এখানে থাকতে পারি। আমরা আপনার অতিথি।
তা বেশ তো, কিন্তু এ কাজটায় কদিন সময় লাগবে আপনার?

এখনই বলতে পারছি না। তবে ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুতর।

তা অবশ্যই। অনেকগুলো টাকা চুরি গেছে।
উঁহুঁ। টাকাটা বড় কথা নয় ত্রিদিববাবু।

তবে?
আমার বিশ্বাস হরিনাথ মাস্টার বেঁচে নেই।
!?

কুমার বাহাদুর ফিরে গেলেন। শীতের গোধূলি নেমে আসছিল।

জুতো পরে না যাবার একটা কারণ হল হাঁটলে শব্দ হবে না। চুপি চুপি পালানো যায়।
তা বটে।
কিন্তু জামা, চশমা, এসব ফেলে যাবে কেন?

তার কটা জামা ছিল তা জানলে কি করে?
দেওয়ানজীর থেকে। একটা সে পরে এসেছিল। দুটো এখান থেকে দেওয়া হয়েছিল। সবই দড়িতে ঝুলছে। কেন?

তাহলে তোমার অনুমান হল যে—
ওরে, দেখেছ?

সবে শুক্লপক্ষ পড়েছে। মাস্টার যে রাতে পালায় সে রাতে কি তিথি ছিল বলতে পারো?

নাঃ। ওসব তিথি নক্ষত্রের সাথে আমার কোনওদিনই সম্পর্ক নেই।

বোধহয় — অমাবস্যা ছিল। চলো তো, পাঁজি দেখতে হবে।

কে যেন কাঁদছে?!
চুপ!

আপনার পা ছুঁয়ে বলছি বাবু, ও মহাপাপ আমরা করিনি। মা-ঠাকরুন ভুল বুঝেছেন।

ঠিক বলছ? তোমরা মারোনি?
না হুজুর। আপনি মালিক - দেবতা,

আমার মেয়ে দোষ করেছে সত্যি, কিন্তু ও কাজ আমাদের নয়।
যদি একথা মিথ্যে হয় –

মিথ্যে বললে — যেন আমার মাথায় বজ্রাঘাত হয়। দয়া করুন হুজুর।
কিন্তু রবিবাকে আর এখানে রাখা চলবে না। কালই তাকে পাঠাবার ব্যবস্থা কর।

আজ্ঞে হুজুর, কালই ওকে ওর মাসীর কাছে পাঠিয়ে দোব।

বেশ। যা খরচ লাগে তা আমি দেব।

!
চলে এসো।
চুপচাপ্‌।

মিনিট পনেরো পরে –
অন্য দিক দিয়ে ঘুরে
বাড়ির সামনে এলাম।

একবারটি
ডাকো না –
একবারটি –
!?
আঃ পাগলি –
এখন নয়।
পরে - পরে।

না, দেওয়ানদাদু,
একবারটি ডাকো।
ঐ ওরা শুনবেন।

ও আপনারা।
বাগানে বেড়াচ্ছিলেন
বুঝি ?
হ্যাঁ।
বেবি কি বলছে ?
কাকে ডাকতে ?

তুমি যখন ঘুমুতে যাবে
তখন শোনাব – কেমন ?
এখন যাও।
লক্ষ্মী দিদি আমার।

ঠিক শোনাবে তো ?
না হলে আমি
ঘুমুব না।
আচ্ছা বেশ।

এইমাত্র থানা থেকে খবর নিয়ে লোক এল, মাস্টারের কোনো সন্ধান পাওয়া যায় নি।
হুম্!

আসুন ব্যোমকেশবাবু, আপনাদের আমার অস্ত্রাগার দেখাই।

আমার আহ্নিক করার সময় হল। আমি এলাম।

আসুন।

হ্যাঁ চলুন।

এই দেখুন, আমার অস্ত্রাগার।

ওরে-ব্বাস! এতো বন্দুক!!
এক একটার ক্ষমতা এক এক রকম।

এ সবই কি শিকারের জন্য?
অবশ্যই। বাঘের জন্য যে বন্দুক তা হাতির জন্য অচল।
তাই আলাদা আলাদা ব্যবস্থা।

কিছু কিছু উপহার পেয়েছি। তবে বেশির ভাগই আমার নিজের সংগ্রহ।
দুর্দান্ত!
তা এসবের পরিচর্যা কে করে?
ওরে বাবা। সব আমি নিজে করি।
!

মরে গেলেও কাউকে ছুঁতে দেবো না। হা-হা-হা-!

বাবু-
কে? ও অনাদি। কি বলো?
আজ্ঞে, খাবার সময় হয়েছে।

ও-! তাই তো। সাড়ে আটটা। চলুন-চলুন।

রাতের খাওয়া শেষ হলে, ভুবন নামে এক চাকর আমাদের শোবার ঘরে নিয়ে এল।

আচ্ছা ভুবন, তুমি হরিনাথ মাস্টারকে তো দেখেছিলে?
হ্যাঁ বাবু। তার ঘরেও যেতাম।

বটে। আচ্ছা মাস্টারের ঘরে একটা মা কালীর ছবি দেখলাম। ওটা কি মাস্টার সঙ্গে করে এনেছিল?

না বাবু। মাস্টার সঙ্গে করে একটা খড়কে কাঠিও আনে নি।

ও ছবিটা দেওয়ানজীর কাছ থেকে এনে মাস্টার নিজের ঘরে টাঙিয়েছিল।
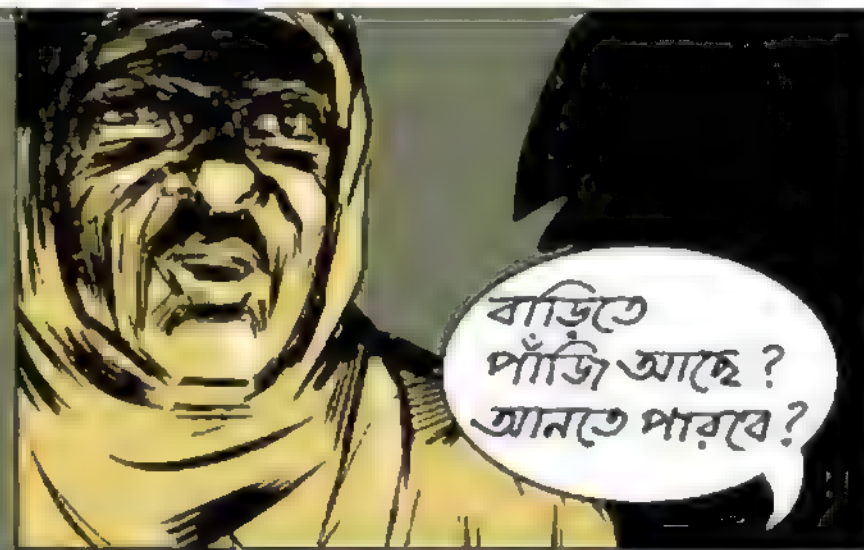
বুঝেছি। আর একটা কাজ করতে পারবে?
বলুন বাবু।
বাড়িতে পাঁজি আছে? আনতে পারবে?
আজ্ঞে, এখুনি এনে দিচ্ছি।

এখুনি পাঁজি এনে দিচ্ছি।

ঠিক তখনই
হু-উ-উ-উ-উ

ও কি? ও কিসের ডাক?
শেয়ালের!

এই যে বাবু, পাঁজি।

তখনই আবার
হু-উ-উ-উ-উ

ও কি হে! বাড়ির এত কাছে শেয়াল ডাকছে নাকি?
শেয়াল নয় হুজুর।
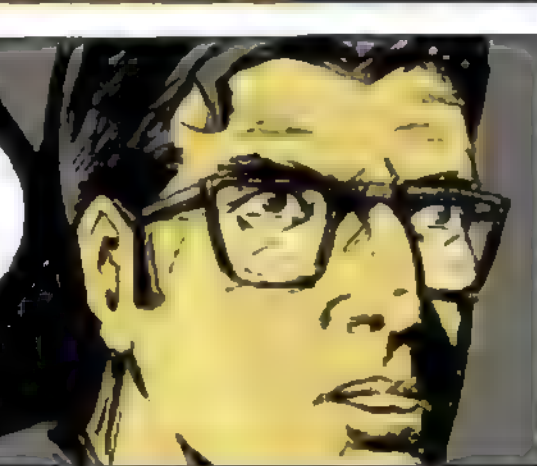
বেবিদিদি দেওয়ানজীর কাছে বায়না ধরেছেন শেয়াল ডাক শুনবেন, তাই তিনি ডাকছেন।
কি আশ্চর্য! একেবারে অবিকল শেয়ালের ডাক! বোঝার উপায় নেই।

আজ্ঞে হ্যাঁ, দেওয়ান ঠাকুর সব জন্তু জানোয়ারের ডাক ডাকতে পারেন।

কি হে? তুমি পাথর হয়ে গেলে যে!
অ্যাঁ-? নাঃ- কিছু না।

পাঁজি এনেছ? বেশ, তুমি এসো।

এই দ্যাখো। মাস্টার যেদিন নিরুদ্দেশ হয় সেদিন ছিল—
?

অমাবস্যার রাত।

পরদিন সকাল সাতটায়
ওহে। কেউ এখনও ঘুম থেকে ওঠেনি মনে হচ্ছে?
এজ্ঞে শীতকাল। এ বাড়িতে আটটা সাড়ে আটটার আগে কেউ জাগবে না।

চলো ব্যোমকেশ। একটু জঙ্গল থেকে ঘুরে আসি বরং।

বেশ। চলো, বন্দুক আর টোটা নিয়ে আসি।

এখন তো তোমার কোনও কাজ হবে না, বরং দু-চারটে পাখি মারা যাক।

তোমার দেখছি বেশ নেশা ধরে গেছে। সুযোগ পেলেই পাখি মারতে ছুটছ।
হাঃ-হাঃ- হাঃ-হাঃ-
আরে! ঐ দেখ। জঙ্গলের ধারে একটা কুঁড়েঘর!?

হুমম্! এইখানে! চল তো! ঘরটা দেখা যাক।

ঠিক তখনই
ফট্-ফট্-ফট্-ফট্-ফট্-

দ্রাম-

থপ্-
আমি ওটা নিয়ে আসছি-।
আরে এত তাড়া কিসের?

মরা পাখি তো আর উড়ে পালাবে না হে। এসো, ঐ দিক দিয়ে ঘুরে যাওয়া যাক-

কুঁড়েঘরটাও দেখতে হবে।

ঘরটা বেশ অদ্ভুত ভাবে তৈরী করা!

এদিক থেকে বালির দিকে যেতে হলে এই ঘরের ভেতর দিয়ে যেতে হবে।

এ ঘরে মানুষের যাতায়াত আছে!

!?

আরে:!
পাখিটা ওখানেই তো পড়ে ছিল!?
কোথায় গেল?

নেমে একবার ভাল করে দেখে আসি—
না!

বালির ওপর পা বাড়িও না।
কি হল?

একটু দাঁড়াও। এখুনি বুঝবে।
মানে?

সদ্য-ছোঁড়া কার্তুজের খোলটা পকেটেই ছিল। সেটা প্রায় বিশ হাত দূরে বালির ওপর ছুঁড়ে দিয়ে—

এবার ভাল করে লক্ষ্য কর—!!
কার্তুজের ভারী দিকটা বালির মধ্যে নেমে গেল—!
তারপর—

দেখলে? দেখলে? উঃ, কি ভয়ানক!
চোরাবালি!!

কি ভয়ানক! ব্যোমকেশ, তোমার জন্য বেঁচে গেলাম!
ওফফ্! আর একটু হলেই—!

ব্যোমকেশ ঝুঁড়েঘরের চাল থেকে কয়েকটা বাখারি ভেঙে আনল।
তারপর একটা একটা সেগুলো বালির ওপর ছুঁড়তে লাগল।
সবগুলোই ডুবে গেল!

হুঁ!
অজিত, আমরা চোরাবালির সন্ধান পেয়েছি, এ কথা যেন ঘুনাক্ষরে কেউ জানতে না পারে। বুঝলে?

ঘরটা কি চমৎকার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে দেখেছ?
পিছনে চোরাবালি, সামনে গভীর বন — দুর্ভেদ্য ঘাঁটি!

কেউ একজন এদিকেই আসছে—!

হিমাংশুবাবু—

আপনারা কোথায় ছিলেন ? আমি জঙ্গলের মধ্যে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম !

অজিতের পাল্লায় পড়ে পাখি শিকারে বেরিয়ে পড়েছিলুম।
পাখিরা অবশ্য বেশ অক্ষত শরীরে আছে,
কিন্তু আর্মস্ অ্যাক্টের বিরুদ্ধে অজিত যেরকম অভিযান আরম্ভ করেছে, শীগ্‌গির পুলিসের হাতে পড়বে।

তা আপনি একেবারে রাইফেল নিয়ে বেরিয়েছেন যে ?

হ্যাঁ - সকালে উঠেই শুনলুম জঙ্গলে নাকি বাঘের ডাক শোনা গেছে।

চাকরটা বললে, আপনারা এদিকে এসেছেন - একটু ভাবনা হল। কারণ, হঠাৎ যদি বাঘের মুখে পড়েন তাহলে আপনাদের ঐ পাখিমারা বন্দুক কোনো কাজেই লাগবে না।

বাঘ এসেছে কার মুখে শুনলেন ?

দেওয়ানজী বলছিলেন।
তিনি নাকি অনেক রাতে বাঘের ডাকের মত একটা আওয়াজ শুনতে পেয়েছেন।

চলুন, এবার ফেরা যাক। এখনো চা-টা খাওয়া হয়নি।
চলুন। আচ্ছা, এই ভাঙাচোরা ঘরটা কার ? জানেন কিছু ?

আমি তখুনি তাকে দূর করে দিচ্ছিলুম, কিন্তু দেওয়ানজী আটকে দিলেন। শাপমন্যি লাগার ভয় দেখালেন।

বাবা হিমাংশু, কাজটা ঠিক হচ্ছে না। এঁরা কুপিত হলে অমঙ্গল হবে বাবা।
সে যা হয় হোক, কিন্তু ওরকম একটা উলঙ্গ অসভ্য লোককে আমার বাড়িতে আমি থাকতে দোব না।

তারপর?
অনেক তর্ক বিতর্কের পর ঠিক হল, বাড়িতে নয়, আমার জমিদারির মধ্যেই কুঁড়ে বেঁধে থাকবে -

আর - ভাঁড়ার থেকে তার নিয়মিত সিধে দেওয়া হবে।

ওটাই সেই কুঁড়ে। বাবাজী মাস ছয়েক ওখানে ছিলেন। তারপর একদিন হঠাৎ সরে পড়লেন।

সেই থেকে ঘরটা খালি পড়ে আছে।

আমরা বাড়ি ফেরার একটু পরেই কুমার ত্রিদিব এসে পড়লেন।
প্যাঁপ - প্যাঁপ - প্যাঁপ

কি বুঝছেন ? কদ্দুর ?
বেশি দূর নয়। দু এক দিনের মধ্যেই একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে।
আজ একবার শহরে যাওয়া দরকার।

পুলিসের কাছ থেকে কিছু খোঁজখবর নিতে হবে।
বেশ তো, চলুন। আমার গাড়িতে করে ঘুরে আসি।

হুঁ। অজিত এখানেই থাকুক। আপনি আর আমি ঘুরে আসি।
বেশ তো, চলুন।
!

চোখ দুটো বেশ ভাল করে খুলে রেখ। কিছু ঘটলে লক্ষ্য কোরো।
?

ব্যোমকেশ ত্রিদিববাবুর সাথে বেরিয়ে গেল। হিমাংশুবাবুর মুখ দেখে মনে হল ওরা চলে যাওয়ায় বেশ স্বস্তি পেয়েছেন! কিন্তু কেন ?

একটু পরে আমার সাথে গল্প করতে বসলেন। দেওয়ানজীও যোগ দিলেন।

আপনি তো অনেকদিন ব্যোমকেশবাবুর সাথে আছেন, ওনার ওখানে খুব নামডাক বুঝি?
ওরে বাবা। সে আবার বলতে।

পুলিশের বড়কর্তারা মাঝে মাঝেই ওর সাহায্য চান।

তাই নাকি?
হ্যাঁ। যত জটিল কেসই হোক আমার বন্ধু ঠিক সমাধান করে দেয়।

আশ্চর্য ক্ষমতা, তাই না?

নিশ্চই। নাহলে, হরিনাথ মাস্টার যে বেঁচে নেই তা এত শীগগীর কেউ বার করতে পারত না।
!?

বেঁচে নেই!

এইরে! এতটা বলা বোধহয় উচিত হচ্ছে না।

এখন এর বেশি বলা সম্ভব নয়। যথাসময়ে সব জানতে পারবেন।
দুপুরবেলা একলা বসে ছিলাম। ব্যোমকেশ তখন ও ফেরেনি। বেবি এসে হাজির হল।
এস, এস। এতক্ষণ দেখিনি যে!

আজ সকালে আমার মেনী র তিনটে বাচ্চা হয়েছে তো, তাই আসতে পারিনি।

ও মা–! তাই নাকি?

ব্যোমকেশ কাকু কোথায়?
সে একটু বেরিয়েছে। এসে পড়বে।

মা আজ তিনদিন ভাত খাননি।
তাঁর অসুখ করেছে বুঝি?

না, বাবার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে।

ভররররর

আমাদের নতুন গাড়ি –
!?

ভরররররর

হিমাংশুবাবু চালাচ্ছেন।

এইসময় একা একা কোথায় যাচ্ছেন?!

তুমি ছবি আঁকতে জানো?
আ-হ্যাঁ। তা জানি।

বেবি ছুটে গিয়ে একটা খাতা আর পেন্সিল নিয়ে এল।
একটা ছবি এঁকে দাও না। খু-ব ভাল ছবি।

!?
শ্রীমতী বেবিরাণী দেবী

এটা কি তোমার মাস্টারমশাই এর হাতের লেখা?
হ্যাঁ। আমার অঙ্কের খাতা।

কিন্তু-!? এসব তো অনেক বড়দের অঙ্ক!! এসব কে করেছে?

মাস্টারমশাই। তিনি খালি আমার খাতায় অঙ্ক করতেন।
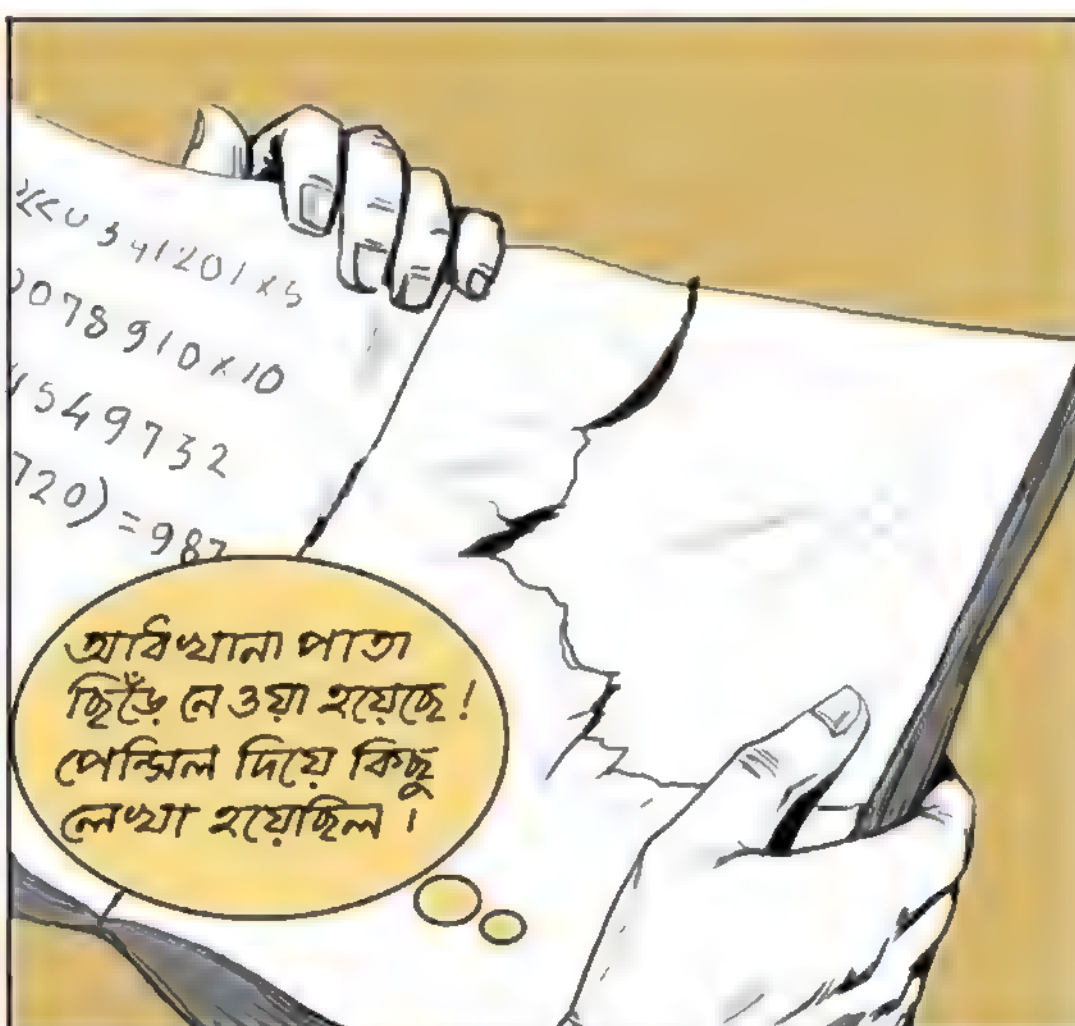
আধখানা পাতা ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে! পেন্সিল দিয়ে কিছু লেখা হয়েছিল।

পরের পাতায় ছাপ রয়ে গেছে!
ও কি করছ। ছবি এঁকে দেখাও না।

বেবি - একটা ম্যাজিক দেখবে?

হ্যাঁ - দেখব।
খাতা থেকে একটু কাগজ ছিঁড়ে তার ওপর —

এইবার এই কাগজটা আমি তোমার খাতার ওপর ঘষছি।
খস্- খস্-
খস্- খস্-

এই- দ্যাখো।

ওমা- ! খালি পাতায় লেখা ফুটে উঠল !!

ওঁ হ্রীং - ক্লীং
রাত্রি ১১-৫-
অম - পড়িবে।

ব্যোমকেশ সন্ধ্যে নাগাদ ফিরল
কি হল?

বিশেষ কিছু না। পুলিসের ধারণা -
হরিনাথ মাস্টারকে প্রজারা কেউ লুকিয়ে রেখেছে।

আপনার কি তা মনে হয় না?
?

হরিনাথ বেঁচে নেই। তাই তো?
!?
না। আমার ধারনা —

আপনি কি করে? — ও — অজিত বলেছে।
হ্যাঁ।
আমার তাই ধারনা বটে। তবে ভুল ও হতে পারে।

আপনার বোধহয় ভুলই হচ্ছে। হরিনাথ মনে হয় মারা যায় নি।

আপনি কি নতুন কিছু জানতে পেরেছেন?
ঠিক জানি না, তবে আমার বিশ্বাস সে ঐ বনের মধ্যে লুকিয়ে আছে।

বনের মধ্যে! এই দারুন শীতে?
ওখানে কাপালিকের ঘর বলে একটা কুঁড়ে আছে। রাতে বাঘ ভালুকের ভয়ে সম্ভবত সেই ঘরটায় সে লুকিয়ে থাকে।

কোন ও প্রমান পেয়েছেন কি?
না, তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সে ঐখানেই আছে।

রাতে শুতে যাবার আগে ব্যোমকেশ আমাকে ধরল —
আর কি কি বলেছ? চোরাবালির কথাটা ও রাষ্ট্র করে দিয়েছ তো?

আরে না না, আমি শুধু — কথায় কথায় বলেছিলুম যে —
হাঃ-হাঃ-হাঃ! বুঝেছি-বুঝেছি।

তোমার মনের ভাব দেখছি রবিবাবুর গানের নায়কের মত — যদি বারন কর তবে গাহিব না। এবং বারন না করলেই তারস্বরে গাহিব।
যা হোক, দুপুরবেলা কি করলে বল দেখি।

সব কথা শোনার পর
নতুন কিছু নয়। এসব আমার জানা। এই লেখাটার মানে রাত্রি ১১টা ৪৫ মি: গতে অমাবস্যা পড়বে।

দ্যাখো ব্যোমকেশ, আমার মনে হয় — হিমাংশুবাবু আমাদের কাছে কিছু লুকোবার চেষ্টা করছেন।

ঠিক ধরেছ। ওঁর মতন বড় মনের প্রকৃত ভদ্রলোক খুব কম দেখা যায়।
!?

অনাদি সরকারের একটা মেয়ে আছে। নাম রবী। বিধবা। আজ তাকে দেখলুম।
!!

সতের-আঠার বয়স। দেখতে মন্দ নয়। কিন্তু লজ্জায় একেবারে নুয়ে পড়েছে।

লজ্জা! কিসের লজ্জা তার?

কিন্তু যে লোক এই কঠিনতার পাথর ফাটিয়ে করুণার উৎস খুলে দেয়, তাকে শ্রদ্ধা না করে থাকা যায় না।

তুমি কি বলছ আমি এখনও বুঝতে পারিনি।

সেকি! এখনও কিছুই বোঝোনি? আমার কাছে তো সব ঘটনা বায়স্কোপের ছবির মতন ভেসে উঠছে।

শহরে সারাদিন কি করলে?
দুটি কাজ।

স্টেশানে রবিকে দেখলুম, তারপর রেজিস্ট্রি অফিসে কয়েকটা দলিলের খোঁজ করলুম।

এইতেই এত দেরি হল?

হ্যাঁ। এসব খবর সহজে পাওয়া যায় না। অনেক তদ্বির করতে হল।

এমন সময়
টক্ টক্

কে?
ব্যোমকেশবাবু একবার দরজাটা খুলুন—!

একি! আপনি এত রাতে?
ঘুমের ব্যাঘাত করলাম বলে মাফ করবেন।

আমি একটা জিনিস দেখাতে চাই আপনাকে।

কি সেটা কালীগতি বাবু?
আপনারা আমার সঙ্গে আসুন।

ব্যাপারটা কি!?

আসুন। দোতলায় আসুন আমার সঙ্গে। শব্দ করবেন না।

!?

!?

ঐ দেখুন — কিছু দেখতে পাচ্ছেন?
একটা আলো, কিম্বা আগুনও হতে পারে। কোথায় ওটা?

জঙ্গলের ধারে যে কুঁড়েঘর আছে তারই মধ্যে।
ও - যাতে সেই কাপালিক মহাপ্রভু ছিলেন।

তা - তিনি ফিরে এলেন নাকি ?
না -

আমার বিশ্বাস - এ - হরিনাথ মাস্টার।

ওঃ ! সন্ধ্যেবেলা আপনি বলছিলেন বটে।
কিন্তু আলো জ্বেলে সে কি করছে ?

বোধহয় শীত সহ্য করতে না পেরে আগুন জ্বেলেছে।
তা বটে। কিন্তু লোকটাকে তো এবার জানা দরকার মনে হচ্ছে।

অজিত ? এখন ওখানে যেতে রাজী আছ ?
এ - এখন ? কি - কিন্তু - !?

একটু সব দিক বিবেচনা করে দেখুন।

কি বিবেচনা করতে বলছেন ?
এই অন্ধকারে কোন ও রকম শব্দ না করে ঐ ঘরের কাছে যেতে পারবেন কি ?

আলো নিয়ে ও যেতে পারবেন না, আলো দেখলেই সে পালাবে। কি করবেন, ভাল করে ভেবে দেখুন।

হুমম্‌। কথাটা ভাববার বটে।
তাহলে? এখুনি যাওয়া কি ঠিক হবে?

না। দেওয়ানজীর পরামর্শই ঠিক। যদি ভড়কে না যায় তাহলে কাল ও নিশ্চই আসবে।
আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে অজিত!
কী? কী মতলব?

কাল আমি আর অজিত আগে থাকতে গিয়ে ঐ ঘরে লুকিয়ে থাকব। বুঝেছেন? তারপর সে যেমনি আসবে—

বেশ। বেশ। এ প্রস্তাব মন্দ নয়। আজ তাহলে চলুন। শুয়ে পড়ুন গিয়ে।

হ্যাঁ। সেই ভাল। চলো হে।

ব্যোমকেশবাবু?
উঁ- বলুন?

আপনি তান্ত্রিকধর্মে বিশ্বাস করেন?

না, ওসব বুজরুকি। আমি যত তান্ত্রিক দেখেছি, সব বেটা মাতাল আর লম্পট।
অ- আচ্ছা, চলি।

ও ভাল কথা, হিমাংশু বাবাজীকে এসব কথা এখন না বললেই ভাল হয়।

হ্যাঁ, তাকে এখন কিছু বলার কোনও দরকার নেই।

কালীগতি চলে গেলেন।

কালীবাবু আমার ওপর ভয়ঙ্কর চটে গেছেন।
আমারও তাই মনে হল। তান্ত্রিকদের নিয়ে ওসব কথা বলার কি দরকার ছিল? উনি নিজে তান্ত্রিক, ওনার আঁতে ঘা লেগেছে।

আমিও কায়মনোবাক্যে সেটাই আশা করছি।
তার মানে? ওনাকে মিছিমিছি চটিয়ে কোনও লাভ হল না কি?

সেটা কাল বুঝতে পারব। চলো ঘুমিয়ে পড়ি।

পরদিন বিকালে
কাল রাতে যা প্ল্যান হল সেটাই ঠিক আছে তো? কি বলেন?
আপনি কি বিবেচনা করেন?

যাওয়াই ঠিক। আজ রাত দশটায় চন্দ্রাস্ত হবে। তার আগেই আমি আর অজিত ঐ ঘরে লুকিয়ে বসে থাকব।

যদি সে না আসে?

তাহলে বুঝব সে বেঁচে নেই।

আপনাদের জন্য কিন্তু আমার একটু দুর্ভাবনা হচ্ছে।
কেন বলুন তো?

শুনলাম একটা বাঘ নাকি সম্প্রতি জঙ্গলে এসেছে।

!?
তাতে কি? আমরা বন্দুক নিয়ে যাব।

বাঘ যদি আসে, অন্ধকারে বন্দুক কোন ও কাজে লাগবে না।
তাই তো! তাহলে?

হয়তো বাঘ আসবে না, তবু সাবধানের মার নেই। একটা উপায় আছে।

কি উপায়? বলুন।

যদি বাঘের ডাক শুনতে পান, তবে ঘরের মধ্যে থাকবেন না।

তবে?
কুঁড়েঘরের পিছন দিকে বেরিয়ে এসে বালির ওপর গিয়ে দাঁড়াবেন।
কেন? বালির ওপর কেন?

যদিও বা বাঘ ঘরে ঢোকে, বালির ওপর ওরা যায় না।

বাঃ! সেই ভাল। বন্দুক টন্দুকের ঝামেলায় যাবার দরকার নেই।
তবে ঐ কথাই রইল?

একদম তাই হবে।

সন্ধ্যের পর হিমাংশুবাবুর অস্ত্রাগারে বসে গল্প হচ্ছিল।
আচ্ছা, মনে করুন কেউ যদি একটা নিরীহ বিশ্বাসী লোককে জেনেশুনে
নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়, তার শাস্তি কি হওয়া উচিত?

মৃত্যু। A TOOTH FOR A TOOTH, AN EYE FOR AN EYE!

অজিত, তুমি কি বল?

আমিও তাই বলি।

বেশ। তবে শুনুন।
আজ রাতে আমরা দুজনে কাপালিকের কুঁড়েতে থাকব।

সে কি! কেন?

ব্যোমকেশ সংক্ষেপে কারণটা জানাল।
আপনাকেও আমাদের সঙ্গে থাকতে হবে।
বেশ, বেশ। নিশ্চয় থাকব।

কিন্তু আপনি থাকছেন এ কথা যেন আর কেউ না জানতে পারে। কেউ না।
জানবে না। আর বলুন?

আমাদের থাকার কথা যে আপনি জানলেন সেটাও কাউকে জানাবেন না।

তাই হবে।

আমরা সাড়ে ন'টা নাগাদ বেরোব, আপনি আসবেন তার আধঘন্টা পরে, খুব গোপনে।
বেশ। আর কিছু?

আপনার সবচেয়ে ভাল রাইফেলটা সঙ্গে নেবেন। আমরা যাব খালি হাতে।

রাত ন'টা। আমরা বেরোলাম।

বাগান পার হয়ে মাঠে পা দিতেই—

ব্যোমকেশবাবু?

যাচ্ছেন? বন্দুক নেননি দেখছি। বেশ—
কিছু বলবেন?

হ্যাঁ। মনে রাখবেন, যদি বাঘের ডাক শুনতে পান—

তবে বালির ওপর গিয়ে দাঁড়াব, তাই তো?

বাঃ! এই তো মনে আছে।
আসি তাহলে?

আসুন। দুর্গা-দুর্গা!

কুঁড়েঘরের কাছে এসে
দাঁড়াও অজিত। চারদিকটা একবার দেখে নেওয়া ভাল।

হুমম্। ঠিক আছে। বসে পড়।

সিগারেট ধরাতে পারি?

সিগারেট ধরাতে পারি?
পারো। তবে হাতের আড়াল করে রেখো। আলো না কেউ দেখতে পায়।

আধঘন্টা পর -
খস্ - খস্ -

আসুন হিমাংশুবাবু। রাইফেল?
এনেছি।

রাইফেল এনেছি।

তিনজনে কুঁড়ে ঘরের মেঝেয় বসে দীর্ঘ প্রতীক্ষা আরম্ভ করলাম।

কটা বাজল?
বারোটা বেজে দশ।
বড্ড মশা কামড়াচ্ছে। উফফ্!

এটা জঙ্গল অজিত। মশা তো থাকবেই।
চট্! চটাস্!

বারোটা বেজে পঁচিশ।

ঘ্রা-আ-আ-আ-ম্-ম্-!

বাঘ।

খুট্!

ডাকটা বনের দিক থেকে এসেছিল।
আপনারা এখানেই থাকুন।

কিছু দেখতে পাচ্ছি না।
শব্দভেদী—

সেই সময় আবার
ঘ্রা-আ-ম্-!

পঞ্চাশ গজের মধ্যে এসে গেছে।

কড়াৎ!

ধপ্!

পড়েছে! ব্যোমকেশবাবু! টর্চ জ্বালুন!
আসুন!

বেশি কাছে যাবেন না। যদি বেঁচে থাকে—!

একি! বাঘ কোথায়?

ওটা কী?

একি! এ যে দেওয়ানজী!!

হ্যাঁ, উনিই। বাঘ নয়।

গতাসু।
!?

এতক্ষণে প্রেতলোকে হরিনাথ মাস্টারের সঙ্গে এনার মুলাকাত হয়ে গেছে।

কালীগতির মৃত্যুর পর দুদিন আরো কেটে গেছে।

এই খাতাগুলো ভাল করে পরীক্ষা করলেই বুঝতে পারবেন এত দেনা আপনার কেন হয়েছে।

এখনো যেন আমি কিছু বুঝতে পারছি না। ভাবতে গেলেই সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে!
আপনার বর্তমান মানসিক অবস্থায় সেটা আশ্চর্য নয়।

টুকরো টুকরো প্রমাণ থেকে আমি যা বুঝেছি তা আপনাকে বলছি। তার আগে এই রেজিস্ট্রি দলিলগুলো নিন।
কি এগুলো?

উয়্‌ফ্‌ফ! এ যে আমার কল্পনাতেও আসেনি।
ওগুলো এখন ছিঁড়ে ফেলতে পারেন। কালীগতি আর টাকা আদায় করতে আসবে না।

আরো বছর দুই এভাবে চালালে তিনি ঋণের দায়ে আপনার আস্ত জমিদারীটাই নিলামে করে দিতেন।

কিন্তু ঐ অঙ্কপাগলা মাস্টারটা এসে পড়ে সব ভন্ডুল করে দিল।
না, না, ব্যোমকেশ, গোড়া থেকে বল।

বেশ। তাই বলছি।
হিমাংশুবাবুর বাবা মারা যাবার পর— কালীগতি দেখলেন নতুন জমিদার বিষয় সম্পত্তির ব্যাপারে উদাসীন।

হিসাব পরীক্ষা করবার মত তাঁর মাথার ওপর কেউ আর নেই।

সুতরাং তিনি নির্ভয়ে টাকা তছরুপ করতে আরম্ভ করলেন। এইভাবে কিছুদিন চলল।

কিন্তু চুরির লোভ ক্রমশ বেড়েই চলে। সামান্য টাকা চুরি করে ওনার লোভ শান্ত হল না।

ধরা পড়ে যাবার ও ভয় এতে বেশি। তখন এক মস্ত চাল চাললেন।
বড় বড় প্রজাদের সঙ্গে মোকদ্দমা বাধিয়ে দিলেন। খরচ আর হিসাবের মধ্যে রইল না।

আদালতে সোজা-বাঁকা দু রকম পথেই খরচ আছে, সুতরাং স্বচ্ছন্দে গোঁজামিল দেওয়া চলে।

কালীগতির চুরির খুব সুবিধা হল। এবার কি একটু বুঝতে পারছেন হিমাংশুবাবু?
একটু একটু পারছি মনে হচ্ছে!

বেশ। তারপরেই ঘটল আসল কাণ্ডটা। ঐ তান্ত্রিক এসে পড়ায়—

প্রথমেই রাগারাগি করে আপনি তান্ত্রিক ব্যাটার বিষ-নজরে পড়ে গেলেন।

কালীগতি তার কাছে মন্ত্র নিলেন, সঙ্গে সঙ্গে অনেক কুমন্ত্রনাও গ্রহন করলেন।

আমার ধারনা ঐ তান্ত্রিকই কালীগতিকে আপনার জমিদারী আত্মসাৎ করবার পরামর্শ দেয়। কারণ—

হিসেবের খাতায় দেখতে পাচ্ছি, সে আসবার পর থেকেই চুরির মাত্রা বেড়ে গেছে।

লোভ ছাড়াও একটা ধর্মান্ধতা কালীগতির মধ্যে ছিল।
তান্ত্রিকধর্মের কোনও বিরোধিতা সে সইতে পারত না।

ধর্মান্ধতা মানুষকে কত নৃশংস করে তুলতে পারে তার দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে বিরল নয়।
কালীগতিও তাই।

গুরুর প্ররোচনায় সে অন্নদাতার সর্বনাশ করতে তৈরী হল।

কি ভাবে?

তার কৌশলটি যেমন সহজ - তেমনি কার্যকর।
প্রথমে টাকা চুরি করে সে তহবিল খালি করে দিল।

পরে খরচের টাকা নেই বলে মহাজনের থেকে ধার নেওয়ালেন, এবং শেষে আপনারই টাকায় মহাজনের থেকে সেই তমসুক কিনে নিলেন।

ওফ্‌ফ্‌ফ্‌!
হিমাংশুবাবু কিছুই জানতে পারলেন না, কখন তার সর্বস্ব বেহাত হয়ে গেল।
বাপ্‌রে!

এইভাবে বেশ আনন্দে কাটছিল। হঠাৎ একদিন—
তারপর?

হঠাৎ একদিন কোথা থেকে হরিনাথ এসে হাজির হল।
তাকে বেবির মাস্টার রাখা হল।
সে বেচারা বড় ভালমানুষ, দু-চার দিনের মধ্যে সে কালীগতির ভক্ত হয়ে উঠল।
কালীগতি তাকে তান্ত্রিক ধর্ম মাহাত্ম্য বোঝাতে লাগলেন।

তাঁর কাছ থেকে কালীমূর্তির পট এনে মাস্টার নিজের ঘরে টাঙালো।

কিন্তু শুধু ধর্মে তার পেট ভরে না— সে ছিল অঙ্ক পাগল।
বেবিকে যোগ বিয়োগ শেখাতে গিয়ে তার খাতাতেই বড় বড় অঙ্ক কষতে লাগল।
কিন্তু তাতেও তার মন ভরল না। তার আরও জটিল অঙ্ক চাই। বড় বড় অঙ্ক! তারপর একদিন—

একদিন আলমারি খুলে সে হিসেবের খাতাগুলো দেখতে পেল।

ব্যস্‌। অঙ্কের গন্ধ পেয়েই সে আর থাকতে পারল না।
খাতা পরীক্ষা করতে আরম্ভ করে দিল।
!?!

তারপর?
যতই হিসেবের মধ্যে ঢুকতে লাগল দেখল হাজার হাজার টাকার গরমিল।

হরিনাথ স্তম্ভিত হয়ে গেল। কিন্তু এই আবিষ্কারের কথা সে কাকে বলবে?

আপনার সঙ্গে তার বড় একটা দেখা হয়না। সুতরাং সে কালীগতিকে সব বলল।
কালীগতি দেখলেন - সর্বনাশ!

এইবার তার চুরি ধরা পড়ে যাবে! সুতরাং হরিনাথকে সরাতে হবে। আর ঐ খাতাগুলোকেও।

এইখানেই এ গল্পের সবচেয়ে ভয়াবহ আর নির্মম ঘটনার আবির্ভাব।
কি রকম?
বলছি।

হরিনাথকে পৃথিবী থেকে সরাতে হবে, অথচ চুরি-ছোরা বা বিষপ্রয়োগ চলবে না। তবে উপায়?
কি উপায়? কি? কি ভাবে?

গত অমাবস্যার দিন তিনি হরিনাথ কে বললেন —
তুমি যদি মন্ত্রসিদ্ধ হতে চাও তো আজ রাতে ঐ কুঁড়ে ঘরে গিয়ে মন্ত্রজপ করতে হবে।

হরিনাথ রাজী হল। সে বেবির খাতায় মন্ত্রটা লিখে পাতাটা ছিঁড়ে নিজের কাছে রাখল।

কালীগতি মাস্টার কে মরাবার এক চমৎকার উপায় বার করলেন।
?!

মাস্টার মরবে, অথচ কেউ বুঝতে পারবে না সে মরেছে।

একটাই উপায়! চোরাবালি!

!?!

যে চোরাবালি থেকে আপনার জমিদারীর নামকরন হয়েছে তার সন্ধান কালীগতি জানতেন।
কাপালিকের কুঁড়ের ঠিক পিছনে।

রাতে সবাই ঘুমুলে হরিনাথ বার হল।

সে সাধনা করতে যাচ্ছে, তার জামা জুতোর দরকার নেই। চশমাও নিল না, কারণ অমাবস্যার রাতে চশমা থাকা বা না থাকা দুই সমান।

তাই আমরা ওগুলো তার ঘরে পড়ে থাকতে দেখেছিলাম, তাই না?
একদম ঠিক।
তারপর?

কালীগতি তাকে কুঁড়ে পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এলেন।

বলে এলেন — যদি বাঘের ডাক শুনতে পাও ভয় পেও না, পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে বালির ওপর গিয়ে দাঁড়িও, সেখানে বাঘ যেতে পারবে না।
হরিনাথ জপে বসল। তারপর —

হরিনাথ জপে বসল। তারপর —

যথাসময়ে —
আ-উ-উ-উ-ম্-ম্ম্-

সে কি ভয়ঙ্কর ডাক, তা সেদিন আমরাও শুনেছি।

হিমাংশুবাবুর মত পাকা শিকারী ও বুঝতে পারেননি যে এ নকল ডাক।

কালীগতি জন্তু-জানোয়ারের ডাক অদ্ভুত নকল করতে পারতেন। প্রথম দিন এসেই আমরা তাঁর শেয়াল ডাক শুনেছিলুম।

তারপর? তারপর কি হল?
বাঘের ডাক শুনে অভাগা হরিনাথ ছুটে গিয়ে বালির ওপর দাঁড়াল এবং —

আ-আ-আ-আ-!

চোরাবালির অতল গহ্বরে তলিয়ে গেল।

ওফ্‌ফ্! কি ভয়ঙ্কর!!
হ্যাঁ। ভাবলে গা শিউরে ওঠে।

কালীগতি কাজ শেষ করে ফিরে এসে সেই রাতেই হরিনাথের ঘর থেকে খাতাগুলো সরিয়ে ফেললেন।
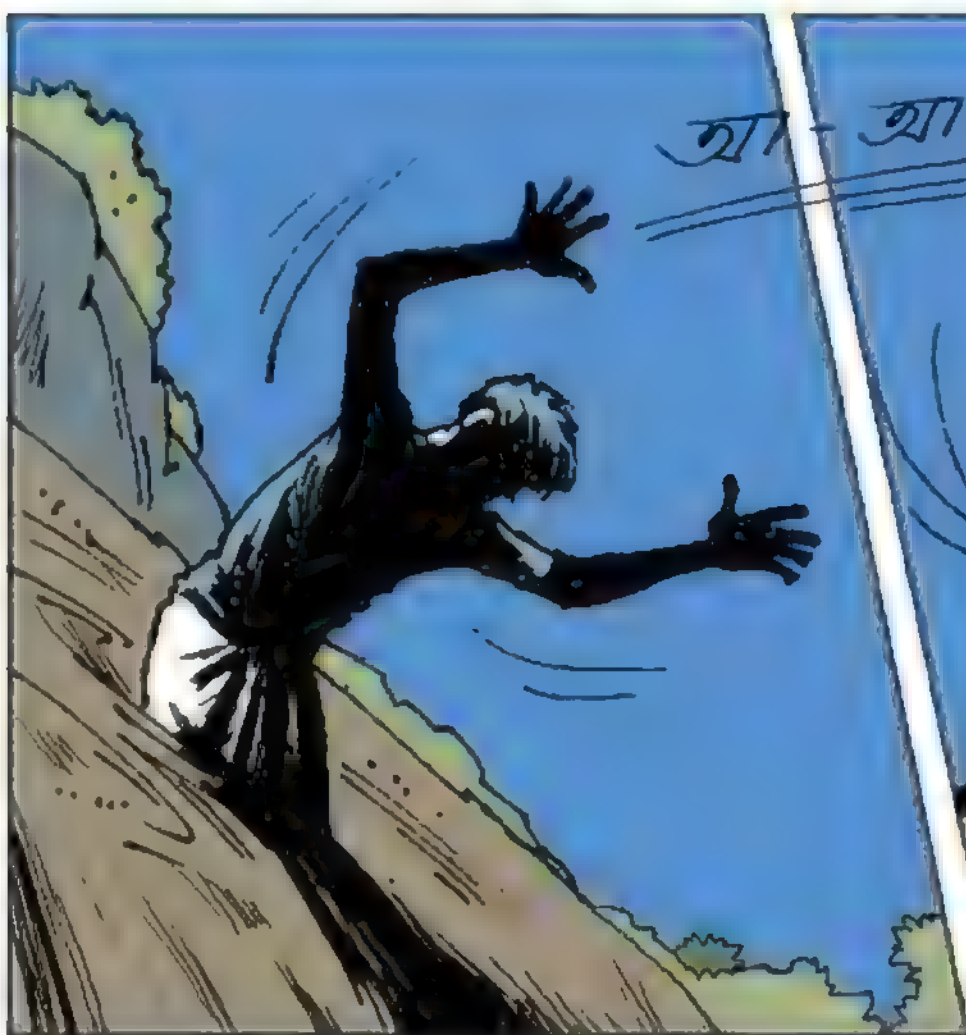
পরেরদিন যখন হরিনাথকে পাওয়া গেল না তখন রটিয়ে দিলেন যে খাতা চুরি পালিয়েছে।

কি সাঙ্ঘাতিক মানুষ !?

সাঙ্ঘাতিক বলে ? হরিনাথকে আরও অপরাধী প্রমান করার জন্য সিন্দুক থেকে
ছ-হাজার টাকাও সরিয়ে ফেললেন।
ঐ সময় হিমাংশুবাবু চাবি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। সবাই ভাবলো ওটাও হরিনাথের কীর্তি। কালীগতির ডবল লাভ হল।

তারপর ?
তারপর আমি আর অজিত এলুম।
এইসময় আপনার বাড়িতে আর একটা ব্যাপার ঘটেছিল।

যার সঙ্গে হরিনাথের অন্তর্ধানের কোনও সম্পর্ক নেই।
কোন ব্যাপারের কথা বলছেন বলুন তো ! আমি ঠিক –
আমাদের সমাজের চিরন্তন ট্র্যাজেডি – বিধবার পদস্খলন।

অনাদি সরকারের বিধবা মেয়ে রাধা। রাধা একটি মৃত সন্তান প্রসব করে। তারা অনেক কষ্টে কথাটা লুকিয়ে রেখেছিল, কিন্তু শেষে আপনার স্ত্রী জানতে পারেন।
!!

তিনি এসে আপনাকে বলেন ওদের বিদেয় করে দিতে — কেমন, ঠিক বলছি তো ?
আ-আপনি- এটাও জানেন !?!
যাই হোক, আপনি কিন্তু ওদের নিরাশ্রয় করতে চাননি।

অনাদি সরকারের ভাগ্য ভাল আপনার মত মনিব পেয়েছে।
কিন্তু এই নিয়ে আপনার স্ত্রীর সাথে অশান্তি হয়। আপনি তখন রবিকে তার মাসির কাছে রেখে আসেন।
ঠিক।

এছাড়া আর আমার কোন ও উপায় ছিল না।
নইলে মেয়েটা ভেসে যেত। অনাদি ও-।
!

হরিনাথকে চোরাবালিতে ফেলে কালীগতি প্রথমটা বেশ নিশ্চিন্ত ছিলেন। কিন্তু যখন অজিতের মুখে শুনলেন আমি
হরিনাথের মৃত্যুর কথা বুঝতে পেরেছি, তখন ভয় পেয়ে গেলেন।
প্রথমে আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে হরিনাথ মরেনি, প্রমানস্বরূপ নিজেই ঝুঁড়ে ঘরে আগুন জ্বেলে রেখে এসে রাতে আমাদের ছাদ থেকে দেখালেন।
ঐ দেখুন — কিছু দেখতে পাচ্ছেন?
একটা আলো, কিম্বা আগুন ও হতে পারে। কোথায় ওটা?
আমরা ঠিক করলাম রাতে গিয়ে ঝুঁড়ে ঘরে পাহারা দেব।

তিনি কাউকে সেকথা বলতে বারণ করে দিলেন। এমন কি আপনাকে ও।
ও ভাল কথা, হিমাংশু বাবাজীকে এসব কথা এখন না বললেই ভাল হয়।

আচ্ছা, আমাকে সে রাতে রাইফেল নিয়ে যেতে কেন বলেছিলেন? আপনি কি জানতেন বাঘের ডাক শুনে শব্দভেদী গুলি ছুঁড়ব?

আপনি কিছু মনে করবেন না। মৃত্যুই ছিল কালীগতির একমাত্র শাস্তি। ফাঁসিকাঠের বদলে যে বন্দুকের গুলিতে মরেছেন এটা তাঁর ভাগ্য — আপনি নিমিত্ত মাত্র।

না-কিন্তু-?
কোনও কিন্তু নেই হিমাংশুবাবু। মনে আছে সেদিন রাতে আপনি বলেছিলেন -
A TOOTH FOR A TOOTH, AN EYE FOR AN EYE ?
প্যাঁপ-প্যাঁপ
বাইরে গাড়ির আওয়াজ।

মনে হচ্ছে কুমার বাহাদুর।

হিমাংশু এসব কি কান্ড! দেওয়ানজী বন্দুকের গুলিতে মারা গেছেন? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!?

জ্বরে পড়েছিলাম, তাই কদিন আসতে পারিনি। আজ কাগজ পড়ে দেখি এই ব্যাপার!! কি হয়েছে ব্যোমকেশবাবু।
আগে দেখি কাগজে কি বলেছে?

এই যে, দেখুন।

যাক্। বাঁচা গেল?
মানে?

পুলিশ রিপোর্টে এটাকে দুর্ঘটনা বলেছে। এর জন্য হিমাংশুবাবু দায়ী নন।

আমাদের কাজ শেষ।
হ্যাঁ- কিন্তু আসল ঘটনাটা কি মশাই?

সেটা পথে যেতে যেতে আপনাকে বলব। এসো অজিত।

আপনারা এখুনি চলে যাবেন?
হ্যাঁ। এবার না গেলে—

ত্রিদিববাবু আমাদের গুলি করবেন, কি বলেন?
হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ-!

চললাম হিমাংশু, তুমি একটু সামলে নাও। ওনাদের এখন ছাড়ছি না। পরে আবার আসব।

সমাপ্ত

সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সীর সচিত্র রহস্য উপন্যাস
গল্প : শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
সীমন্ত হীরা
ছবি : ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

ব্যোমকেশ বক্সী • সীমন্ত হীরা • গল্প শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় • ছবি ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

ব্যোমকেশ বক্সী • সীমন্ত হীরা • গল্প শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় • ছবি ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

না, না, অতটা নয়। দেখছ না প্রথমেই এতগুলো টাকা খরচ করে ফেলেছেন।
ভেতরে নিশ্চয়ই কোনও বড় রকমের গোলমাল আছে।

ওইটাই তোমাদের ভুল। বড়লোক রুগি হলেই মনে করো রোগও বড় হবে। দেখা যায় কিন্তু ঠিক উল্টো।

বড়লোকের খুস্কুড়ি হলে ডাক্তার আসে, কিন্তু—
গরীবের একেবারে নাভিশ্বাস না উঠলে ডাক্তার-বদ্যি'র কথা মনেই পড়ে না।

যা হোক, কি ঠিক করলে? যাবে?

যাবার ষোল আনা ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু -
হাতে যখন কোনও কাজ নেই, তখন চল, দুদিনের জন্য ঘুরেই আসা যাক।

আমার যাওয়াটা কি ঠিক হবে? তোমাকে ডেকেছে—

দোষ কি? দুজন গেলে কুমার বাহাদুর খুশিই হবেন। ধনক্ষয় যখন অন্যের হচ্ছে, তখন যাওয়াটা তো কর্তব্য। শাস্ত্রে লিখেছে – সর্বদা—
পরের পয়সায় তীর্থ-দর্শন করবে।

সেইদিন সন্ধ্যার গাড়িতে আমরা বেরিয়ে পড়লাম।
কামরাটা একদম ফাঁকা। ভালই হল, কি বল?

মশাইদের কদ্দুর যাওয়া হচ্ছে?
!

মশাইদের কদ্দুর যাওয়া হচ্ছে ?

মশাই এর কদ্দুর যাওয়া হবে ?

আ - আমি, এই পরের স্টেশনেই নেমে যাব।

আমরাও তার পরের স্টেশনেই নেমে যাব।

ব্যোমকেশ মিথ্যে বলছে কেন ? নিশ্চই কোন ও মতলব আছে।

রাত্রি হয়েছিল।

পরের স্টেশন আসতেই -

যাঃ। লোকটা নেমে কোনদিকে গেল ?

আরে : ' ঐ তো, পাশের গাড়িতে উঠছে -

যাঃ! সরে গেল। ও হে—
জানি। পাশের ট্রেনে উঠেছেন। ব্যাপারটা তাহলে সেরকম তুচ্ছ নয়। ভালই!

নাঃ। আর তাকে দেখতে পাচ্ছি না।

পরদিন ভোরে গন্তব্যস্থানে পৌঁছলাম।

এস অজিত।
ছোট স্টেশন। সেই লোকটা কোথায় নামল?

?

ওই তো। ওনারা এসে পড়েছেন।

নমস্কার। কুমার বাহাদুর আপনাদের নিয়ে যাবার জন্য গাড়ি পাঠিয়েছেন।
নমস্কার, চলুন।

নির্জন পথ। গাড়ি ছুটে চলল।
এখান থেকে আর কতদূর?
তা-প্রায় ছ সাত মাইল।

আপনি জানেন কি কুমার বাহাদুর আমাদের কেন ডেকেছেন?

আমি কিছু জানি না মশাই। শুধু স্টেশন থেকে নিয়ে যাওয়ার হুকুম পেয়েছি। নিয়ে যাচ্ছি।

পথে আর কোন ও কথা হল না।
বাঁদিকে রাখো। আপনারা আসুন।
এসে গেছি মনে হচ্ছে।
ওরে বাবা, এ যে এলাহি কাণ্ড! মাঠের মাঝে যেন ইন্দ্রপুরী বসিয়েছে।

মাঠের মাঝে যেন ইন্দ্রপুরী বসিয়েছে।
!
আসুন, আসুন। আমি জমিদারবাবুর প্রাইভেট সেক্রেটারি।

অনেকটা পথ আসতে হয়েছে। একটু বিশ্রাম করুন। আসুন।

মুখ হাত ধুয়ে, একটু জলযোগ করে নিন।
ধন্যবাদ। এসো অজিত।
ততক্ষণে কুমার বাহাদুর ও দেখা করার জন্য তৈরী হয়ে যাবেন।

এই মহলটা আপনাদের। কোন প্রয়োজন হলে দয়া করে সঙ্কোচ করবেন না। আমি একটু আসছি।
আচ্ছা।

হুম।
ব্যবস্থা বেশ ভালই। কি বল?

স্নানাহারের পর
একেবারে রাজকীয় ব্যবস্থা। কি বল ?
তা আর বলতে।

কুমারবাহাদুর অপেক্ষা করছেন। আপনাদের যদি হয়ে গিয়ে থাকে তাহ —
হ্যাঁ, হ্যাঁ, চলুন আমরা তৈরি।

উনি লাইব্রেরী ঘরে অপেক্ষা করছেন। আসুন।

!!
ওনারা এসেছেন। কুমারবাহাদুর

নমস্কার। আমিই ব্যোমকেশ।
ও এসে গেছেন। আসুন আসুন। আপনি নিশ্চয় ব্যোমকেশ ?

নমস্কার। আমি ত্রিদিব। ত্রিদিবেন্দ্র নারায়ণ।

যেমন ভেবেছিলাম মোটেই তেমন নন। কোন আড়ম্বর নেই। বেশ সহাস্যমুখ!

উনি আমার বন্ধু, সহকারী এবং ভবিষ্যৎ জীবনী লেখক। অজিত। ওকে তাই সযত্নে কাছছাড়া করিনা।
নমস্কার।
নমস্কার।
অজিতবাবু এসেছেন, আমি খুব খুশী হয়েছি।
হাঃ! হাঃ! হাঃ! আপনার জীবনী লেখার প্রয়োজন এখন ও অনেক দূরে।

কারণ প্রধানত ওঁর লেখার ভিতর দিয়েই আপনার কথা প্রথম আমি জানতে পারি।
ও - তুমি এখন যেতে পার। শুধু খেয়াল রেখো যেন এদিকে কেউ না আসে।
আঁজ্ঞে।

এবার যে কাজের জন্য আপনাদের এত কষ্ট দিয়ে ডেকে আনিয়েছি, সেটা বলছি।

?
!
তবে তার আগে আমাকে একটা প্রতিশ্রুতি দিন যে, ঘুনাক্ষরেও তা যেন আর কেউ না জানে।
কারণ, এর মধ্যে আমাদের বংশের মর্যাদা জড়ানো আছে।

মক্কেলের গুপ্তকথা অন্য কাউকে বলা আমাদের ব্যবসার রীতি নয়। তবু যখন আপনি বলছেন আমি প্রতিশ্রুতি দিতে রাজি।

কিভাবে দেব বলুন?
আপনার মুখের কথাতেই হবে। তামা-তুলসীর দরকার নেই। আপনারা বসুন।
যাঃ! একটা ভাল গল্পের মশলা হাতছাড়া হয়ে গেল।
আপনি নির্ভয়ে বলুন। আমরা ছাড়া কেউ কোন ও কথা জানবে

আমাদের বংশের যে সব প্রাচীন হীরা জহরত আছে, তার সম্বন্ধে আপনি হয়তো কিছু জানেন না —

কিছু কিছু জানি।
আপনার বংশে একটি হীরা আছে, যার তুল্য হীরা বাংলাদেশে আর দ্বিতীয় নেই।
আপনি জানেন? সেটির নাম ও তাহলে নিশ্চয় —
!?
জানি। সেটার নাম হল — সীমন্ত হীরা।

তাহলে এ কথা ও বোধহয় জানেন যে, গতমাসে কলকাতায় যে রত্ন প্রদর্শনী হয়েছিল - তাতে এ হীরা দেখানো হয়েছিল।
শুনেছিলাম। দুর্ভাগ্যবশতঃ দেখতে যাওয়া হয় নি। সে হীরা চোখে দেখার সুযোগ হয়নি।

সে সুযোগ আর হবে কি না জানিনা। হীরাটা চুরি গেছে।

চুরি গেছে!
!?
হ্যাঁ, সেই জন্যই আপনাকে আনিয়েছি। সব খুলে বলছি, শুনুন।
আমাদের এই জমিদার বংশ অতি প্রাচীন। প্রায় দুশো বছর আগে পাঠান বাদশাদের আমলে আমাদের এক পূর্বপুরুষ এই জমিদারি অর্জন করেন।

সাদা কথায় তিনি ছিলেন একজন দুর্দান্ত ডাকাত সর্দার।

এখন আমাদের অনেক অর্থঃপতন হয়েছে।
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগে আমাদের 'রাজা' উপাধি ছিল।

ঐ সীমন্ত হীরা আমাদের বংশে সেই সময় থেকে চলে আসছে। প্রবাদ আছে যে, এই হীরা যতদিন কাছে থাকবে, কোন ও অনিষ্ট হবে না।

কিন্তু হস্তান্তরিত হলেই এক পুরুষের মধ্যে বংশ লোপ হয়ে যাবে।
!

জমিদারের জ্যেষ্ঠ পুত্রই উত্তরাধিকারী হয় - এই সূত্রে দুবছর আগে বাবার মৃত্যুর পর আমি জমিদারি পেয়েছি। আমার এক কাকা আছেন। তিনি খোরপোশ পান।

এবার চুরির ঘটনাটা বলি।
বুঝলাম।
কলকাতার প্রদর্শনীতে আমি নিজে স্পেশাল ট্রেনে হীরা নিয়ে গেছিলাম।

সাতদিন ধরে এগজিবিশন হল। বরোদা, পাতিয়ালা, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি রাজবংশের ও জহরত সেখানে প্রদর্শিত হয়েছিল।

কর্তা স্বয়ং গভর্নমেন্ট, সুতরাং চুরির কথা মাথায় একবারও আসেনি। তাছাড়া -
যে গ্লাসকেসে আমার হীরা ছিল, তার চাবি সবসময় কেবল আমার কাছেই থাকত।

আটদিন পর হীরা নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। তারপর জানতে পারলাম সেটা নকল।
আসল হীরা বদলে কেউ ওটা রেখে দিয়েছে। মেকি পেস্ট।
তখন পুলিসে খবর দেননি কেন?
কোনও লাভ হত না। কারণ কে চোর তা জানতে পেরেছিলাম।

ওঃ! তারপর?
এ কথা কাউকে বলার নয়। খবরের কাগজে লেখালেখি হলে পারিবারিক কলঙ্ক বার হয়ে পড়বে, তাই বাড়ির লোককে পর্যন্ত বলতে পারিনি।
জানি শুধু আমি আর আমাদের বৃদ্ধ দেওয়ান মহাশয়। এবার বলি কে চুরি করেছে।
আমার যে কাকার কথা আগে বলেছি, তিনি - কলকাতায় থাকেন।

যেমন তার বুদ্ধিমত্তা, তেমনই অগাধ পাণ্ডিত্য বিখ্যাত শিল্পী এবং বৈজ্ঞানিক। স্যর দিগিন্দ্রনারায়ণ রায়।
নামটা খুব চেনা চেনা।
গত মহাযুদ্ধের সময় প্লাস্টার অফ প্যারিস সম্বন্ধে কি একটা তথ্য আবিষ্কার করে তিনি 'স্যর' উপাধি পান।

অসামান্য প্রতিভা। তাঁর তৈরী মহাদেবের পাথরের মূর্তি প্যারিসে এগজিবিট করে হৈ-হৈ ফেলে দিয়েছিলেন।
কাকা আমাকে কম স্নেহ করেন না। কিন্তু ঐ একটি বিষয়ে তাঁর সাথে আমার মতভেদ হয়েছিল।

ঐ একটি বিষয়ে তাঁর সাথে আমার মতভেদ হয়েছিল।

হীরাটা পাবার জন্য কাকা প্রায় পাগল হয়ে উঠেছিলেন।
কিন্তু তা কী করে হয় কাকা!
ও জিনিস তুই রাখিস না খোকা। আমাকে ওটা দে।

কিন্তু তা কী করে হয় কাকা!
কেন হয় না? আমার টাকার অভাব নেই।

আমি মাসোহারা চাই না। তার বদলে ওইটা আমাকে দে।
!

কাকা, আপনার যা ইচ্ছা নিন, কিন্তু ও হীরাটা দিতে পারব না। বাবার শেষ আদেশ–
হুম্।
তারপর থেকে কাকার সঙ্গে আর আমার দেখা হয়নি। তবে চিঠিপত্রে যোগাযোগ চলত।
হীরা নিয়ে কলকাতা থেকে ফিরে আমার পরদিন কাকার চিঠি পেলাম। ছোট্ট চিঠি, কিন্তু পড়ে মাথা ঘুরে গেল।

দেখাচ্ছি, দাঁড়ান।
?

এই যে।

হুম্।
?

এইনাও। পড়ো।
কল্যাণীয় খোকা,
দুঃখিত হয়ো না। তোমরা দিতে চাওনি। তাই আমি নিজের হাতেই নিলাম। বংশলোপ-এর কুসংস্কারে বিশ্বাস কোরো না। ওটা আমার পূর্বপুরুষদের একটা ফাঁকি মাত্র। যাতে জিনিসটা হস্তান্তরিত

!!

কল্যাণীয় খোকা,
দুঃখিত হয়ো না। তোমরা দিতে চাওনি
তাই আমি নিজের হাতেই নিলাম।
বংশলোপ-এর কুসংস্কারে বিশ্বাস কোর
না। ওটা আমার পূর্বপুরুষদের একটা
ফন্দি মাত্র। যাতে জিনিসটা হস্তান্তরিত
করতে কেউ সাহস না করে।
আশীর্বাদ নিও
তোমারি কাকা
শ্রী দিগিন্দ্রনারায়ণ রায়
চিঠি পড়েই ছুটলাম তোমাখানায়।

আসলের সাথে কোথাও এতটুকু তফাৎ নেই।

!?

আসলের সাথে এতটুকু তফাৎ নেই। এই যে দেখুন।

!!

তাহলে আমার কাজ হচ্ছে সেই আসলটিকে উদ্ধার করা, তাই তো?

হ্যাঁ। কেমন করে চুরি গেল, তাতে আমার কোন দরকার নেই। আমি শুধু আমার হীরাটা ফেরৎ চাই। ব্যস্।

যেমন করে হোক, যে উপায়ে হোক, আমার 'সীমন্ত হীরা' ফিরিয়ে এনে দিন।
খরচের জন্য ভাববেন না। যত টাকা লাগে দেব। শুধু একটি শর্ত—

কোন ও রকমে এ কথা খবরের কাগজে না ওঠে।

কবে নাগাদ হীরাটা পেলে আপনি খুশি হবেন?
!!

অ্যাঁ!
তবে কি? তবে কি আপনি হীরাটা উদ্ধার করতে পারবেন বলে মনে হয়?
এ তো তুচ্ছ ব্যাপার।

এ তো তুচ্ছ ব্যাপার। আমি এর চেয়ে ঢের বেশি জটিল রহস্য প্রত্যাশা করেছিলাম।

!!?
আজ শনিবার, আগামী শনিবার এর মধ্যে আপনার হীরা ফেরৎ পাবেন।
!!

কলকাতায় ফিরে প্রথম দিনটা গোলমালে কেটে গেল। রাত্রে দুজনের কথা হল।
প্ল্যান অফ ক্যাম্পেন কিছু ঠিক করলে?

না। আগে বাড়িটা দেখে কিছু সংবাদ সংগ্রহ করা যাক। তারপর প্ল্যান করা যাবে।

হীরাটা কি বাড়িতেই আছে মনে হয়?
নিশ্চয়
যে জিনিসের মোহে খুড়োমশাই শেষ বয়সে ভাইপোর সম্পত্তি চুরি করেছেন তাকে তিনি একদণ্ডের জন্য কাছছাড়া করবেন না।
আমাদের শুধু জানতে হবে তিনি কোথায় সেটা রেখেছেন। আমার বিশ্বাস —
তোমার বিশ্বাস কী?

যাক। সেটা আমার অনুমান মাত্র। খুড়োমশায়ের সঙ্গে মুখোমুখি না হলে কিছুই ঠিক করে বলা যায় না।

আচ্ছা ব্যোমকেশ, এ কাজের নৈতিক দিকটা ভেবে দেখেছ?
কোন কাজের?
যে উপায় অবলম্বন করে তুমি হীরাটা উদ্ধার করতে যাচ্ছ।

ভেবে দেখেছি। তাহা নিছক চুরি। ধরা পড়লে জেল।

!
কিন্তু চুরি মাত্রেই নৈতিক অপরাধ নয়। চোরের উপর বাটপাড়ি করা মহা পুণ্যকার্য।

তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু আইন তো সেকথা শুনবে না।

সে ভাবনা আমার নয়। আইনের যারা রক্ষক, তারা পারেন, আমাকে শাস্তি দিন।

পরদিন দুপুরবেলা ব্যোমকেশ বেরোল, ফিরল সন্ধ্যার পর।
কাজ কতদূর এগোলো
বিশেষ সুবিধে হল না।

বিশেষ সুবিধা হল না। বুড়ো মহা ঘুঘু। আর তার একটা নেপালি চাকর আছে।

সে ব্যাটার চোখদুটো যেন শিকারি বেড়ালের মতো। যা হোক, একটা সুরাহা হয়েছে।
কী রকম?

বুড়ো একজন সেক্রেটারি খুঁজছে। দুটো দরখাস্ত করে দিয়ে এসেছি।
দাঁড়াও, চা খেতে খেতে সব শুনবো। পুঁটিরা-ম-!

বলো কি?

আবার রাতের বেলা! আর ও চমৎকার ব্যবস্থা।
সেটা আবার কিরকম?

দারোয়ান, চৌকিদার তো আছেই, তার ওপর চারটে বিলিতি ম্যাস্টিফ কুকুর কম্পাউন্ডে ছাড়া থাকে।

একটা উপায় হয়েছে।

ব্লজের একজন সেক্রেটারি চাই। বিজ্ঞাপন দিয়েছে
বাড়িতেই থাকতে হবে। মাইনে খারাপ নয়, তবে বিজ্ঞানের ছাত্র এবং শর্টহ্যান্ড, টাইপিং প্রভৃতি সদগুণের দরকার। দুটো দরখাস্ত দিয়ে এসেছি। কাল ইন্টারভিউ।

দুটো দরখাস্ত কেন?

দুটো দরখাস্ত কেন?

যদি আমাকে না নেয় তবে তোমাকে নিতে পারে, তাই।
!!

পরদিন সকালবেলা

আটটা নাগাদ শহরের দক্ষিণে অভিজাত পল্লীতে উপস্থিত হলাম।
আমরা কিন্তু কেউ কাউকে চিনি না। দুজনেই চাকরি প্রার্থী, এটা মনে থাকবে তো?
দিগিন্দ্র ভবন
ও হ্যাঁ। ভুলেই গেছিলাম।

সর্বনাশ। নাম মনে আছে তো?
আ-হ্যাঁ। আমার টা জিতেন্দ্রনাথ। আর তুমি নিখিলেশ।
হুম্! তোমার টা মনে থাকলেই চলবে।

কিসকো মাংতা?
ইন্টারভিউ কে লিয়ে বুলায়া।
যাইয়ে।

অনেকেই এসেছে দেখছি।
এবার কপাল!

আমার নামটা কি যেন? ও - জি-তেন্দ্র-নাথ।
বড্ড খটমট নাম। ব্যোমকেশ আর নাম পেল না!

নিখিলেশবাবু, জিতেন্দ্রনাথ বাবু। আপনারা দুজন একসাথে আসুন।
!?
ব্যাপার কি? এতক্ষন তো একে একে ডাক পড়ছিল!

আসুন, এই ঘরে।

বাপরে! কী মুখ!
অথচ হাতের আঙুলগুলো কী সুন্দর!
যেন আরব্য উপন্যাসের দৈত্য!!

উজরে,
দরজা বন্ধ করে দাও।

কার নাম নিখিলেশ?

তোমরা দুজনে সল্লা করে দরখাস্ত করেছ?
আমি ওকে চিনি না।

বটে! চেনো না, কিন্তু দরখাস্ত পড়ে আমার অন্যরকম মনে হয়েছিল।
যা হোক, তুমি এম. এস. সি পাশ করেছ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।
কোন য়ুনিভার্সিটি থেকে?

নিখিলেশ কার নাম?

আজ্ঞে আমার।
আজ্ঞে।
হুঁ। তুমি নিখিলেশ। আর তুমি হলে জিতেন্দ্রনাথ?

ক্যালকাটা য়ুনিভার্সিটি।
!
এই রে! ওটা তো য়ুনিভার্সিটির পাশ করা ছাত্রদের নামের তালিকার বই। এবার সব ফেঁসে যাবে।
হুঁম। কোন সালে পাশ করেছ?
কোন সাল?
আজ্ঞে এই বছরই। মাসখানেক আগে রেজাল্ট বেরিয়েছে।

অঃ! তবে তো এখনও ছেপে বেরোয় নি?
আজ্ঞে না
বাপরে! বাঁচলাম।

শর্টহ্যান্ড জানা আছে তো?
আছে।
বেশ। তোমাকে দিয়ে আমার কাজ চলতে পারে। তুমি বসো।
?

?

অজিতবাবু!
আ-জ্ঞে।

আজিতবাবু!
আ-জ্ঞে।

হা-হা-হা-হা-হা

এইরে - যাঃ!
!?
ও-হো-হো-হো-হো

লজ্জা পেয়ো না। আমার কাছে ধরা পড়া তোমাদের পক্ষে কিছুমাত্র লজ্জার কথা নয়।
কিন্তু বালক হয়ে তোমরা যে আমাকে ঠকাবে মনে করেছিলে,

এতেই আমার ভারী আমোদ মনে হচ্ছে।

ব্যোমকেশবাবু, তোমার কাছ থেকে আমি এতটা নির্বুদ্ধিতা প্রত্যাশা করিনি।
!?

তুমি ছেলেমানুষ বটে, কিন্তু তোমার করোটির গঠন থেকে বুঝতে পারছি তোমার মাথায় বুদ্ধি আছে।
!

খুলির মধ্যে অন্তত পঞ্চান্ন আউন্স - ব্রেন ম্যাটার আছে।

তবে শুধু ব্রেন-ম্যাটার থাকলেই হয় না, কনভলুশনের ওপর সব নির্ভর করে।

...হনু আর চোয়াল উঁচু। মৃদঙ্গ-মুখ, বাঁকা নাক।
হুঁ, ত্বরিতকর্মা, কুটবুদ্ধি একগুঁয়ে। INTUTION খুব বেশি।
REASONING POWER মন্দ DEVELOPED নয়, কিন্তু এখনও MATURE করেনি।
!?

তবে মোটের ওপর — বুদ্ধির বেশ শৃঙ্খলা আছে।
বুদ্ধিমান বলা চলে।

বাপরে! এ যেন জীবন্ত ব্যোমকেশের শব-ব্যবচ্ছেদ হচ্ছে!!

আমার মাথায় কতখানি মস্তিষ্ক আছে জানো?
ষাট আউন্স — তোমার চেয়ে পাঁচ আউন্স বেশি।
অর্থাৎ বনমানুষে আর মানুষে বুদ্ধির যতখানি তফাৎ, তোমার সঙ্গে আমার বুদ্ধির তফাৎ তার চেয়েও বেশি।
!?
হা-হা-হা-ঃ!

খোকা তোমাকে পাঠিয়েছে একটা জিনিস চুরি করার জন্য, তাইতো? কিন্তু তুমি পারবে বলে মনে হয়?
!
কি হে ব্যোমকেশবাবু, একেবারে ঠান্ডা হয়ে গেলে যে। প্রকৃত সেজে ঠাকুর চুরি করতে ঢুকেছ — তা কি মনে হচ্ছে? পারবে চুরি করতে?
সাতদিনের মধ্যে কুমার বাহাদুরের জিনিস তাকে ফিরিয়ে দেব। কথা দিয়েছি।

বটে! তোমার সাহস তো কম নয়। কিন্তু কি করে করবে শুনি।
এখনই তো তোমাদের ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে বার করে দেব। তারপর?
আপনার কথা থেকে একটা খবর পাওয়া গেল — হীরাটা তাহলে বাড়িতেই আছে।
!
হ্যাঁ আছে। কিন্তু তুমি পারবে খুঁজে নিতে?
তোমার ঘটে সে বুদ্ধি আছে কি?

হা-ঃ!
এই রে! এইবার একটা ভয়ংকর কিছু ঘটবে! ভয়ানক চটেছেন ব্যোমকেশের ওপর!?
ভাগ্যি সামনে কোন অস্ত্রশস্ত্র নেই। থাকলে —

দেখ ব্যোমকেশবাবু, তুমি মনে কর তোমার ভারি বুদ্ধি—না?
তোমার মত ডিটেক্‌টিভ দুনিয়ায় নেই?
বেশ, তোমাকে তাড়াব না।
এই বাড়ির মধ্যে যাতায়াত করার অবাধ অধিকার তোমায় দিলাম।
যদি পার, খুঁজে বার কর সে জিনিস।
সাত দিন নয়, সাত বছর সময় দিলাম। বার কর খুঁজে। AND BE DAMNED!

উজাগর সিং।
এইরে, আবার তাকে কেন?!
এই বাবু দুটিকে চিনে রাখ। আমি বাড়িতে থাকি বা না থাকি
এদের এ বাড়িতে যেখানে ইচ্ছে, যেতে দিও। কোন বাধা দিও না।

বুঝলে? কোন বাধা দিও না। যাও।
যো হুকুম।
খুঁজি খুঁজি নারি, যে পায় তারি—বুঝলে হে—ব্যোমকেশ চন্দ্র?
আজ্ঞে শুধু ব্যোমকেশ, চন্দ্র নেই।
না থাক। কিন্তু বুড়ো হয়ে মরে যাবে তবু সে জিনিস খুঁজে পাবে না।

ভাল কথা, আমার সিন্দুক আলমারির চাবি যখন যা দরকার চেয়ে নিও।

অনেক দামি জিনিস থাকলেও তোমার ওপর আমার অন্য অবিশ্বাস নেই।

আমি এখন স্টুডিওতে চললাম, আমাকে আজ আর বিরক্ত কোরো না।
ও আর একটা কথা। আমার বাড়িময় বহু মূল্যবান ছবি আর প্লাস্টারের মূর্তি ছড়ানো আছে। যদি কোনভাবে-
হীরে খুঁজতে গিয়ে সেগুলো নষ্ট কর, তবে সেই দণ্ডেই কান ধরে বার করে দেব। কথাটা মনে থাকে যেন।
ও-ও-ই!
?

সবে দিগিন্দ্র চলে গেলেন।
চল, বাসায় ফেরা যাক। আজ আর কিছু হবে না।
অন্যকে ঠকাতে গিয়ে নিজে ঠকে অপদস্থ হবার মত লজ্জা অল্পই আছে।
পরাজয় আর লাঞ্ছনার গ্লানি বয়ে দুজনে চুপচাপ ফিরে চললাম।

বাসায় ফিরে দু পেয়ালা চা পানের পর মনটা একটু চাঙ্গা হল।
আমার দোষেই সব মাটি হয়ে গেল ভাই।
না হে। দোষ তোমার হয়েছে ঠিকই। তবে তার জন্য ক্ষতি কিছু হয়নি।
বরং আরও সুবিধে হল। যেটা আশা করিনি।
অ্যাঁ! কি বলছ? ক্ষতি হয়নি? তবে কি এখনও আশা আছে?

নিশ্চই আছে।
বুড়োর একটা দুর্বলতার সন্ধান যখন পাওয়া গেছে, তখন ঐ থেকেই কার্যসিদ্ধি করতে হবে।
কোন দুর্বলতার সন্ধান পেলে শুনি! আমি তো বাবা কোথাও এতটুকু ছিদ্র পেলুম না, একেবারে নিরেট নিভাঁজ - লোহার মত শক্ত জিনিস।
!?
কিন্তু ছিদ্র আছে। কি জানি কেন, বড় বড় লোকের মধ্যেই এই দুর্বলতা সবচেয়ে বেশি দেখা যায়।

হেঁয়ালি রেখে একটু পরিস্কার করে বল তো।
অহঙ্কার! বুদ্ধির অহঙ্কার! যার যত বুদ্ধি, বুদ্ধির অহঙ্কার তার চতুর্গুণ!

যাগলে বুদ্ধি থেকেও কোন লাভ হয় না।
কিরকম?!
বুড়োরও সেইটা অত্যন্ত বেশি মাত্রায় আছে। ঐই অহঙ্কারে ঘা দিতেই কাজ হল।

বাড়িতে ঢোকার অনুমতি যখন পেয়ে গেছি তখন তো আট আনা কাজই হাসিল।
!

এখন বাকি শুধু হীরেটা খুঁজে বার করা।
এই রে! তুমি কি আবার ও বাড়িতে মাথা গলাবে নাকি?
আলবৎ গলাব!

বল কি? এতবড় সুযোগ ছেড়ে দেব?

এবার গেলেই ঐ ব্যাটা উজারে সিং পেটের মধ্যে কুক্‌রী পুরে দেবে!

হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ!

হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ!
হাসছো?! তুমি যাও ভাই, আমি ওতে নেই।

তা কি হয়, তোমাকেও চাই।
অ্যাঁ!? এ কি ঝামেলায় পড়লাম রে বাবা!

এক যাত্রায় পৃথক ফল কি ভাল?

পরদিন একটু সকাল সকাল
সরে দিগিন্দ্রর বাড়ি হাজির হলাম।
কেমন একটা হচ্ছে! যেন বিনা টিকিটে রেলে চড়েছি।
ওসব মন থেকে মুছে ফেল।

দেখেছ, দারোয়ানরা কেউ বাধা দিল না।
উজাগর সিং আমাদের দেখেও না দেখার ভান করছে। চল।

সর্দার কোথায়?
আজ্ঞে স্টুডিওতে।

আমাদের অনুসন্ধান শুরু হল।
খড়ের গাদায় ছুঁচ খুঁজছি—!

?
একটা ব্যাপার খেয়াল রেখ। বুড়ো ভীষন ধূর্ত।

আলমারি বা সিন্দুকে সে ও জিনিস রাখবে না।
তবে?

ঘন্টা দুই পর।
নাঃ! এখানে নেই। চলো এবার ওনার কাছে।

টক্-টক্!
এসো

কি হে ব্যোমকেশবাবু, নবশ্যামানিক পেলে?

ওফ্! বাড়িটা যেন একখানা gallery!

শুধুই ছবি আর মূর্তিতে ভরা। আসবাবপত্র প্রায় নেই।

এডগার অ্যালেন পো'র একটা গল্পে পড়েছিলাম, তাতে ও কি একটা দলিল খোঁজাখুঁজির ব্যাপার ছিল।

শেষে দেখা গেল সেটা একদম প্রকাশ্য স্থান থেকে বেরোল। যা কেউ ভাবেইনি।
হুম
টক্! টক্!

ক্ষ্যাপা খুঁজে ফেরে— পরশপাথর? হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ
শেষপর্যন্ত জটা গজিয়ে যাবে। বুঝলে হে?
?
!
আপনার লোহার সিন্দুকটা একবার দেখব মনে করছি।
বেশ, বেশ। এই নাও চাবি। আমি একটু ব্যস্ত তাই, নইলে তোমাকে গিয়ে সাহায্য করতাম।
!
তা সেরকম দরকার হলে উজরে কে ডেকে নিও।
ওটা আপনি কি করছেন?
আমার তৈরি নটরাজ-মূর্তির কথা শুনেছ তো? এটা তারই একটা ছোট প্লাস্টার কাস্ট তৈরি করছি।
এরকম আর একটা আমার টেবিলে আছে। দেখে থাকবে।
কাগজচাপা হিসাবে মন্দ নয় - কি বল?
অসাধারণ! এই মূর্তিটাই আপনি প্যারিসে এগজিবিট্ করিয়েছেন!

হ্যাঁ। আসল মূর্তিটা পাথরে গড়া। সেটা এখনও লুভারে আছে।

কি অসাধারণ প্রতিভা! এত বড় একটা প্রতিভার সাথে যুদ্ধ করে জয়ের আশা কোথায়?

কি হল অজিত? এসো, সিন্দুকটা দেখে আসি।
অ্যাঁ-? ও চল।

সিন্দুক ঘেঁটেও কিছু বেরোল না।
নাঃ! কিছু নেই। চল, বাইরের ঘরে একটু বসি।

কি, পেলে না? আচ্ছা, কুছ পরোয়া নেই। ফিরিয়ে নিয়ে পরে আবার খুঁজো।

আপনার চাবি।

ওহে অজিতবাবু, তুমি তো গল্প-টল্প লিখে থাক, সুতরাং একজন বড়দরের আর্টিস্ট।

বল দেখি এ পুতুলটি কেমন?
এতটুকুর মধ্যেও কি অপূর্ব কাজ! ছোট্ট, বিন্দু কি অসাধারণ!!

চমৎকার! এর তুলনা নেই।
এটাও কি আপনি নিজে মোল্ড করেছেন?
হ্যাঁ-ঃ! আমি ছাড়া আর কে করবে?

এ জিনিস বাজারে পাওয়া যায় না বোধহয়?
না। কেন? পাওয়া গেলে কিনতে নাকি?
বোধহয়। আপনি এ রকম প্লাস্টার কাস্ট তৈরি করিয়ে বাজারে ছাড়েন না কেন? এতে পয়সা আছে।
!?

যদি কখনও পয়সার অভাব হয় তখন দেখা যাবে। আপাতত এটাকে খেলো করতে চাই না।
আচ্ছা, এখন এলাম। আবার ওবেলা আসব।
ঠক!
আরেঃ!

তুমি তো আচ্ছা বেকুব হে। এখনই ওটা ভেঙেছিলে। তোমাদের আগেই সাবধান করেছি, আমার কোনও ছবি বা মূর্তি যদি ভেঙেছ,
সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি থেকে বার করে দেব। আর ঢুকতে দেব না। বুঝেছ?
আজ্ঞে, আমার খুব ভুল হয়ে গেছে। এইবারটি ক্ষমা করুন। আর এমন অসাবধান হব না। প্রতিজ্ঞা করছি।
ব্যোমকেশকে এতটা নত হতে আগে দেখিনি!
বেশ। এইসব জিনিসের অযত্ন আমি দেখতে পারি না। যা হোক, ও বেলা তাহলে আবার আসছ?

আজ্ঞে, যদি আপনি আপত্তি না করেন।
না, না। যতবার খুশি এস। উদ্যোগিনাং পুরুষসিংহ—;

রাস্তায় এসে
এতক্ষণে লাইব্রেরি খুলেছে। একবার ঘুরে যাওয়া যাক।
দিগিন্দ্র ভবন

বাবা! ব্যোমকেশ এত মন দিয়ে প্লাস্টার - কাস্টিং পড়ছে কেন!?
কি হে, প্লাস্টার কাস্টিং সম্বন্ধে এত কৌতুহল কেন?

তুমি তো জান, সব বিষয়ে কৌতূহল আমার একটা দুর্বলতা।
তা তো জানি। কিন্তু কি দেখলে?
এই ব্যাপার! তা এর জন্য এত দুর্ভাবনা কেন?
ওর মধ্যে শক্ত যা তা হল ঐ ছাঁচটা তৈরি করা।
দেখলুম ব্যাপারটা খুব সহজ। যে কেউ করতে পারে। খানিকটা প্লাস্টার অফ প্যারিস
ঘন দইয়ের মত করে গুলে নিয়ে ছাঁচের মধ্যে ঢেলে দাও। মিনিট দশেক পরেই তা শক্ত হয়ে যাবে। তখন ছাঁচ থেকে বার করে নিলেই হয়ে গেল।
দুর্ভাবনা নেই।
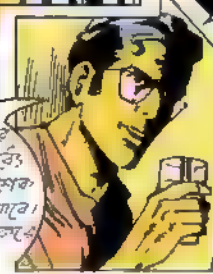
ছাঁচে প্লাস্টার প্যারিস ঢালবার সময় যদি একটা সুপুরির মত জিনিস তাতে ফেলে দেওয়া যায়, তাহলে—
তাহলে?
তাহলে সেটা সেই মূর্তির ভেতর রয়ে যাবে।
অর্থাৎ?
অর্থাৎ বুঝ লোক যে জান সন্ধান।

বিকালে আবার স্যর দিগিন্দ্রর বাড়িতে গিয়ে তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল।
কোন ও ফল হল না।
শেষে ক্লান্ত হয়ে বসবার ঘরে এসে বসলাম।
আহাহা:। তোমাদের ওপর দিয়ে খুব ধকল যাচ্ছে! ওরে—। কে আছিস? এনাদের চা জলখাবার দিতে বল।

আমার খুব লজ্জা করছিল, কিন্তু ব্যোমকেশ—
গপ্-গপ্!

আ-ঃ! আপনার রান্নার লোকটির তারিফ করতে হয়।
বটে! ভাল রাঁধে বলছো?

বিলক্ষণ!

ইস্‌স্! ব্যোমকেশ কিরকম নির্লজ্জের মত খেয়ে চলেছে!
তা আর কতদিন খুঁজবে? এখনও আশ মিটল না?
আজ্ঞে—(গপ্) আজ বুধবার—(গ্যপ্) এখনও দুদিন—(গপ্) সময় তো আছে!
ও-হোঃ! হা-হা-হা-

হাহা হাহা

?

এটা কত দিন হল তৈরি করেছেন?
তা-দিন পনের কুড়ি হবে। কেন বলতো?

নাঃ - এমনি। আচ্ছা, আজ উঠি। আবার কাল আসব। নমস্কার।
!?!
বাড়ি ফিরতেই
কি হয়েছে পুঁটিরাম?
একজন তকমা পরা চাপরাশি এটা দিয়ে গেছে দাদাবাবু।

কুমার বাহাদুরের ভিজিটিং কার্ড।
?

কুমার ত্রিদিবেশ্বনারায়ণ রায়
অন্য পিঠে

এইমাত্র কলিকাতায় পৌঁছিয়াছি। গ্র্যান্ড হোটেলে আছি। কত দূর?

কি হল? কুমার বাহাদুর আসায় তুমি খুশি হওনি মনে হচ্ছে?
হুম। ঠিকই ধরেছো। ওনার আমার খবর পেয়ে বুড়ো যদি মত বদলায় তা হলেই সব মাটি।

আবার নতুন করে সব কাজ আরম্ভ করতে হবে।
সমস্ত সন্ধ্যেটা ব্যোমকেশ চেয়ারে পড়ে রইল।
রাতে দুজনে একটা ঘরে পাশাপাশি খাটে শুতাম, বিছানায় শুয়ে অনেকক্ষন গল্প চলত। আজ সে একটা কথাও বলল না।

আমি, ব্যোমকেশ আর স্যর দিগিন্দ্র হীরার মার্বেল দিয়ে গুলি খেলছি।

এবার আমার চাল!

ঠক্
মার্বেলগুলো ব্যোমকেশ সব জিতে নিয়েছে।
আমি জিতেছি! সব গুলি আমার।

অ্যাঁ হ্যাঁ অ্যাঁ-অ্যাঁ-! আমার সব হীরে জিতে নিলো-!
!!

হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ-
ঘুম ভেঙে গেল!
একী! তুমি ঘুমোও নি?
দেখ, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, হীরাটা বমার ঘরে টেবিলের ওপর কোথাও রাখা আছে।

এখন রাত্রি কটা?
আড়াইটে।
আমি লক্ষ্য করেছি, বুড়ো বমার ঘরে ঢুকেই প্রথম টেবিলের দিকে তাকায়।
টেবিলের ওপর কি কি আছে? দোয়াতদান, টাইমপিস ঘড়ি, গঁদের শিশি, বই, ব্লটিং প্যাড, সিগারের বাক্স, পিনকুশন, নটরাজ.....
হা-ই!
তাকাক্ গে! তুমি এখন শুয়ে পড়ো।
ব্যোমকেশ জ্বালালে দেখছি-নাঃ! ঘুম আসছে আবার।

রাতে যতবার ঘুম ভাঙল -
ওফ্‌ফ্‌! এখন ও পায়চারি করছে!

পরদিন সকালে
ত্রিদিববাবুকে চিঠি পাঠিয়ে দিলাম বুঝলে?
কি লিখলে?
লিখলাম, চিন্তার কোন ও কারন নেই। শনিবার কোন ও সময় দেখা হবে।

বেশ, অতঃপর?

চলো, আবার বুড়োর বাড়ি।
ওফ্‌! সারারাত জেগে আবার কি ভেবেছে কে জানে?

স্যর দিগিন্দ্র বসার ঘরেই ছিলেন।
এই যে মানিকজোড়, এসো, এসো। আজ ভারি সকাল সকাল যে? ওরে—। কে আছিস? বাবুদের চা দিয়ে যা।

ব্যোমকেশবাবুকে আজ বড় শুকনো শুকনো দেখাচ্ছি।
দুশ্চিন্তায় রাতে ঘুম হয়নি বুঝি?

এই পুতুলটিকে আমি ভালবেসে ফেলেছি। কাল সারারাত এর কথা ভেবেই ঘুম হয়নি।

এক মিনিটকাল দুজনে পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে রইল।
দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে নিঃশব্দে মনে মনে কী যুদ্ধ হচ্ছে, কে জানে?

হা-হা-হা-
ব্যোমকেশ, তোমার মনের কথা আমি বুঝেছি। ওটার জন্য তোমার রাতে ঘুম হয়নি বলছ? অত সহজে এ বুড়োকে ঠকাতে পারবে না।
!

বেশ। আমি ওটা তোমাকে দান করলাম। কেমন? হল তো? কিন্তু ভেঙে নষ্ট কোর না।
ধন্যবাদ!

শটা নাগাদ বাসায় ফিরে –
নাঃ! ঠকে গেলুম মনে হচ্ছে!
কী ব্যাপার বল তো? আমি তো তোমাদের কথাবার্তা কিছুই বুঝতে পারলাম না!

নানা কারণে আমার স্থির বিশ্বাস হয়েছিল, যে এই নটরাজের ভিতর হীরাটা আছে।
এটা স্যর দিগিন্দ্র নিজে ছাঁচে ঢালাই করেছেন। সুতরাং ভেতরে হীরেটা পুরে দেওয়া খুব সহজ।

কী মনে হচ্ছে?
বুড়োর কাছে ঠকে গেলুম।
এতে করে হীরাটা ওনার চোখের সামনেই রইল, অথচ কেউ তা জানতে পারল না। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে –

বিকেলে নিয়মমত স্যর দিগিন্দ্রর বাড়িতে গিয়ে শুনলাম।
কর্তা, বাইরে গিয়েছেন।

ব্যোমকেশ উজারে সিং এর সাথে ভাব জমানোর চেষ্টা করতে লাগল।

উজারের পাহাড়ি হৃদয় গললে হয়।

ঘন্টা দুই পর
নাঃ! হল না।

উজারে ব্যাটা হয় নিরেট, নয়তো আমার চেয়ে বুদ্ধিমান।
বাসায় ফিরতেই
দাদাবাবু, একজন দেখা করতে এসেছিল।
আধ ঘন্টা বসে চলে গেছে। পরে আসবে বলে গেছে।
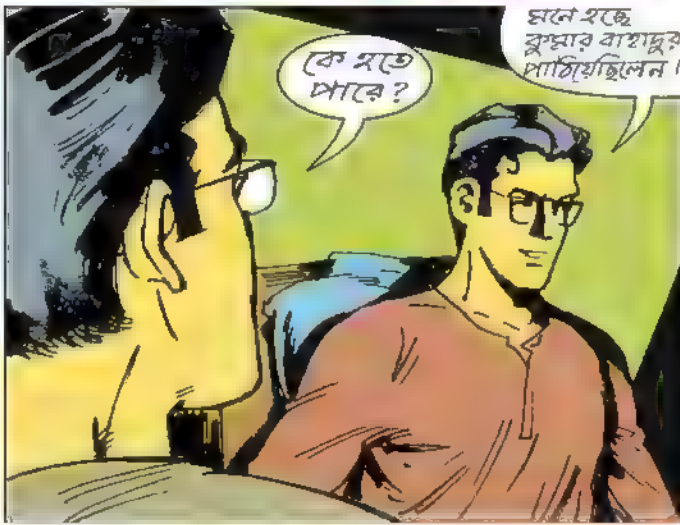
কে হতে পারে?
মনে হচ্ছে কুমার বাহাদুর পাঠিয়েছিলেন।

আর কেন ব্যোমকেশ? ছেড়ে দাও। কুমার বাহাদুর কে জানিয়ে দাও। আর কিছু হবার নয়।

হুম্ম্। দেখি কালকের দিনটা।

দেখি
কালকের দিনটা।
যদি কালও —

!?!

কি হল?
অজিত!
নেই!!
মানে?
কী নেই?

মনে আছে?
আজ সকালে এটার
নীচে পেনসিল দিয়ে
'ব' লিখেছিলুম?
সে অক্ষরটা নেই!
হ্যাঁ, নেই। কিন্তু
তাতে কী হল?
পেনসিলের লেখা -
মুছে যেতেও পারে!
না! না!

তুমি বুঝতে পারছনা?
বুঝতে পারছ না?
এটার মানে কী হতে
পারে? ও-ও ফ্!?
ক' কী মানে
হতে পারে?

ও-হো-হো-ঃ!
হা-হা-হা—!
উঃ! বুড়ো কী
ধাপ্পাই দিয়েছে!
একেবারে উল্লুক
বানিয়ে ছেড়ে
দিয়েছে হে!
!?

যা হোক,
বাঘের ও
ঘোগ আছে।
কী বলছ
বলতো?
বলছি।
একমিনিট,
পুঁটিরাম!

যে লোকটা আজ এসেছিল তাকে তুমি এ ঘরে বসিয়ে কোথাও গিয়েছিলে? ঠিক করে ভেবে বল।
বলুন দাদাবাবু?

আজ্ঞে। মাঝে তিনি এক গেলাস জল চাইলেন। তাই উঠে একবার ও ঘরে —
আচ্ছা, যাও।

পুঁটিরাম চলে গেলে
কি ব্যাপার? আবার হাসছ কেন?
নাঃ। কিছু নয়, একটা ফোন করতে হবে।

পাশের ঘর থেকে ব্যোমকেশ ফোনে কথা বলতে লাগল।
কুমার ত্রিদিবেন্দ্র? হ্যাঁ, আমি ব্যোমকেশ।

কাল বেলা দশটার মধ্যে পাবেন। স্পেশাল ট্রেন যেন ঠিক থাকে।

সাত ঘণ্টার মধ্যেই রওনা হবেন। না, এখানে থাকা নিরাপদ হবে না। আচ্ছা — আচ্ছা। ওসব কথা পরে হবে। কাউকে কিছু বলবেন না। আচ্ছা, নমস্কার।
!?
একটু পরেই –
অজিত! আমার ফিরতে রাত হবে। তুমি শুয়ে পোড়ো।

রাতে ব্যোমকেশ কখন ফিরল জানি না। পরদিন সকাল সাড়ে আটটার সময় দুজনে বেরোলাম।
আরে - নটরাজের মূর্তিটা?
আছে। চলো বেরোই।

স্যর দিগিন্দ্র আজ বসার ঘরেই ছিলেন
এসো, এসো, তোমরা না আসায় এতক্ষণ ফাঁকা-ফাঁকা লাগছিল।

আপনার ওপর অনেক জুলুম করেছি, কিন্তু আর না। জয়-পরাজয় এক পক্ষের তো আছেই, সে জন্য দুঃখ করি না। কাল থেকে আমাদের আর দেখতে পাবেন না। এই কথাই বলতে আজ এলাম।

আপনি অবশ্য জানেন যে, আপনার ভাইপো এখানে এসে আছেন, তাকে কাল জানিয়ে দিয়েছি ফিরে যেতে। থেকে আর কোন ও লাভ নেই।
!

আমাদের ক্ষমা করে দেবেন।
??

বেশ, বেশ। তোমার সুবুদ্ধি হয়েছে দেখে খুশি হলাম। খোকাকে বোলো বৃথা চেষ্টা করে যেন সময় নষ্ট না করে।

আচ্ছা বলব।
ও হো! আর একটা তৈরি করেছেন দেখছি! আমারটা আমি যত্ন করে রেখে দিয়েছি।

শুধু সৌন্দর্য নয়, আপনার স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে ও আমার কাছে তার দাম অনেক।

খুশি হলাম শুনে। আমার বাড়িতে ঢুকে তোমার শিল্পকলার প্রতি অনুরাগ জন্মেছে এটা ও কম কথা নয়।
আজ্ঞে হ্যাঁ। এ ক'দিন আমার মনের ও দিকটা একেবারে পর্দা ঢাকা ছিল। কিন্তু —

এই কদিনে আপনার সংস্পর্শে এসে মন একেবারে বদলে গেছে। বুঝেছি আপনার ললিত কলার মধ্যে কী অমূল্য রত্ন লুকিয়ে আছে! অসাধারণ! অপূর্ব!!
হেঃ! হেঃ! হেঃ! মানছ তাহলে?
অবশ্যই। ওই ছবিখানা ও আমার বড় ভাল লাগে! ওটা ও কি আপনারই আঁকা? না কি? —
?

কোন ছবিটার কথা বলছ?
ঐ যে, ঠিক আপনার পিছনে যেটা, প্রাকৃতিক দৃশ্য
মুহূর্তের জন্য স্যর দিগিন্দ্র ঘাড় ফেরালেন। আর সেই ক্ষণিকের মধ্যে ব্যোমকেশ —!!

এক অদ্ভুত হাতের কসরৎ দেখাল!!

সর্বনাশ। ব্যোমকেশ মূর্তিটা বদলে দিল দিগিন্দ্রর মূর্তিটা এখন ওর পকেটে!!
হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওটা আমার-ই আঁকা

ওরে বাবা। বুকটা কেমন ধড়ফড় করছে!
আচ্ছা। এখন তাহলে চলি? আপনার কাছে এসে আমার লাভই হয়েছে, এ কথা আমি ভুলব না।

যদি কখনও দরকার হয় মনে রাখবেন, আমি একজন সত্যান্বেষী। সত্য অনুসন্ধান করাই আমার পেশা। নমস্কার!
হুমমম্।

??
চল অজিত।

বাড়ির বাইরে আসতেই
ট্যা-ক্-সি।

কাঁহা যানা হ্যায় বাবুজী?

গ্র্যান্ড হোটেল। জলদি চলিয়ে।

ব্যোমকেশ, এসব কি কাণ্ড?
আমি যা অনুমান করেছিলাম তাই ঠিক। হীরেটা নটরাজের মধ্যেই আছে অজিত

বুড়ো আমাকে ধোঁকা দেবার জন্য পুতুলটা দিয়েছিল। তারপর আর একটা পুতুল নিয়ে কাল সন্ধ্যেবেলা আসলটা বদল এনেছিল।
ভাগ্যিস 'ব' লিখেছিলাম। না হলে আমিও বুঝতে পারতাম না।
তাহলে কুমার সাহেবের অনুমান ঠিকই। একেবারে নিখোঁজ।

গ্র্যান্ড হোটেলে কুমার ত্রিদিবেন্দ্র আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন
নমস্কার, কুমার বাহাদুর।
আসুন, আসুন, ব্যোমকেশবাবু!

কই? কই — আমার হীরা ব্যোমকেশবাবু?
এই যে।

এটা তো দেখছি কাগজ চাপা নটরাজ! আমার সীমন্ত হীরা কই?
আছে। এই দেখুন।
একটা পাথরের কাগজ চাপা নিয়ে ব্যোমকেশ
ঠকাস

এই নিন।
!!
হ্যাঁ, হ্যাঁ! এই আমার সীমন্ত হীরা! এই যে নীল আভা —!

ওঃ! ব্যোমকেশবাবু আপনাকে যে কি বলে কৃতজ্ঞতা —
কিছু বলতে হবে না। যত শীঘ্র পারেন এখান থেকে চলে যান। খুড়ো মশাইকে বিশ্বাস নেই।

না, না, আমি এখনই বেরোচ্ছি। কিন্তু আপনার—
ওসব ব্যবস্থা নিরাপদে পৌঁছে তার পর করবেন।

ভাবছি, বুড়ো যখন জানতে পারবে, তখন কি করবে?

কুমার বাহাদুরকে রওনা করে দেওয়ার দিন তিনেক পর একটা ইন্সিওর করা খাম এল।
কী এল বন্ধু?
চেক এবং চিঠি। এই দেখো।

আগে, চেকটাই দেখি।
আরেব্বাস! অ্যা-তো?!
চিঠিটা পড়ো।

প্রিয় ব্যোমকেশবাবু,
আমার কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ যাহা পাঠাইলাম, তাহা আপনার প্রতিভার যোগ্য নয়। তবু আশা করি অমনোনীত হইবে না।
এবার যখন কলিকাতায় যাইব, আপনার মুখে সমস্ত বিবরণ শুনিব।
অজিতবাবুকেও আমার ধন্যবাদ জানাইবেন। তিনি সাহিত্যিক, সুতরাং টাকার কথা তুলিয়া তাঁহার সারস্বত সাধনার অমর্যাদা করিতে চাই না।
হায় রে, পোড়াকপালে সাহিত্যিক!

আহা:! বাকীটা পড়ো।
তবে তিনি যদি নাম-ধাম বদল করে এই হীরা-হরণের গল্পটা লিখিতে পারেন, তাহা হইলে আমার কোনও আপত্তি নাই জানিবেন।
শ্রদ্ধা ও নমস্কার গ্রহন করিবেন।
ইতি প্রতিভামুগ্ধ শ্রী ত্রিদিবেন্দ্র নারায়ন রায়।
কী? এবার খুশি হয়েছো তো?
দা-রু-ণ!

সমাপ্ত

সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সীর
সচিত্র রহস্য উপন্যাস
অগ্নিবাণ
গল্প : শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
ছবি : ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

ব্যোমকেশ বক্সী • অগ্নিবাণ • গল্প শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় • ছবি ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

বীমা কোম্পানির না থাকতে পারে, কিন্তু অন্যের মনে দুর্বুদ্ধি জাগিয়ে তোলাও তো সৎকার্য নয়।

ওফ্‌ফ্‌ফ্‌। তুমি পারো বটে!!

ওহে, হাবুলের বাবা দেবকুমারবাবু বক্তৃতা দিয়েছেন — শোনো।

থামো তো। এ দেশের লোকের এই এক মহা দোষ। খালি বক্তৃতা।
বিদ্যের খোঁজ নেই, কুলোপানা চক্কর।

ঐ তো মজা। মানুষ সবসময় নিজের অক্ষমতার সাফাই গাইছে।

হাবুল ছোকরা দেখতে হাবাগোবা হলেও বেশ বুদ্ধিমান। তার বাবা হয়ে দেবকুমারবাবু এমন হঁয়ের মত বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান কেন, আশ্চর্য!

দেবকুমারবাবুকে তুমি দেখেছ?
তাঁকে দেখবার আকাঙ্খা কখনও প্রাণে জাগেনি।

তবে তিনি যে বুদ্ধিমান নন, ভাবছ কেন?
শুনেছি তিনি দ্বিতীয় বার বিবাহ করেছেন

নির্বুদ্ধিতার এর চেয়ে বড় প্রমান আর কি থাকতে পারে?

ব্যোমকেশ বক্সী • অগ্নিবাণ • গল্প শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় • ছবি ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

এখন কি করব ব্যোমকেশদা? বাবা বাড়ি নেই, তাই আপনার কাছে ছুটে এলুম। রেখা - আমার ছোট বোন - ওঃ!
হাবুল শান্ত হও। বিপদে অধীর হয়ো না।

কি হয়েছিল? বুকের ব্যামো ছিল কি?
তা তো জানি না।

কত বয়স তোমার বোনের?

ষোল বছর, আমার চেয়ে দু বছর ছোট।
চল তোমার বাড়িতে। না দেখলে কিছুই ধারনা করা যাচ্ছে না। তোমার বাবাকেও খবর দেওয়া দরকার।

দেবকুমারবাবুর বাড়ির সামনে -

তুমি এ বাড়ির কাজের লোক?
আজ্ঞে বাবু।

যাও, ঐ বাড়ি থেকে ডাক্তার রুদ্র কে ডেকে নিয়ে এস।
যে আজ্ঞে।

আমার মা –
বুঝেছি। রেখা কোথায়?

ঐ যে, রান্নাঘরে।

খুট

ব্যোমকেশ মেয়েটির ডান হাতটা তুলে দেখতেই –
দুটো আঙুলে ধরা একটা ছোট্ট জিনিস খসে পড়ল —

পোড়া দেশলাই কাঠি।

বাঁ হাতে দেশলাইটাও পাওয়া গেল।

উনুন ধরাতে বসেছিল। তখনই মৃত্যু হয়েছে।

কিছু বুঝলে?
না! শুধু এইটুকু বোঝা যাচ্ছে যে, মেয়েটি মৃত্যুর আগের মুহূর্তেও জানত না যে মৃত্যু এত নিকট।

তখনই
কই? কি হয়েছে?

মরে গেছে?
আপনিই দেখুন।

আপনি কে?
আমি পারিবারিক বন্ধু।
অ::!

এটি কে - দেবকুমারবাবুর মেয়ে? এরই নাম রেখা?
হ্যাঁ। আমার বোন হয়।

কি হয়েছিল?
কিছু না -- হঠাৎ --

মরে গেছে। প্রায় দু ঘন্টা আগে। RIGOR MORTIS SET IN করেছে।

কিসে মৃত্যু হয়েছে, বলতে পারেন কি?

সেটা অটপ্সি না করে বলা অসম্ভব। আমি চললুম -

ভিজিট এর টাকা বাড়িতে পাঠিয়ে দিও।

আর, পুলিসে খবর দেওয়া দরকার, মৃত্যু সন্দেহজনক।

দারোগা বীরেনবাবুর সঙ্গে আমার আলাপ আছে। খবর দিচ্ছি।

মৃতদেহ নাড়াচাড়া করে কাজ নেই। আগে পুলিস আসুক।

হাবুল, একবার রেখার ঘরটা দেখলে ভাল হত।
আসুন।

দোতলায় রেখার ঘর।
জানলা দিয়ে ওটা ডাক্তার রুদ্রের বাড়ি দেখা যাচ্ছে না?

হ্যাঁ।

RIN

অ্যাসপিরিন এর শিশি! রেখা খেত বুঝি?

হ্যাঁ — মাঝে মাঝে তার মাথা ধরত।

মাথার বালিশটা তুলতেই —

!?

নন্টুদা,
আমাদের সম্বন্ধ ভেঙে গেল।
তোমার বাবা দশহাজার টাকা চান
অত টাকা বাবা দিতে পারবেন না।
আর কাউকে আমি বিয়ে করতে
পারব না।
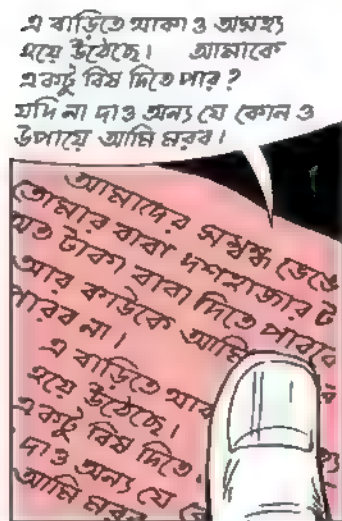
এ বাড়িতে থাকা ও অসহ্য
হয়ে উঠেছে। আমাকে
একটু বিষ দিতে পার?
যদি না দাও অন্য যে কোন ও
উপায়ে আমি মরব।

আমি জানতুম এই হবে, রেখা আত্মহত্যা করবে
নন্টু কে?

ডাক্তার রুদ্রর ছেলে। রেখার সাথে বিয়ের কথা হয়েছিল।

নন্দুদা খুব ভাল, কিন্তু ঐ চামার ডাক্তার রুদ্র দশহাজার টাকা চেয়ে সব নষ্ট করে দিল।

চল, এখনই পুলিস আসবে। তার আগে তোমার মা কে কিছু জিজ্ঞাসা করবার আছে।

হাবুলের বিমাতা ঘরেই ছিলেন। আমরা যেতে দরজা আগলে এসে দাঁড়ালেন।
আপনাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করবার আছে।
কি কথা ?

আজ সকালে আপনি কি রেখাকে কোন ও রূঢ় কথা বলেছিলেন ?

তেমন মেয়ে আমি নই বুঝলেন ? এ বাড়িতে ঢুকে অবধি সতীন-ঝি নিয়ে ঘর করছি, কিন্তু কেউ বলুক দেখি একটা কড়া কথা আমার মুখ দিয়ে বেরিয়েছে।
!?!

তবে আজ সকালে — ?
আজ সকালে কি ? বলুন ?

সকালে রেখাকে উনুন ধরাতে পাঠালুম, এসে বলল - দেশলাই পাচ্ছি না। বলে ঘরে ঢুকে দেশলাই নিল।
তারপর?

বললুম, বাসি কাপড়ে ঘরে ঢুকলে? এতবড় মেয়ে এটুকু হুঁস নেই? দেশলাই দোকান থেকে এনে নিলেই পারতে। এই বলেছি শুধু।
ব্যস্‌। আর কিছু বলেননি?

এ ছাড়া আর একটি কথাও না। এতে যদি অপরাধ হয়ে থাকে তো -

অপরাধের কথা নয়, কিন্তু দেশলাই নিতে রেখা আপনার ঘরে এল কেন? দেশলাই কি আপনার ঘরেই থাকে?

হ্যাঁ। আমি অন্ধকারে ঘুমুতে পারি না। তেলের ল্যাম্প জ্বলে। ঐ যে -
ওই ব্র্যাকেটেই ল্যাম্প আর দেশলাই থাকে। সবাই জানে। রেখাও জানত।

ও - তাহলে সেই সময় রেখাকে আপনি শেষ দেখেন?
তারপর আর দেখেননি তাকে তাই তো?

না

দারোগাবাবু এয়েচেন।

কি খবর ব্যোমকেশবাবু? গুরুতর কিছু না কি?
আপনি নিজেই তার বিচার করুন। আসুন।

পুলিসের ঝামেলা মিটিয়ে, দেবকুমারবাবুকে 'তার' করে আমরা বাসায় ফিরলাম। সন্ধেবেলায়
আত্মহত্যাই তাহলে? কি বলো?

অ্যাঁ — ওঃ -! রেখার কথা বলছ? তোমার কি মনে হয়?

চিঠি থেকে তাই তো মনে হচ্ছে।
তা বটে।

কি ভাবে রেখা আত্মহত্যা করেছে বলে মনে হয়?

বিষ খেয়ে। সেটাও তো চিঠিতে বলা আছে —

আছে। কিন্তু বিষ পাবার আগেই সে খায় কি করে?
মানে?

চিঠিতে রেখা বিষ চেয়ে ছিল, কিন্তু চিঠি পাঠাবার আগেই মৃত্যু হয়েছে।
!!

চিঠি পৌঁছায়নি তাহলে —

তাহলে?

বিষ এল কোথা থেকে?

কথা বলতে বলতে সন্ধ্যের অন্ধকার নেমে আসছিল।
ব্যোমকেশ উঠে আলো জ্বালাল।
তাছাড়া উনুন জ্বালতে বসে কেউ আত্মহত্যা করে না। রেখার মৃত্যু এসেছে অকস্মাৎ — দেশলাইয়ের কাঠি তার হাতেই পুড়ে ছাই হয়ে গেছিল — !!

তখনই দরজায় শব্দ হল।
টক্-টক্

কে? ভেতরে এস!

আমার নাম মন্মথনাথ রুদ্র।

আপনিই নন্তুবাবু? আসুন।

আপনি আমাকে চেনেন?

নাম শুনেছি। রেখার মৃত্যু সম্বন্ধে জানতে চান তো?
হ্যাঁ। কি করে এমন হল, ব্যোমকেশবাবু?

তা এখনও জানা যায়নি।

আপনার কি মনে হয়, এটা আত্মহত্যা?

না। সেটা সম্ভব নয়।

তবে কি কেউ তাকে –
এখনই জোর করে কিছু বলা যায় না।

আপনারা হয়তো শুনেছেন, রেখার সঙ্গে আমার –

শুনেছি।

ছেলেবেলা থেকে ভালবাসতুম, একসাথে খেলা করতাম।
তারপর যখন বিয়ের সম্বন্ধ হল, বাবা এমন এক শর্ত দিলেন যে, বিয়ে ভেঙে গেল।

তবু আমি ঠিক করেছিলুম, বাবার মতের বিরুদ্ধে বিয়ে করব। এই নিয়ে বাবার সঙ্গে তুমুল ঝগড়া।

বাবার সঙ্গে আপনার কখন ঝগড়া হয়েছিল ?

কাল দুপুরবেলা। আমি বলেছিলুম রেখা ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করব না।
তারপর ?

বাবা বললেন বাড়ি থেকে দূর করে দেবেন। তবু আমি—

কে জানত যে এমন হবে। ওফ্ফ্! রেখাকে প্রাণে মেরে কার কি লাভ হল?

আপনার বাবার কিছু লাভ হতে পারে।

বাবা!

না-না- এ আপনি কি বলছেন?

পরদিন বিকেল চারটের সময় হাবুলের বাবা দেবকুমারবাবু এলেন।
দিল্লী থেকে কাল বেলা দশটায় বেরিয়ে আজ আড়াইটার সময় কলকাতায় পৌঁছেছি। প্রায় ত্রিশ ঘন্টা ট্রেনে -
হাবুলের মুখে আপনার কথা সব শুনেছি।
বিপদের সময় সাহায্য করেছেন, আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।
সে কি কথা, এটুকু তো প্রতিবেশীর কর্তব্য।

কি হয়েছিল মেয়েটার? কিছু বুঝতে পেরেছেন? বাড়িতে কেউ কিছু বলতে পারল না।
ব্যোমকেশ যেটুকু বুঝেছিল তার সবটাই বলল।
ঐ চামার ডাক্তার রুদ্রটা আমার বাড়িতে ঢুকেছিল। চন্ডাল! পিশাচ!

সুযোগ পেলে আমি ওকে -

আমার টাকা থাকলে এ ব্যাপারের তদন্তে আপনাকে নিযুক্ত করতাম। কিন্তু আমি গরীব।
টাকাই সব নয়, আপনি যদি চান তা হলে —

না, না, বিনা পারিশ্রমিকে আমি কারুর সাহায্য নিতে পারব না।
কিন্তু আমি তো আপনাকে —

মাফ করবেন। পুলিস যা পারে সেটুকুই করুক।

হাজার অনুসন্ধান করলেও আমার মেয়ে তো আর আমি ফিরিয়ে পাব না।

দেবকুমারবাবু চলে গেলেন।

ভেবেছিলাম দেবকুমারবাবু প্রথম পক্ষের ছেলেমেয়েদের ভালবাসেন না। সেটা ভুল। অন্তত মেয়েকে তিনি খুব বেশি ভালবাসেন।
ডাক্তার রুদ্রর ওপর ভয়ঙ্কর রাগ দেখলুম।

হুমম্‌। অবশ্য সেটা হওয়াই স্বাভাবিক।

সন্ধ্যের পর দারোগা বীরেনবাবু এসে হাজির হলেন।
ডাক্তারের রিপোর্ট বড় DISAPPOINTING,

বার বার পরীক্ষা করেও মৃত্যুর কারণ ধরতে পারা যায়নি।
হৃদযন্ত্র সবল স্বাভাবিক, বিষ পাওয়া যায় নি। হঠাৎ স্নায়ুমন্ডলীর পক্ষাঘাত হওয়ায় মৃত্যু ঘটেছে।
!!

আপনি কি বলেন? এই রিপোর্ট এর পর অনুসন্ধান করলে কোন ও ফল হবে?

ফল হবে কি না বলতে পারি না, কিন্তু অনুসন্ধান চালানো উচিত।

কেন বলুন তো? আপনি কি কাউকে সন্দেহ করছেন?
ঠিক তা নয়। তবে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস এর মধ্যে গোলমাল আছে।

আমারও মনে হচ্ছে। আচ্ছা, দেবকুমারবাবুর স্ত্রী কে কিরকম মনে হল?
না। ও পথে গেলে হবে না। এ মৃত্যুর জট ছাড়াতে গেলে প্রথম জানতে হবে কি উপায়ে মৃত্যু হয়েছিল।

কিন্তু ডাক্তার যে কথা বলতে পারছে না, তা আমরা কিভাবে—?

ডাক্তার শুধু শব পরীক্ষা করেছেন, আমরা শব ছাড়াও আরও অনেক কিছু দেখেছি। সুতরাং —

তা বটে। যাক, আপনি তো গোড়া থেকেই আছেন। দুজনে পরামর্শ করে —

উহুঁ। এই খানিক আগে দেবকুমারবাবু এসেছিলেন। তিনি আমাকে বরখাস্ত করে গেছেন।
অ্যাঁ! সেকি?

হ্যাঁ। আমার অবৈতনিক সাহায্য তিনি নেবেন না — আর টাকা দিয়ে আমাকে নিয়োগ করতে তিনি অক্ষম।

বটে! তিনি অক্ষম কিসে? মোটা মাইনের চাকরি করেন। ভাল মাইনে পান।

তা হবে।

হুমম। ওনার আর্থিক অবস্থার একটু খোঁজ নিতে হবে দেখছি।

আপনার সাহায্য প্রত্যাখ্যান করার কি কারণ থাকতে পারে? তবে কি —?

তবে কি তিনি কাউকে আড়াল করবার চেষ্টা করছেন?

আপনি হাসছেন কেন?

আপনি কি দেবকুমারবাবুকে দেখেছেন?
না।
তাকে দেখলেই বুঝবেন, কেন হাসছি।

ব্যোমকেশবাবু, আমি এ ব্যাপারের তল পর্যন্ত দেখতে চাই। আপনি কিন্তু সরে যাবেন না।

বেশ। আমি যতদূর সাধ্য আপনাকে সাহায্য করে চলব।

আচ্ছা, উপস্থিত কোন পথ ধরে কাজ শুরু করি একটু ইঙ্গিত দিতে পারেন কি?
ডাক্তার রুদ্র। এ গোলকধাঁধার সত্যিকার পথ হয়তো ঐ দিকেই

ও—আচ্ছা। এখন তবে আসছি।

এরপর পাঁচ ছয় দিন চুপচাপ কেটে গেল। বীরেনবাবু ও আসেননি। কেবল হাবুল আসত। একদিন হাবুল জানাল তার বাবা সেদিন রাতে পাটনা যাচ্ছেন
সেখানে ইউনিভার্সিটিতে লেকচার দিতে হবে।

সেদিনই হাবুল চলে যাবার পর বীরেনবাবু আসলেন।
খবর কিছু আছে না কি?
না মশায়! কোনও দিকেই সুবিধা হচ্ছে না।

মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে নতুন কিছু পেলেন ?
ডাক্তার সাহেব এর একটা নতুন থিয়োরী শুনলাম। যদিও সেটা উনি রিপোর্টে লেখেন নি।

কি সেটা?

কোনও অজ্ঞাত বিষ বাষ্প নাকে যাওয়ার ফলেই মৃত্যু হয়েছে।

উনুন ধরাবার সময় মৃত্যু হয়েছিল, এ কথা ডাক্তারকে বলেছিলেন বেবিদয় ?
হ্যাঁ !

যাক, আর এ দিকে? ডাক্তার রুদ্র সম্বন্ধে খোঁজ নিয়েছিলেন ?
হ্যাঁ, লোকটা নির্জলা পাষন্ড আর অর্থপিশাচ।

নিজের তৈরী ইন্জেকশান পরীক্ষা করতে গিয়ে কয়েকজন রোগীকে সাবাড় করে দিয়েছে।
তবে কোন ও প্রমান নেই। ওর ছেলেটা ভদ্রলোক। শুনলুম সে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। তার বিশ্বাস, এই মৃত্যুর জন্য তার বাপই প্রকারান্তরে দায়ি।

আর দেবকুমারবাবু ? তার আর্থিক অবস্থা কেমন জানা গেল ?
জানা গেছে। ভাল নয়।

ধারদেনা নেই বটে, তবে মেয়ের বিয়েতে দশ-বারো হাজার টাকা পণ দেওয়া তাঁর অসাধ্য। মনে হয় বেহিসাবী, সাংসারিক বুদ্ধি কম।
কেন? একথা মনে হল কেন?

কারণ তার মাইনের বেশির ভাগটাই যায় বীমা কোম্পানির পেটে।

উনি পঞ্চাশ হাজার টাকার লাইফ ইন্সিওর করেছেন, তাও এত বেশি বয়সে যে প্রিমিয়াম দিয়ে হাতে বিশেষ কিছু থাকে না।

বলেন কি? এত টাকার ইন্সিওরেন্স!! নিজের নামে করেছেন?

জয়েন্ট পলিসি, নিজের আর স্ত্রীর নামে। স্ত্রীর বয়েস কম - যদি ওনার কিছু হয় - বোধহয় সেইসব ভেবেই।

দেবকুমারবাবুর ছেলে হাবুলের পিছনেও লোক লাগিয়েছিলুম। সে ছোকরা কেমন যেন পাগলাটে ধরনের!
হুমম্। আর কিছু?

কলেজ টলেজ যায় না। রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে। কখনও পার্কে চুপ করে বসে থাকে। আপনার কাছেও আসে খবর পেলাম।

হাবুলকে বাদ দিতে পারেন।

ঠিক আছে। আজ থানাতেই থাকবেন তো? যদি দরকার হয়, ফোন করব।
!!

বীরেনবাবু একটু অবাক হয়েই চলে গেলেন।
নাঃ! চলো, একটু বেড়িয়ে আসা যাক।
কি হে? চোখমুখ হঠাৎ পাল্টে গেল? কিছু পেয়েছ?

ব্যোমকেশ হঠাৎ এত আনমনা হয়ে পড়ল কেন?!

তোমার কি হয়েছে বলত?
আজ দেবকুমারবাবু পাটনা যাচ্ছেন না?
হ্যাঁ, হাবুল তো তাই বলল।

তাঁকে যেতে দেওয়া হবে না।
মানে!?

মানে পরে বলছি। ওখানে অত লোক জড়ো হয়েছে কেন?
অ্যাঁ! তাইতো?

!!?

এসো দেখি।

কি হয়েছে ভাই ?
ঠিক বুঝতে পারছি না। একজন বেঞ্চে বসে বসে মারা গেছে !!

হাবুল !

দেখে মনে হয় বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছে।
মুখে সিগারেট। জ্বালানো হয় নি।

হাতের মুঠোয় দেশলাই-!!

পুলিস আসতে দেবকুমারবাবুর ঠিকানাটা জানিয়ে আমরা বেরিয়ে এলাম।

উঃ! নিয়তির কি নির্মম প্রতিশোধ ! কি নিদারুণ পরিহাস।
!?

বাসায় ফিরে ব্যোমকেশ ফোনে অনেকক্ষণ কথা বলল। তারপর পুঁটিরামকে চা করতে বলে চেয়ারে ঘাড় গুঁজে বসল।

রাত সাড়ে আটটার সময় বীরেনবাবু এলেন।
ওয়ারেন্ট?
রেডি।

আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

দেবকুমারবাবুর বাড়ি নিস্তব্ধ।

ঠক্-ঠক্

কোনও সাড়া না আসায় দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম।
সকলি গরল ভেল—

দেবকুমারবাবু, আপনার নামে ওয়ারেন্ট আছে।
অ — আপনারা এসে গেছেন। ভালই হল। আমি নিজেই থানায় যাচ্ছিলুম।

হাতকড়া লাগাবেন তো? লাগান।
তার দরকার নেই। আপনাকে বরং ওয়ারেন্টটা—

নিয়তি দারোগাবাবু, নিয়তি! কি কি ভেবেছিলাম, কি হল!

ভেবেছিলাম রেখার ভাল বিয়ে দেব, একটা বড় ল্যাবরেটরি করব, হাবুলকে বিলেত পাঠাব

পকেট থেকে সিগার বার করে মুখে দিলেন।

দেবকুমারবাবু, আপনার দেশলাইটা আমাদের দিতে হবে।

ব্যোমকেশবাবু? আপনি ও এসেছেন? ভয় নেই - আমি আত্মহত্যা করব না।

মেয়েকে মেরেছি, ছেলেকে মেরেছি, আমি খুনি। আমি ফাঁসিকাঠে ঝুলতে চাই।

দেশলাইয়ের বাক্সটা তাহলে দিন।
এই নিন। তবে সাবধান।

প্রত্যেকটি কাঠি এক একটি মৃত্যুবাণ। জ্বাললে আর রক্ষে নেই।

ব্যোমকেশবাবু, আপনি আমার রেখার মৃত্যুর কিনারা করতে চেয়েছিলেন —
আপনাকে ধন্যবাদ।

এই ঘটনার পর ব্যোমকেশ একেবারে চুপ করে গিয়েছিল। আমিও প্রশ্ন করিনি। দিন দুই বাদে বিকালে।
ইংরেজিতে একটা কথা আছে VENGEANCE COMING HOME TO ROOST, দেবকুমারবাবুর তাই হয়েছিল।

নিজের স্ত্রী কে তিনি মারতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এমনই অদৃষ্ট - দু-দুবারই তার অগ্নিবাণ গিয়ে লাগল তার প্রাণাধিক পুত্র-কন্যার বুকে।
যখন বলছই, একটু খুলে বল। সব জানার জন্য ছটফট করছি কদিন থেকে।
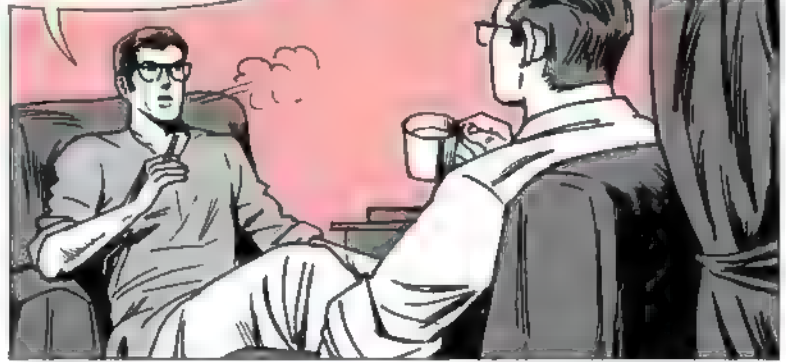
দেবকুমার এক অদ্ভুত আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন, কিন্তু টাকার অভাবে তার সদ্ব্যবহার করতে পারছিলেন না।
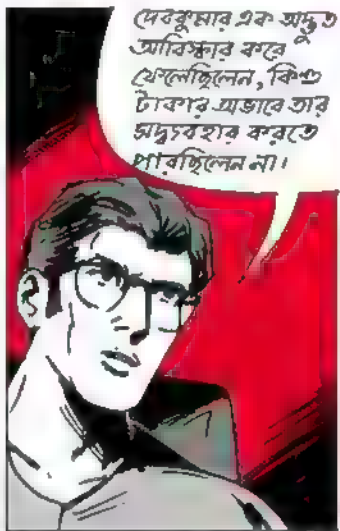
এ এক এমনই আবিষ্কার যার পেটেন্ট নেওয়া চলে না, কারণ সাধারণ ব্যবসার জগতে এর ব্যবহার নেই।

!
কিন্তু ঘুনাক্ষরে এর খবরগুলো জানতে পারলে অন্য যে কোন একটা দেশ এ জিনিস লুফে নেবে। আবিষ্কর্তা কিছুই করতে পারবে না।

এতবড় আবিষ্কার থেকে তার কোনই লাভ হবে না। সুতরাং দেবকুমারবাবু পুরো ব্যাপারটা চেপে গেলেন।

এ বিষ কিভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে ভাবতে লাগলেন।
কিন্তু সেই এক্সপেরিমেন্ট চালাতে গেলে অনেক টাকার দরকার!
নিজের ল্যাব দরকার। কোথায় পাবেন?

এদিকে বাড়িতে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক অত্যন্ত খারাপ হয়ে উঠেছিল।

শুচিবায়ুগ্রস্ত, মুখরা, স্নেহহীন ঐ মহিলাকে বিয়ে করে তার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে গেছিল।

এমনিতে দেবকুমারবাবু খারাপ মানুষ ছিলেন না, ছেলেমেয়েদের প্রতি তার ভালবাসা থেকেই সেটা আন্দাজ করা যায়।

দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ও চেষ্টা করলে তার সেই ভালবাসা পেতে পারত, কিন্তু নিজের স্বভাবদোষে সে তা পেল না।

ক্রমশ ঐ মহিলা দেবকুমারবাবুর কাছে বিষ হয়ে উঠলেন।
দেবকুমার তাকে ঘৃণা করতে লাগলেন।

নিজের স্ত্রী কে হত্যা করার ইচ্ছা মানুষের তখনই হয়, যখন সহ্যের সীমা অতিক্রম করে।
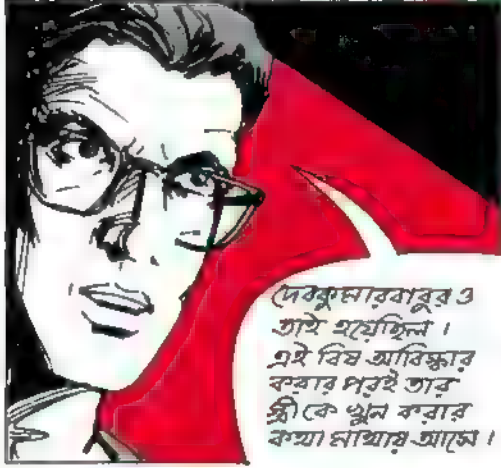
দেবকুমারবাবুর ও তাই হয়েছিল। এই বিষ আবিষ্কার করার পরই তার স্ত্রী কে খুন করার কথা মাথায় আসে।

আর তখনই তার চোখে পড়ে বীমা কোম্পানির যুগ্মজীবন পলিসির বিজ্ঞাপন।
সেই স্বামী-স্ত্রী একসাথে বীমা করলে - একজন মরলে অন্যজন টাকা পাবে?

একদম ঠিক। দেবকুমারের সমস্যার সব সমাধান তিনি খুঁজে পেলেন।

এক ঢিলে দুই পাখি। আগে জীবনবীমা, তারপর স্ত্রী কে হত্যা। টাকা ও পাবেন আর অশান্তির ও শেষ হবে।

কিন্তু তাড়াহুড়ো করলে চলবে না। অসীম ধৈর্য নিয়ে তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন।
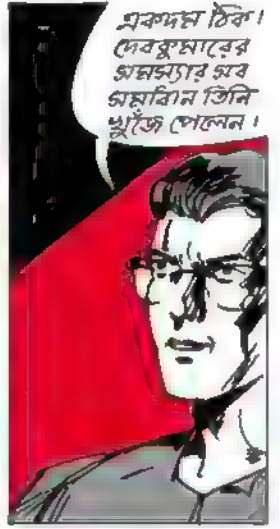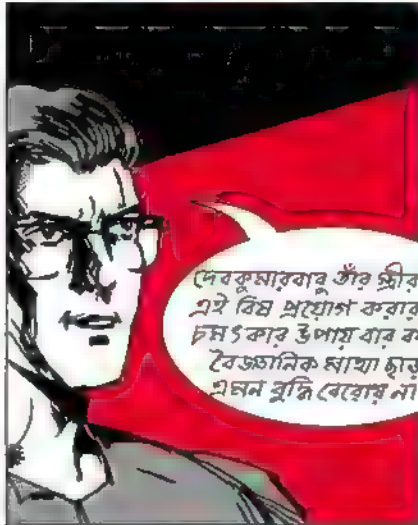
দেবকুমারবাবু তাঁর স্ত্রীর উপর এই বিষ প্রয়োগ করার এক চমৎকার উপায় বার করলেন। বৈজ্ঞানিক মাথা ছাড়া এমন বুদ্ধি বেরোয় না।
তিনি কতকগুলো দেশলাইকাঠির বারুদের মধ্যে এই বিষ মাখিয়ে দিলেন। কি ভাবে মাখালেন তা বলতে পারি না, কিন্তু ফল দাঁড়ালো - যিনি সেই কাঠি জ্বালবেন, তাকেই মরতে হবে।

বাবারে, এ তো — ভয়ানক ব্যাপার!
তা তো বটেই।

এইবার দিল্লীতে বিজ্ঞান সভার অধিবেশনে যোগ দেবার জন্য তাকে যেতে হল। যাবার আগে তিনি স্ত্রীর দেশলাই বাক্সে একটি কাঠি চুপিচুপি রেখে দিলেন।
তিনি জানতেন ও দেশলাই দিয়ে তার স্ত্রী রোজ ল্যাম্প জ্বালেন। আজ হোক কাল হোক ওই কাঠিটি তিনি জ্বালবেন। দেবকুমার তখন বহুদূরে। কেউ ভাববেও না এটা তার কাজ।

সবই ঠিক হয়েছিল, কিন্তু রাম উল্টো বুঝলেন। স্ত্রীর বদলে উনুন ধরাতে গিয়ে সেই কাঠি জ্বেলে ফেলল রেখা।

দেবকুমার ফিরে এলেন। এই বিপর্যয়ে তার মন আরও বিষিয়ে উঠল। সব রাগ গিয়ে পড়ল তার স্ত্রীর ওপর।

কদিন পর আবার একটি কাঠি তার দেশলাই বাক্সে রেখে তিনি পাটনা যাবার জন্য তৈরী হলেন। কিন্তু তাকে যেতে হল না। হাবুল সিগারেট খেত। তার দেশলাই এর দরকার হল।

সংমার দেশলাই থেকে কয়েকটা কাঠি নিয়ে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

তারপর পার্কে —

বুঝেছি।
কি ভয়ঙ্কর সর্বনাশা কালকূট যে দেবকুমারবাবু বিজ্ঞানসাগর মন্থন করে তুলেছিলেন — তাই বারবার তিনি বলেছেন, সকলি গরল ভেল —!

আচ্ছা, দেবকুমারবাবু যে অপরাধী, এটা তুমি প্রথম বুঝলে কখন?
যখনই শুনলুম উনি পঞ্চাশহাজার টাকার জীবনবীমা করেছেন।
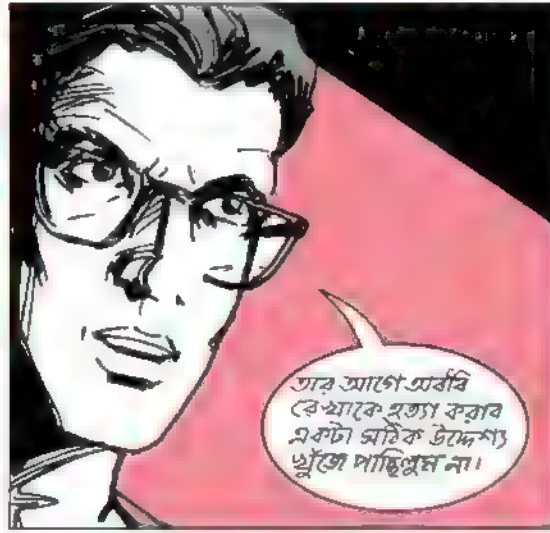
তার আগে অবধি রেখাকে হত্যা করার একটা সঠিক উদ্দেশ্য খুঁজে পাচ্ছিলুম না।

কিন্তু রেখা যে তার লক্ষ্য নয়, এটা জানতাম না।

আর একটা ছোট্ট সূত্র পেয়েছিলাম।
কী সেটা?

পরীক্ষার পরেও যখন রেখার দেহে কোনও বিষ পাওয়া গেল না, তখনই মনে হল – যে বিষে তার মৃত্যু হয়েছে সে বিষ নতুন। ডাক্তারদের অপরিচিত।

কোথা থেকে এই নতুন বিষ এল! সাতের বাগছে দুজনকে পেলাম। যারা বিষ তৈরী করতে পারেন।

প্রথম – ডাক্তার রুদ্র, দ্বিতীয় – দেবকুমারবাবু। একজন ডাক্তার, অন্যজন বৈজ্ঞানিক।

পরে ভেবে দেখেছিলাম ডাক্তার রুদ্র র এ কাজ করার প্রয়োজন ছিল না।
সুতরাং দেবকুমারবাবু ছাড়া কেউ নয়।

তবে দেবকুমারবাবু একটা দারুণ বুদ্ধির কাজ করেছিলেন।
?

দু-দুবারই তিনি বাক্সে মাত্র একটা করেই ওই বিষের কাঠি রেখেছিলেন।

ফলে পরে ঐ দেশলাই বাক্স পরীক্ষা করেও কিছু পাওয়া যায় নি।

থাক। এ নিয়ে আর ভাবতে ভাল লাগছে না। বড় করুণ পরিণতি।

ঠিক বলেছ। তবে একটা কথা বার বার মনে হচ্ছে অজিত।

কি কথা?

মানুষ যেদিন প্রথম অন্যকে হত্যা করার অস্ত্র আবিষ্কার করেছিল, সেদিন সে নিজেরই মৃত্যুবাণ তৈরী করেছিল।
আজ সারা পৃথিবী জুড়ে এই যে হিংসার বিষ তৈরী হচ্ছে, এ ও মানুষ জাতটাকে একদিন নিঃশেষে ধ্বংস করে ফেলবে।

ব্রহ্মার ধ্যানউদ্ভূত দৈত্যের মত, সে নিজের স্রষ্টাকেও রেয়াৎ করবে না।

আমার মনে হল ব্যোমকেশের কথাগুলো কেবল জল্পনা নয় – ভবিষ্যদ্‌বাণী।

হেঁয়ালির ছন্দ
সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সীর
কাহিনি অবলম্বনে
গল্প • শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
ছবি • ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

হেঁয়ালির ছন্দ

সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সীর কাহিনি অবলম্বনে

গল্প • শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

ছবি • ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

সত্যবতীকে বলে নীচে এলাম। ভুপেশবাবু অন্য দু'জনকেও ডেকে নিলেন।
রামবাবু, বনমালীবাবু, আপনারা আসুন। অজিতবাবুকে পাকড়েছি।
আসুন অজিতবাবু।
ঘরটা বেশ সুপরিসর বড়সড়।
চায়ের জলটা চড়িয়ে দিই, পাঁচ মিনিটে হয়ে যাবে।
রামবাবু আর বনমালীবাবু এসে পড়লেন।
আপনারা কি মামাতুতো ভাই?
না। আমি বৈদ্য, উনি কায়স্থ।

গরম শিঙাড়া আর চা শেষ করে খেলতে বসলাম।

রাত ন'টায় খেলা শেষ হল।
কাল আবার বসবেন তো?
বসব।

তাসের আড্ডা রোজ বসতে লাগল। পাঁচ ছ'দিন কেটে গেল।

সেদিন সাড়ে ছ'টার সময় আড্ডায় যাব বলে নামছি। এমন সময়..
দুম
?

ভূপেশবাবুর ঘরে ঢুকতেই...
ওই...ওই...গলি থেকে বেরিয়ে গেল, দেখতে পেলেন? গায়ে বাদামি আলোয়ান!

কী ব্যাপার? কী হয়েছে?

যেই জানলাটা খুলেছি, অমনি নীচে দুম করে শব্দ। একটা লোক তাড়াতাড়ি গলি থেকে বেরিয়ে গেল।
!
আমাদের বাসাবাড়িটা সদর রাস্তার ওপর। বাড়ির পাশ দিয়ে একটা ইটবাঁধানো সরু কানাগলি বাড়ির খিড়কির সঙ্গে সদর রাস্তার যোগ করেছে।
বাসার চাকরবাকর ওই রাস্তায় যাতায়াত করে।
এই ঘরের নীচের ঘরে এক ভদ্রলোক থাকেন। শব্দটা তাঁর ঘর থেকে আসেনি তো?
!!?
নীচের ঘরে থাকেন নটবর নস্কর।
চলুন। তিনি হয়তো বলতে পারবেন এটা কীসের আওয়াজ।

কট্

!?!?

দ-দা-দা! ন-নটবর নস্কর মরে গেছে গো!

বন্দুকের গুলিতে
ওই- ওই যে...
জানলার কাছে।

তখনই ম্যানেজার
শিবকালীবাবু
এসে পড়লেন।
আপনারা
এখানে?
কী হয়েছে?

এই যে...
দেখুন।
অ্যাঁ:! ওরে ব্বাবা!
এত রক্ত!
নটবরবাবু! ওরে ব্বাবা!
কী...কী করে?
পিস্তলের গুলিতে।
আপনি কি বাসায়
ছিলেন না?
অ্যাঁ!? আ
আমি একটু
বাজারে বেরিয়ে...
এখন উপায়?
পুলিশে
খবর দেওয়া।
আপনারা কেউ
কোথাও যাবেন
না।

পাড়ার দারোগা প্রনববাবু খবর পেয়ে দলবল নিয়ে হাজির হলেন।
খি-খি-খিক্! বাঘের ঘরে — ঘোগের বাসা, সর্ষের মধ্যে ভূত!
মানে? কী বলছেন?

বলছি, ব্যোমকেশবাবু থাকতে আবার আমাকে ডাকাডাকি কেন? খি-খি!...
ব্যোমকেশ কলকাতায় নেই।
অ:! তা বেশ

সব শোনার পর
আপনারা এখন যেতে পারেন। তবে অজিতবাবু আর শিবকালীবাবু —

!?

যতদিন খুনের কিনারা না হয় আপনারা দু'জন, আমাকে না বলে কলকাতার বাইরে যাবেন না।

তার মানে?

তার মানে, আপনাদের দু'জনের গায়েই ... বাদামি আলোয়ান রয়েছে। খি-খি-খি!
!!

পরদিন সকালে মেসের সকলে যে যার কাজে বেরিয়ে গেল। সন্ধেবেলা ভূপেশবাবুর ঘরে আমরা চা খেয়ে ফিরে এলাম।
পুরো ঘটনাটা লিখতে বসলাম।
সবে লেখা শেষ করেছি, এমন সময়...
আরে! তুমি ফিরে এলে? কাজ শেষ হয়ে গেল?
কাজ আরম্ভই হয়নি। সরকারের দু'দপ্তরে ঝগড়া লেগে গেছে। ওদের কামড়াকামড়ি থামলে আবার যাব।
এদিকে মেসে এক কাণ্ড ঘটে গেছে।
চা খেতে-খেতে ব্যোমকেশ আমার লেখাটা পড়ল।
?
হুমম্! প্রনব দারোগা তোমাকে তা হলে শহরবন্দি করে রেখেছে।
চলো, ভূপেশবাবুর সঙ্গে আলাপ করে আসি।
চলো। অন্য দু'জনের সঙ্গেও দেখা হয়ে যেতে পারে।

ভূপেশবাবু সমাদরে ব্যোমকেশকে অভ্যর্থনা করলেন।

আমারও একসময় ব্রিজ খেলার নেশা ছিল। তারপর অজিত দাদা শিখিয়েছিল। এখন আর ভাল লাগে না।

আমার এখনও ব্রিজ খেলতে বেশ ভাল লাগে।
ব্রিজ বুদ্ধির খেলা। যাদের বুদ্ধি আছে, তারা পছন্দ করে।

আমি একজনকে জানতাম, সে পুত্রশোক ভোলার জন্য ব্রিজ খেলত।
আমি আজই ফিরেছি। অজিতের মুখে সব শুনলাম।

যদিও নটবরবাবুর সঙ্গে আমার আলাপ ছিল না, কিন্তু নিজের ঘরের দোরগোড়ায় খুন বড় একটা দেখা যায় না।
তাই ভাবলাম আপনাদের সঙ্গে আলাপ করে আসি।

তবু তো আপনার পায়ের ধুলো পড়ল। আমিও নটবরবাবুকে আগে কখনও চোখে দেখিনি।
রামবাবু আর বনমালিবাবু ওঁকে চিনতেন।

নটবরবাবু কেমন লোক ছিলেন?
অ্যাঁ · তা · লোক মন্দ নয় বেশ ভালই লোক তবে ·

দেখুন, ওঁর সাথে সেরকম কোনও ঘনিষ্ঠতা আমাদের ছিল না।
ঢাকায় থাকতে উনি আমাদের প্রতিবেশী ছিলেন। ওইটুকুই আর কী··
কতদিন আগে ঢাকায় ছিলেন?
পাঁচ-ছ-বছর তারপর এখানে চলে এলাম।

ওখানে দু'জনে এক অফিসে চাকরি করতেন বুঝি?

আজ্ঞে হ্যাঁ। গডফ্রে ব্রাউন কোম্পানিতে মস্ত বিলিতি কোম্পানি

বনমালী, আজ আমাদের নারায়ণবাবুর বাড়ি যাবার কথা। মনে আছে?
অ্যা-আচ্ছা! আজ তবে আমরা উঠলাম।

দু'জনে তাড়াতাড়ি চলে গেল।

ব্যোমকেশবাবু, আপনার প্রশ্নে ওদের আঁতে ঘা লেগেছে।
কেন আঁতে ঘা লাগল বুঝলাম না। আপনি কিছু জানেন?
কিছু না। ওই সময় আমিও অবশ্য ঢাকায় ছিলাম, কিন্তু ওদের চিনতাম না।

ও, আপনিও ঢাকায় ছিলেন?
হ্যাঁ, দেশভাগ হবার পর এখানে চলে আসি।
ব্যোমকেশবাবু, আপনি তখন যে বললেন, একজন পুত্রশোক ভোলার জন্য ব্রিজ খেলত, সেটা কি সত্যি?

হ্যাঁ। অনেকদিন আগের কথা। তখন কলেজে পড়তাম। কেন বলুন তো?

এই দেখুন। আমার ছেলে।

ছেলে!

মারা গেছে। ঢাকায় যেদিন দাঙ্গা শুরু হয়।
সেদিন স্কুলে গিয়েছিল, আর স্কুল থেকে ফিরে এল না!
!!
আপনার স্ত্রী?

সেও মারা গেছে। হার্ট দুর্বল ছিল, পুত্রশোক সইতে পারল না।
আমি মরলাম না, ভুলতেও পারলাম না। পাঁচ-ছ'বছর হয়ে গেল। কাজ করি, তাস খেলি, হাসি, বেড়াই, তবু... ভুলতে পারি না।

শোকের স্মৃতি মুছে ফেলার যদি কোনও ওষুধ হত?

এ কথামাত্র ওষুধ মহাকাল।

নীচে নামতেই ম্যানেজারবাবু ছুটে এলেন।

ও মশাই! কবে এলেন? কখন এলেন? সব শুনেছেন তো?

কী মুশকিল দেখুন দেখি, পুলিশ যে আমাকে ধরে টানাটানি করছে।

শুধু আপনাকে নয়। অজিতকে নিয়েও টানাটানি করছে।

হ্যাঁ। হ্যাঁ। তাই তো - তাই তো। বাদামি আলোয়ান। কোনও মানে হয়? একটা ব্যবস্থা করুন না?

দেখি চেষ্টা করে।

রাস্তায় নেমে

এসো তো। গলিটা একবার দেখে যাই।

আমাদের বাসার পাশের গলি, যেখান দিয়ে নটবরবাবুকে গুলি করে বাদামি আলোয়ান গায়ে লোকটা পালিয়েছিল।

নটবরবাবুর ঘরের জানলা বন্ধ।

ওটা কীসের দাগ বলতো?
কীসের দাগ?

?
ও কী! মাটিতে নাক ঘষছ কেন?
নাক ঘষিনি। শুঁকছিলাম।
শুঁকছিলে? কেমন গন্ধ?
চাও তো তুমিও শুঁকে দেখতে পার।
আমার দরকার নেই!
তাহলে থানায় চলো।

ব্যোমকেশবাবু! সকালবেলাই আপনার মুখ দেখলাম! কী সৌভাগ্য! খি-খি-ক্!
আমার সৌভাগ্যও কম নয়। সকালবেলা বেঁটে মানুষ দেখলে কী ফল হয় তা শাস্ত্রেই লেখা আছে।

কিছু দরকার আছে কি?

আছে বই কী। প্রথম কথা, আপনি অজিতকে শাহবন্দি করে রেখেছেন, এ কথা শুনলে কমিশনার সাহেব কী বলবেন?

দেশে আইন আদালত আছে। অবশ্য কারও স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করলে পুলিশেরও সাজা হতে পারে।
বুঝলাম। আর কিছু?

নটবর নস্করের মৃত্যু সম্বন্ধে কোনও খবর পেয়েছেন?

বাইরের লোককে সব খবর জানানোর আমাদের নিয়ম নেই। তবু যতটুকু জানি আপনাকে বলতে পারি। বুকের হাড় ফুটো করে গুলি হৃদ্‌যন্ত্রে ঢুকেছে। ওই পিস্তল থেকেই গুলি বেরিয়েছে।

পিস্তলের মালিক কে?
মার্কিন ফৌজি পিস্তল, কালোবাজার থেকে কেনা। মালিকের নাম জানা অসম্ভব।

তার ঘর থেকে কিছু বেরিয়েছে ?
সব ওই টেবিলের ওপর আছে। ডায়েরি, পাসবুক, আদালতের কাগজ। দেখতে পারেন।

হুমম্‌। দেখা হয়েছে।
বেশ-বেশ। আসামির নাম-ধাম সব জানতে পেরে গেছেন ?

হ্যঁা, পেয়েছি।
!!

বলেন কী। এরই মধ্যে। তা দয়া করে নামটা আমায় বলুন। গ্রেপ্তারটা সেরে ফেলি।

না দারোগাবাবু। আপনি এই কাজের জন্য মাইনে পান, ওটা আপনাকেই খুঁজে বের করতে হবে।

তবে একটু সাহায্য করতে পারি। মেসের পাশের গলিটা খুঁজে দেখুন।
সেখানে আসামি তার পদচিহ্ন রেখে গেছে নাকি ! খি-খি-খি।
পদচিহ্নের চেয়েও গুরুতর চিহ্ন রেখে গেছে।

আর-একটা কথা, দু'-চার দিনের মধ্যে আমি অজিতকে নিয়ে কটক চলে যাব। আপনার যদি সাহস থাকে তাকে আটকে রাখুন। চলো অজিত।
!

থানা থেকে বেরিয়ে
থানায় আসার আগেই জানতে পেরেছি।
কে আসামি, ধরতে পেরেছ?

কে? কে খুনি? চেনা লোক?
পরে বলব। এখন এইটুকু জেনে রাখো যে, নটবর নস্করের পেশা ছিল ব্ল্যাকমেল করা।

!!
তুমি বাসায় যাও। আমাকে একটু গডফ্রে ব্রাউনের কলকাতা ব্রাঞ্চে যেতে হবে।
আমাকে হাত নেড়ে ব্যোমকেশ চলে গেল।

ব্যোমকেশ ফিরল যখন বেলা দেড়টা
অজিত, তুমি বিকেলবেলা রামবাবু, বনমালীবাবু আর ভূপেশবাবুকে চায়ের নেমন্তন্ন করে আসবে।

আজ সন্ধেয় এই ঘরে সভা বসবে।
তথাস্তু। কিন্তু ব্যাপারটা কী বলো তো?

ধৈর্যধারণ করো। আজ চায়ের সময় সব জানতে পারবে।

সন্ধেবেলা সবাই হাজির হলেন। চা জলযোগ শেষ হলে রামবাবু চুরুট ধরালেন।

ব্যোমকেশ হঠাৎ
আপনি সিগারেট খান না বুঝি, বনবিহারীবাবু?
আজ্ঞে আ আমার নাম
আপনি বনবিহারী আর আপনার ভাই রাসবিহারী ওরফে রামবাবু।

অজিত অনেকটা আন্দাজ করেছিল, তবে আসলে আপনারা মাসতুতো নন, সহোদর ভাই।

নটবর নস্কর আপনাদের ব্ল্যাকমেল করত। গডফ্রে ব্রাউন অফিসে আপনাদের চুরির ব্যাপারটা সে জানত। মুখ বন্ধ রাখবার জন্য সে প্রতিমাসে আপনাদের থেকে টাকা খেত।

এর থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় ছিল নটবরের মৃত্যু।
না না! দোহাই ব্যোমকেশবাবু! আমরা ওকে খুন করিনি!

নটবরকে কে মেরেছে তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই।
তবে এখন যে ব্যাঙ্কে আপনারা কাজ করেন সেখানে যদি গড়ক্কে ব্রাউনের মতো চুরির ঘটনা ঘটে, তা হলে...
না, না, কথা দিচ্ছি, ওরকম ভুল আর কখনও হবে না!

বেশ। তা হলে আমরাও এ কথা কাউকে জানাব না। কী বলেন ভূপেশবাবু?
আমিও না। আমার মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরুবে না।

আপনাদের দয়া জীবনে ভুলব না। আজ আমরা তবে যাই? শরীরটা কেমন...
আচ্ছা, আসুন।

তারা চলে গেলে দরজা বন্ধ করে ব্যোমকেশ এবার ভূপেশবাবুর দিকে তাকিয়ে হাসল।
?
আপনি বোধহয় সবই বুঝতে পেরেছেন, তাই না?

মোটামুটি বুঝেছি।
তা হলে বলুন। আমি পরে বলব।

অজিতের লেখা পড়ে আমার একটা খটকা লেগেছিল।
পিস্তলের আওয়াজ অত জোর হয় না।
হয় বন্দুক নয় বোমা ফাটালে হয়।
কিন্তু নটবর মরেছে পিস্তলের গুলিতে।
?
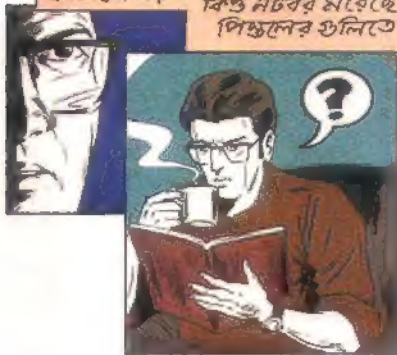
নটবরের জানলার ওপর পিস্তলটা পাওয়া গেল। সেটা আততায়ী ফেলে গেল কেন?
আমার মনে হল এর আড়ালে একটা মস্ত ধাপ্পাবাজি রয়েছে।

!
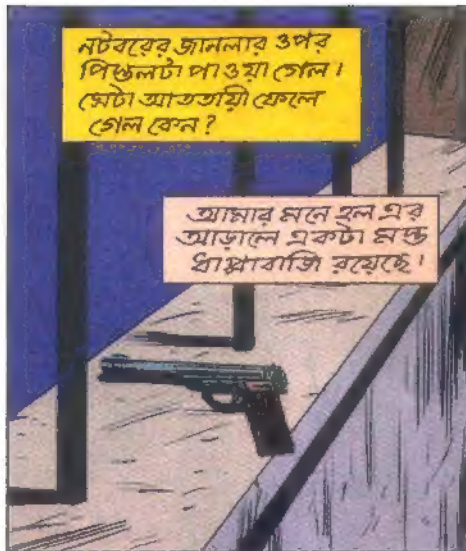
ভূপেশবাবুর ঘরের নীচে নটবরের ঘর। গলির দিকে দুজনেরই ঘরের জানলা।
সেখানে গিয়েই দেখলাম জানলার নীচে পটকা ফাটার পাঁশুটে দাগ।

শুঁকে অল্প বারুদের গন্ধও পেলাম!

আর সন্দেহ রইল না। চমৎকার একটি অ্যালিবাই সাজানো হয়েছে।
কে সাজিয়েছে?
ভূপেশবাবু ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। কারণ, জানলা তিনিই খুলেছিলেন। অন্যরা এসেছিল আওয়াজ হবার পরে।

সেদিন সন্ধের সময় ভূপেশবাবু নটবরের ঘরে গেছিলেন। পিস্তল তাঁর কাছেই ছিল।
নটবরকে তিনি গুলি করলেন।
গলির দিকের জানলা খুলে সেখানে পিস্তল রেখে নিজের ঘরে ফিরে এলেন।

তারপর যেই সিঁড়িতে অজিতের চটির শব্দ পেলেন অমনি জানলা দিয়ে নীচে পটকা ফেললেন।
দুম করে শব্দ হল। উনি চেঁচিয়ে উঠলেন ওই—ওই—বাদামি আলোয়ান গায়ে লোকটা বলে। সবাই তাই বিশ্বাস করল।
ওই—ওই—গলি থেকে বেরিয়ে গেল, দেখতে পেলেন? গায়ে বাদামি আলোয়ান!
কোথাও ভুল বললাম কি?
না। একদম ঠিক। আপনাকেই আমার ভয় ছিল। আপনি যে এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসবেন ভাবিনি।
দুটো প্রশ্নের উত্তর পাইনি। এক, পিস্তলের আওয়াজ চাপা দিলেন কী করে?
দুই, নটবরকে খুন করার কারণ কী?
শালের ভেতর হাতে পিস্তল ছিল।
আমি শাল গায়ে জড়িয়ে নটবরের ঘরে গিয়েছিলাম।
নিজের পরিচয় দেবার পর শালের ভিতর থেকে গুলি করেছিলাম, তাই আওয়াজ বাইরে যায়নি।
বুঝলাম। আর আপনার মোটিভ কী? যদিও আমি কতকটা আন্দাজ করেছিলাম আপনার ছেলের ছবি দেখে...

হ্যাঁ। ওটাই কারণ। যেদিন দাঙ্গা বাধে সেদিন নটবর আমার ছেলেকে স্কুল থেকে তুলে নিয়ে গেছিল।
সেদিন সন্ধের পর আমার বাসায় এসে বলল, দশহাজার টাকা পেলে ছেলেকে ফিরিয়ে দেবে।
!
অত টাকা আমার ছিল না, যা ছিল সব দিলাম, আমার স্ত্রী গায়ের সব গয়না খুলে দিল।
নটবর সব নিয়ে চলে গেল। কিন্তু ছেলেকে ফিরে পেলাম না। নটবরের দেখাও আর পেলাম না।
তারপর কত বছর কেটে গেল। স্ত্রী-পুত্র হারিয়ে কলকাতায় এলাম। হঠাৎ একদিন ওকে রাস্তায় দেখলাম। তারপর ...
বুঝেছি। আর বলার প্রয়োজন নেই, ভূপেশবাবু।
এখন আমার সম্বন্ধে আপনি কী করতে চান?
সাহিত্য সম্রাট শরৎচন্দ্র কোথায় যেন একবার বলেছিলেন, 'দাঁড় কাক মারলে ফাঁসি হয় না।'
!?
আমার বিশ্বাস শকুনি মারলেও ফাঁসি হওয়া উচিত নয়। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।